উড়িশ্যার ইতিহাস।

প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান

সময় পর্য্যন্ত।

কটক বিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটি ইনিস্‌পেক্টর

শ্রীশিবচন্দ্র সোম

প্রণীত।

৮৫৭

কলিকাতা;

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্‌ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

শকাব্দ ১৭৮৯।

মূল্য ।৵০

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ গ্রন্থাগার
কলিকাতা

উপহার।

অশেষ গুণনিধান সুধীজনাগ্রগণ্য

শ্রীল শ্রীযুত এচ্ উড্রো, এম, এ,

মহোদয়েষু।

মহাভাগ,

আপনি যে সময় ভূতপূর্ব্ব কৌন্সিল্ অফ্ এডুকেশনের সেক্রেটরীর পদে অভিষিক্ত ছিলেন, সেই সময়হইতে আপনি আমার প্রতি সর্ব্বদাই কৃপা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, আমি শিক্ষা বিভাগের যে সকল মহাত্মার অধীনে কর্ম্ম করিয়াছি তাহার মধ্যে আপনার নিকট যেমন পরিচিত হইয়াছি তেমন আর কাহারো নিকট হইতে পারি নাই এবং আপনার দ্বারা যত দূর উপকৃত হইয়াছি সেরূপ আর কাহারো দ্বারা হই নাই। আপনি আমাদের দেশের লোকদিগের বিদ্যা ও জ্ঞানোন্নতির জন্য চেষ্টা ও যত্নের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং আপনার অধীন কর্ম্মচারীগণ আপন আপন অবকাশকাল সাধারণ জ্ঞানোন্নতির উদ্দেশে নিয়োগ করিলে আপনার অপরিসীম সন্তোষ জন্মে, এ জন্য এই পুস্তক খানি সাধারণ সমীপে সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ আপনাকে উপহার প্রদান করিলাম। আপনার গ্রাহ্য হইলেই কৃতার্থ হইব।

একান্তবশম্বদ ভৃত্য,

শ্রীশিবচন্দ্র সোম।

পূর্ব্বভাষ।

আমি কর্ম্মানুরোধে প্রায় দশ বৎসর উড়িশ্যা দেশে বাস করিয়াছিলাম। তথায় অবস্থান কালে তত্রত্য পণ্ডিত ও বিজ্ঞমণ্ডলীর সহকারে তদ্দেশের সাহিত্য, লোক প্রচলিত প্রবাদ, আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানাদি বিবিধ বিষয়ের অনুসন্ধান এবং ঐ দেশের ইতিহাস সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক পাঠ করিয়াছিলাম। উড়িশ্যা দেশের বিষয়ে অনেকেরই অনভিজ্ঞতা দেখা যায়, বিশেষত ঐ দেশের কোন বিবরণই বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না; এজন্য কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আপাতত উড়িশ্যার প্রাকৃতিক ও ব্যবহারিক ভূবৃত্তান্ত এবং বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তদ্দেশের বিবরণ লিখিয়া উড়িশ্যার ইতিহাস নামে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত ও প্রচারিত করা গেল। যদি ইহা সাহিত্য সংসারে সাদরে গৃহীত হয়, তবে পুস্তকান্তরে ঐ দেশের চতুঃক্ষেত্র ও প্রধান প্রধান নগর সকলের বিবরণ এবং লৌকিক আচার ব্যবহার, শিক্ষা, সাহিত্য ও

বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থাদি প্রকটন করিয়া প্রচারিত করিতে উৎসাহিত হইব।

যে সকল পুস্তকের সাহায্যে এই গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ষ্টার্লিং সাহেব প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ উড়িষ্যার বিবরণ নামক পুস্তকই প্রধান। উক্ত সাহেব বিবিধ পুস্তক হইতে অতি যত্নে এদেশের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই সকল পুস্তক উড়িষ্যা দেশে অদ্যাপি প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত কয়েক খানি উল্লেখের যোগ্য।

১ম—পুরীর এক জন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক রক্ষিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বংশাবলী নামক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ উক্ত ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব পুরুষ কর্ত্তৃক ৪ শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল; পরে তদ্বংশীয়েরা সেই কালাবধি বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তাহা লিখিয়া আসিতেছেন।

২য়—জগন্নাথ দেবের মন্দিরে রক্ষিত উৎকল ভাষায় লিখিত মাঁদলা পাজি নামক গ্রন্থের অন্তর্গত রাজচরিত পরিচ্ছেদ। কথিত আছে যে, ঐ পাঁজি ৬ শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত

হইতে আরব্ধ হইয়া একাল পর্য্যন্ত ধারাবাহিক রূপে লিপিবদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

৩য়—পুটিয়া সারণগড়ের জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক রক্ষিত বংশাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থ।

মহারাষ্ট্র ও ইংরেজদিগের সময়ের বিবরণ সকল রাজকীয় কাগজপত্র, এচিসন সাহেবের ভারতবর্ষীয় সন্ধি পত্রাবলী এবং রাজকীয় বিধান সকল হইতে সংগ্রহ করা গিয়াছে।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, উড়িষ্যা দেশের সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু পদ্মলোচন মণ্ডল মহাশয় ও আমার উৎকল দেশীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী সিংহ এই পুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। পরিশেষে ইহাও বক্তব্য, এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন সময় হুগলি নর্ম্মালস্কুলের সুবিজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রুফ সকল অতি যত্ন সহকারে সংশোধন করিয়া দিয়া আমার পরম উপকার করিয়াছেন।

তাং ২৯এ এপ্রেল, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ।

উপহার।

অশেষ গুণনিধান সুধীজনাগ্রগণ্য

শ্রীল শ্রীযুক্ত এচ্ উড্রো, এম, এ,

মহোদয়েষু।

মহাভাগ,

আপনি যে সময় ভূতপূর্ব্ব কৌন্‌সিল্ অফ্ এডুকেশনের সেক্রেটরীর পদে অভিষিক্ত ছিলেন, সেই সময়হইতে আপনি আমার প্রতি সর্ব্বদাই কৃপা প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, আমি শিক্ষা বিভাগের যে সকল মহাত্মার অধীনে কর্ম্ম করিয়াছি তাহার মধ্যে আপনার নিকট যেমন পরিচিত হইয়াছি তেমন আর কাহারো নিকট হইতে পারি নাই এবং আপনার দ্বারা যত দূর উপকৃত হইয়াছি সেরূপ আর কাহারো দ্বারা হই নাই। আপনি আমাদের দেশের লোকদিগের বিদ্যা ও জ্ঞানোন্নতির জন্য চেষ্টা ও যত্নের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং আপনার অধীন কর্ম্মচারীগণ আপন আপন অবকাশকাল সাধারণ জ্ঞানোন্নতির উদ্দেশে নিয়োগ করিলে আপনার অপরিসীম সন্তোষ জন্মে, এ জন্য এই পুস্তক খানি সাধারণ সমীপে সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ আপনাকে উপহার প্রদান করিলাম। আপনার গ্রাহ্য হইলেই কৃতার্থ হইব।

একান্তবশম্বদ ভৃত্য,

শ্রীশিবচন্দ্রসোম।

৮৫৭ *

উড়িশ্যার ইতিহাস।

উপক্রমণিকা।

দেশ মাহাত্ম্য।

উড়িশ্যা দেশ বলিলেই সাধারণ লোকের মনে এক নির্ধন কদাচারকলঙ্কিত অসভ্য জাতির বাস-স্থান এই ভাব উদিত হয়। অনেকের এইরূপ সংস্কার আছে যে, উড়িশ্যা দেশের ভুমি অতি অনুর্ব্বর ও ঊষর, তত্রত্য জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর এবং তদ্দেশবাসী লোকেরা বল, বিদ্যা, বুদ্ধি, আচার ও শিল্পচাতুর্য্য বিষয়ে অতি হীনকল্প। যদিও এরূপ সংস্কার কতক সত্য হইতে পারে, তথাপি ইহা সর্ব্বতোভাবে ন্যায়মূলক নহে। উক্ত দেশের নীচ শ্রেণীস্থ লোকদিগের আচার ব্যবহার দৃষ্টে অপর দেশীয় ব্যক্তিদিগের মনে এইরূপ ঘৃণা জন্মিয়াছে। কেহ উড়িশ্যাবাসীদিগের বিশেষ বিবরণ অবগত হইবার মানসে যত্ন করিয়া অনুসন্ধান করেন নাই। বর্ষে বর্ষে ভারতবর্ষীয় সমুদয় দেশ হইতে জগন্নাথ-দেবের দর্শনার্থ যে অসংখ্য যাত্রিক স্রোতোধারার

ন্যায় প্রবাহিত হইয়া যায়, তাহারা পণ্যবীথিকা-নিচয়ের অর্থলোলুপ বিক্রেতা ও জগন্নাথদেবের ভিক্ষাজীবী পাণ্ডাদিগের আচার ব্যবহারমাত্র দৃষ্টি করিয়া তদনুযায়ী সংস্কারাপন্ন হয়। ঐ যাত্রিকেরা পিপীলিকা শ্রেণীবৎ দলবদ্ধ হইয়া যে স্থান দিয়া গমন করে, তাহা কদাচ স্বাস্থ্যকর হইবার সম্ভাবনা নাই; যখন যে স্থানে অবস্থান করে, তখন তত্রত্য বায়ু বিদূষিত হইয়া যায় এবং জল কলুষিত হইয়া পূতিগন্ধময় হয়; অতএব ইহারা যে উৎকল দেশের নিন্দাবাদে মুক্তকণ্ঠ হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নয়।

পুরাণ ও উপপুরাণাদিতে উৎকল খণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা লিখিত আছে। উৎকল শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তদ্বিষয়ে অনেকের মতের অনৈক্য আছে; কেহ কেহ বলেন, উৎকল শব্দ কোন দেশের প্রসিদ্ধ খণ্ড বোধক, কেহ কেহ এমনও সিদ্ধান্ত করেন যে, ইহা দ্বারা শোভমান দেশ বুঝায়। কথিত আছে যে, এই দেশ দেবতাদিগের অতি প্রিয় আবাস স্থান, তত্রত্য লোক সংখ্যার অধিকাংশ দ্বিজবর্ণ এজন্য ইহা সমধিক গৌরবাস্পদ। কপিল সংহিতায় ভরদ্বাজ মুনি স্বীয় শিষ্যগণকে উড়িশ্যার প্রধান প্রধান ক্ষেত্র সমূহের ইতিবৃত্ত ও পবিত্রতা বর্ণনচ্ছলে এই কথা বলিয়াছেন, "পৃথিবীর সকল দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং ভারত খণ্ডের মধ্যে উৎ-

কল প্রদেশই সর্ব্বাপেক্ষা গরিমাস্পদ ; এই সুবিস্তীর্ণ প্রদেশ এক নিরবচ্ছিন্ন তীর্থ বিশেষ ; এখানকার মনুষ্যেরা নিঃসংশয় দিব্য লোক প্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু অন্যদেশীয় যে সকল মনুষ্য ইহা দর্শনার্থ গমন করত এ দেশের পুণ্য পয়স্বিনী সকলে অবগাহন করে, তাহারা পর্ব্বত প্রমাণ পাপরাশি হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। উৎকল খণ্ডের পুণ্যতীর্থ, দেবমণ্ডপ, ক্ষেত্র, সৌরভান্বিত কুসুমনিচয়, অমৃতময় নানা প্রকার ফল ও তদ্দেশযাত্রাজনিত অশেষবিধ পুণ্য প্রভৃতি যথাবৎ বর্ণন করা কাহার সাধ্য ? যে দেশে দেবতাগণ অবস্থান পূর্ব্বক আনন্দিত হন, সে দেশের গুণানুবাদে গ্রন্থ বাহুল্য করণের প্রয়োজন নাই।"

১ম অধ্যায়।

ব্যবহারিক ও প্রাকৃতিক ভূবৃত্তান্ত।

উড়িশ্যা দেশের পুরাবৃত্ত যে কাল হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই কালের মধ্যে উক্ত দেশের সীমা বিবিধ প্রকারে পরিবর্ত্তিত হওনের প্রমাণ দেখা যাইতেছে; পুরাণোক্ত উৎকল দেশ উত্তরে মতলুক ও মেদিনীপুর, দক্ষিণে গাঞ্জাম সমীপস্থবর্ত্তী ঋষিকুল্যা নদী, পূর্ব্বে সাগর ও ভাগীরথী নদী, ও পশ্চিমে শোণপুর, সম্বলপুর ও গণ্ডওয়ানার অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কিন্তু আদিম উড্র জাতির বাসস্থান অর্থাৎ প্রকৃত ওড় দেশ বা উড়িশ্যা* উত্তরে সোরো গ্রাম সমীপবর্ত্তী কাঁশবাঁশ নদী হইতে দক্ষিণে ঋষিকুল্যা নদী পর্য্যন্ত। কালক্রমে উড্রজাতি আপন নাম, ভাষা ও আচার ব্যবহার অধিকতর বিস্তৃত প্রদেশের মধ্যে সংস্থাপন করিয়াছিল; এমন কি, বাঙ্গলার কিয়দংশ ও তেলিঙ্গানার কিঞ্চিৎ ভাগ তাহার অন্তর্গত হইয়াছিল। গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের সময়ে প্রায় ৪০০ বষ ব্যাপিয়া উৎকল রাজার অধিকার নিম্ন লিখিত সীমায় আবদ্ধ ছিল যথা;—

---

* সাধারণ ভূগোলাদি পুস্তকে উড়িষ্যা লিখিত হয়, কিন্তু ওড় দেশ হইতে উড়িশ্যার ব্যুৎপত্তি হইতেছে এজন্য "শ" লেখা গেল।

ত্রিবেণীর ঘাট হইতে বিষ্ণুপুর দিয়া পাটকুমের সীমা পর্য্যন্ত একটী রেখা অঙ্কিত করিলে উহা তাহার উত্তর সীমা, হুগলী নদী ও সাগর পূর্ব্ব সীমা, সিংভূম হইতে শোণপুর পর্য্যন্ত একটী রেখা টানিলে উহা তাহার পশ্চিম সীমা, গোদাবরী নদী বা সান (ছোট) গঙ্গা তাহার দক্ষিণ সীমা। এই সীমার মধ্যে গজপতিরাজগণ প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রকৃতি ও ক্ষমতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে প্রভুত্ব করিতেন; কখন কখন গজপতিরাজাদিগের রাজ্য তৈলঙ্গ দেশের দূরবর্ত্তী প্রান্ত পর্য্যন্ত ও কখন কখন কর্ণাট দেশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়; পরন্তু ইহাও প্রতীত হয় যে, তাঁহারা কোন কালে এই সকল স্থানে স্থির অধিকার প্রাপ্ত হন নাই, কারণ দাক্ষিণাত্যের বামিনী রাজগণ তাঁহাদিগের বিশেষ প্রতিযোগিতা করিতেন।

সম্রাট আকবর শাহার অমাত্যগণ উড়িশ্যা দেশ মোগল রাজ্যভুক্ত করিয়া, প্রথমেই হুগলি ও তদধীন দশটি মহল বাঙ্গলার সুবা সম্ভুক্ত করেন; তখন উড়িশ্যা সুবা উত্তরে তমলুক ও মেদিনীপুর হইতে দক্ষিণে রাজমহেন্দ্রী দুর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং জলেশ্বর, ভদ্রক, কটক, কলিঙ্গ ও রাজমহেন্দ্রী নামক পাঁচ অসমান খণ্ডে বিভক্ত ছিল; প্রত্যেক ভাগকে এক এক সরকার বলা যাইত। এতদ্ব্যতীত বিষ্ণুপুর

হইতে কারোণ্ডি, বস্তার এবং জয়াপুর পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য প্রদেশ সকল ও সমুদ্রকূলবর্ত্তী কয়েকটি স্থান পৃথক এক ভাগ বলিয়া পরিগণিত হইত; এই ভাগ গড়জাত মহাল নামে বিখ্যাত; ইহা অনেক খণ্ডে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক খণ্ড তাহার পূর্ব্বতন অধিকারীর অধীনে ছিল। পূর্ব্বোক্ত পাঁচ সরকার মোগলবন্দী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আকবর শাহার বন্দোবস্তের অনতিবিলম্বে রাজমহেন্দ্রী সরকার ও রঘুনাথপুরের দক্ষিণস্থ কলিঙ্গ প্রদেশের কিয়দংশ গোলকন্দার কুতবসাহি নামক মুসলমান রাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ১৬৪৯ শকাব্দে মহম্মদ তকিখাঁর শাসনারম্ভ সময়ে রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজ সকলে উড়িশ্যার সীমা উত্তরে মেদিনীপুরের সাত ক্রোশ দূরে নাড়াদেউল ও দক্ষিণে গঞ্জামের মহেন্দ্রমালী সমীপবর্ত্তী রঘুনাথপুর পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; (অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৭৬ ক্রোশ।) এবং পূর্ব্ব সীমা সাগর ও পশ্চিম সীমা বড়মূলগিরিসঙ্কট পর্য্যন্ত; (অর্থাৎ প্রস্থে প্রায় ৮৫ ক্রোশ।) পরে হায়দ্রাবাদের নবাব গঞ্জামের পলিগার নামক রজপুত ভূম্যাধিকারীদিগের সহিত চক্রান্ত করিয়া চিল্কাহ্রদের দক্ষিণস্থ সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। নবাব সুজাউদ্দীনের সময় পটাশপুর প্রভৃতি কতিপয় পরগণা ভিন্ন, জলে-

শ্বর সরকারের অন্তর্গত সমুদয় প্রদেশ মুরশিদাবাদের অধীন হইয়াছিল, সুতরাং এই অবধি উড়িশ্যার উত্তর সীমা সুবর্ণরেখা ও পটাশপুর অবধারিত হইল।

এই সীমার অন্তর্গত দেশ ১৬৭৯ শকে আলিবর্দ্দি খাঁ নবাব তাঁহার অঙ্গীকৃত চৌথের পরিবর্ত্তে বিরার প্রদেশের মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করেন; তাহাই প্রকৃত উড়িশ্যাদেশ ও এক্ষণে কটক জেলা নামে বিখ্যাত। উহা সম্প্রতি উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ বিভাগ অর্থাৎ বালেশ্বর, কটক ও পুরী নামে তিন খণ্ডে বিভক্ত।

এই দেশের পশ্চিমে সমুদ্রকূলের ৩০। ৩৫ ক্রোশ অদূরে একটী অনতি উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী দৃষ্ট হয়, উহার উচ্চতা সাধারণত ৩০০ হইতে ১২০০ পাদ পর্য্যন্ত; কিন্তু ৭ বৎসর হইল এই পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে বালেশ্বর হইতে ২০। ২২ ক্রোশ দূরে মেঘাসনী নামে একটী তুঙ্গ গিরিশিখর আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার উচ্চতা প্রায় ৩৮০০ পাদ। এই পর্ব্বতশ্রেণী রাজমহলের গিরিনিচয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব ঘাটা নামক পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার পদতল হইতে সমুদয় দেশটী এক বন্ধুর ক্রমনিম্ন ধরাতলের ন্যায় সাগরোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিয়া অতি বিচিত্র শোভা প্রকাশ করিতেছে।

এই ধরাতলের মধ্যেও স্থানে স্থানে গণ্ড শৈল সমূহ দৃষ্ট হয়; কটকের পথে উক্ত সহর হইতে ১৪। ১৫ ক্রোশ উত্তরে নেউলপুর নামক স্থানে দুইটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত প্রধান বর্ত্মের উভয় পার্শ্বে পরিদৃশ্যমান আছে; কটক সহরের পূর্ব্বেও কতিপয় স্থান গণ্ড শৈলে আবৃত আছে।

বালেশ্বরের পশ্চিমে এই পর্ব্বতশ্রেণী সমুদ্রতটের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; অর্থাৎ তথায় প্রায় আট ক্রোশ দূরেই ঐ গিরিনিচয় অবস্থিত আছে; পরিষ্কার দিবসে সমুদ্রে থাকিয়া ২৫ ক্রোশ দূর হইতে উহা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সাগরস্থ অর্ণবপোত সকলের স্থান নির্দ্দেশক চিহ্ন স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এই পর্ব্বত শ্রেণীর একটী শাখা চিল্কাহ্রদের দক্ষিণ দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া সাগরে প্রবিষ্ট প্রায় হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতশ্রেণী ও তাহার অন্তরালস্থিত বিন্ধ্যাচলের সমীপবর্ত্তী স্থান হইতে কতিপয় স্রোতস্বতী বিনির্গত হইয়া বিবিধ ভ্রূকুটি প্রদর্শনপূর্ব্বক কুটিলগতিতে শাখা প্রশাখা বিক্ষেপ করিয়া এই দেশ দিয়া প্রবহমান হইতেছে। এই নদী নিচয়ের নৈসর্গিক শোভা অতি মনোহর; তাহাদিগের মধ্যে সুবর্ণরেখা, পাঁচপাড়া, সারথা, বুড়ামলঙ্গ, কাঁশবাঁশ, সালিন্দী, বৈতরণী, ব্রাহ্মণী, মহানদী ও তাহার

শাখা প্রশাখা বিরূপা, চিত্তোৎপলা, নুনা, কাটজুরী ও ভার্গবী এই কয়েকটী এস্থলে উল্লেখের যোগ্য।

এই প্রবাহ নিকরের জল, সমুদ্র দূরবর্ত্তী স্থান সকলে অতিস্বচ্ছ, পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর, এবং তাহা অতি নির্ম্মল ঈষৎ পাটলবর্ণ বালুকারাশিশয্যার উপর দিয়া প্রখরবেগে সঞ্চালিত হইতেছে। যখন তাহা বর্ষার জলে কর্দ্দমিত ও মলিন না হয়, তখন তথায় অবগাহন করা একটি পবিত্র সুখ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। এই সকল নদী বর্ষাকালে বারিপূর্ণ হইয়া প্রবলবেগ ও বর্দ্ধিতকলেবর হয়, কিন্তু গ্রীষ্মের সময় শুষ্কপ্রায় হইয়া যায়। দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে হইলে উড়িশ্যার বর্ত্তমান উত্তর সীমা সুবর্ণরেখা প্রথমেই নয়নগোচর হয়; তাহার পর ক্রমে অপর নদী সকল দেখা যায়।

সুবর্ণরেখা—একটী সুপ্রশস্ত নদী, কিন্তু মহানদীর ন্যায় বিস্তৃত বা নাব্য নয়। কথিত আছে যে, এই নদীরকূলে সুবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, বস্তুত নদীশয্যাস্বরূপ বালুকারাশির মধ্যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চাকচাক্যশালী ধাতুকণা দৃষ্ট হয়, তাহা দরিদ্রলোকে আহরণ করিয়া ধৌত করণানন্তর অগ্নিতে গলাইয়া অত্যল্প সুবর্ণ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহাতে পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল লাভ করা দুরূহ।

পাঁচপাড়া ও সারথা—দুইটি অতি ক্ষুদ্র সরিৎ;

এতদ্দ্বয়ের উপর বর্ত্তমান রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক লৌহ শৃঙ্খলে লম্বমান দুইটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এই নদীদ্বয় পরস্পর সমীপবর্ত্তী ও মিলিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে; এই দুই নদীতে বালুকা দেখিতে পাওয়া যায় না।

বুড়ামলঙ্গ—নদী বালেশ্বর সমীপস্থ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে; এই নদী বালেশ্বর পর্য্যন্ত নাব্য, কিন্তু অমাবস্যা ও পূর্ণিমার কটাল ব্যতীত ইহাতে বোঝাই পোত সকল বাহিত হইতে পারে না। এই নদীর জল বালেশ্বর নগর হইতে কিঞ্চিৎ অধিক দূর পর্য্যন্ত চৈত্র বৈশাখ মাসে লবণাক্ত হইয়া পড়ে। নদীর বক্রগতি নিবন্ধন নদীপথে বালেশ্বর হইতে সমুদ্র ৭ ক্রোশ দূর হইবে।

কাঁশবাঁশ—অতি ক্ষুদ্র সরিৎ; ইহার উপর পূর্ব্ব-তন রাজপুরুষদিগের নির্ম্মিত একটি প্রস্তরময় সেতু আছে; এ নদীতে বালুকা দৃষ্ট হয় না ও ইহা নাব্য নয়।

সালিন্দী—একটি বিচিত্র বক্রগমনশীল মনোহর সরিৎ; ইহার বালুকা শয্যা অতি সুন্দর ও জল-রাশিও অতি সুস্বাদু; এ নদীটীও নাব্য নয়। ইহা বৈতরণীতে পতিত হইয়াছে।

বৈতরণী—উৎকলদেশের মধ্যে একটি পবিত্র নিম্নগা; ইহার জল সালিন্দীর ন্যায় সুস্বাদু ও

ইহার বালুকাশয্যা অতি মনোহর। এই নদীর কুলে যাজপুর নগর অবস্থিত আছে, ও তথায় পবিত্র দশাশ্বমেধের ঘাট অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। ইহা ব্রাহ্মণীতে পতিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণী—সুবর্ণরেখা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বিস্তৃত; ইহার অনেক শাখা উভয় পার্শ্ব হইতে বিনির্গত হইয়া পুনরায় তাহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে খরসুয়া ও কুমিড়িয়া প্রধান। বৈতরণী নদী এই নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, এই সংমিলিত নদীর নাম ধামড়া। ধামড়া একটী নাব্য নদী। ব্রাহ্মণীর অপর এক শাখার নাম মাইপাড়া; যেস্থানে বৈতরণী নদী ব্রাহ্মণীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানের কিঞ্চিৎ দূর হইতে মাইপাড়া শাখা বহির্গত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে।

মহানদী—উড়িশ্যার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নদী; ইহার কুলে উড়িশ্যার বর্ত্তমান প্রধান নগর কটক সহর অবস্থিত আছে; ইহা বিন্ধ্যাচল সমীপবর্ত্তী বস্তার নামক স্থানের নিকট হইতে বিনির্গত হইয়াছে; সেই উৎপত্তি স্থানের অনতিদূরে নর্ম্মদা ও শোণ এই দুইটি প্রসিদ্ধ নদী সংজাত হইয়া একটি পশ্চিমাভিমুখে ও অপরটি উত্তর পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছে। সম্বলপুর ও শোণপুর দিয়া দক্ষিণ

পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত মহানদী তীলনদীর সম্মিলনে বর্দ্ধিত কলেবর হইয়া কটকের পশ্চিমে মোগলবন্দী বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়াছে; কিয়দ্দূর গমনানন্তর দক্ষিণ কুল দিয়া কাটজুরী নামক একটি খরপ্রবাহ শাখা প্রসারিত করিয়া কটক নগরের উভয় পার্শ্বদিয়া প্রবাহিত হইতেছে; কাটজুরী শাখাটীও উক্ত নগরের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রবহমান আছে; এমন কি, কটকস্থ বারবাটী দুর্গের উচ্চ স্থানে উঠিলে, তিন দিকেই ঐ দুই সুবিস্তৃত নদী রজত মেখলার ন্যায় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মহানদী কটকের সম্মুখে প্রায় ১ ক্রোশ প্রশস্ত হইবে। এই নদী পূর্ব্বে গ্রীষ্ম সময়ে সুপ্রতরা ছিল, কিন্তু সম্প্রতি পাঁচ বৎসর হইল কটকের ইঞ্জিনিয়রের প্রস্তাব মতে মহানদীকে গভীর ও নাব্য করণাভিপ্রায়ে উক্ত নগরের ৩ ক্রোশ পশ্চিমে কাটজুরী শাখার নির্গমস্থানে একটি প্রশস্ত প্রস্তরময় বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছে; তদ্দ্বারা কাটজুরীর স্রোতোবেগ মন্দীভূত হওয়াতে মহানদীতে অধিক জল প্রবাহিত হইতেছে, এবং সম্প্রতি শেষোক্ত নদী অপেক্ষাকৃত গভীর ও কটক পর্য্যন্ত নাব্য হইয়া আসিয়াছে।

কাটজুরী—নদী প্রসারের অল্পতা প্রযুক্ত পূর্ব্বে অতি বেগবতী ছিল; তাহার প্রবাহ মধ্যে মধ্যে

কূল ভাঙ্গিয়া নগরের অনেক অনিষ্ট করিত; সেই অনিষ্ট নিবারণ জন্য ঐ নদীর কূলে পূর্ব্বতন রাজপুরুষগণ আপনাদিগের অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্বরূপ একটী সুদৃঢ় প্রস্তরময় বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন; সেই বাঁধ অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে। কাটজুরী যে স্থানে সাগরে প্রবেশ করিয়াছে, তথায় উহাকে দেবনদী কহে।

কটকের সম্মুখস্থ মহানদীর অপর কূল ভাঙ্গিয়া বিরূপা নামে একটী শাখা বহির্গত হইয়া ব্রাহ্মণী নদীর কুমিড়িয়া শাখাতে নিপতিত হইয়াছে। তদনন্তর ঐ প্রধান নদী সাগরাভিমুখে গমন করিতে করিতে, চিত্তোৎপলা, নুনা প্রভৃতি কতিপয় শাখা প্রসারিত করিয়াছে। এই সকল শাখা অপর শাখা নদীর সহিত মিলিয়া পুনরায় মহানদীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মহানদী ফাল্‌স্‌পইণ্ট্‌ নামক অন্তরীপ সমীপে সাগরে প্রবেশ করিয়াছে।

কাটজুরীর উৎপত্তিস্থানের কিয়দ্দূরে ঐ শাখার দক্ষিণ তট ভাঙ্গিয়া ভার্গবীনামে একটি প্রশাখা বহির্গত হইয়াছে; উহা দক্ষিণাভিমুখে গমন করত চিল্কাহ্রদে প্রবেশ করিয়াছে।

খোর্দ্দার সমীপবর্ত্তী পর্ব্বতনিকরের নির্ঝর দ্বারা সংজাত দয়ানদী পুরী জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া চিল্কাহ্রদে মিলিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিৎ আছে।

চিল্কাহ্রদ—উড়িশ্যার দক্ষিণ সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; ইহার ক্ষেত্রফল প্রায় ৭০০ বর্গ ক্রোশ হইবে। ইহা সমুদ্রের এক অংশ বলিলেই হয়, কেবল পূর্ব্বভাগে একটি সিকতাময় পুলিন ব্যবধানে উহা সমুদ্র হইতে পৃথক্‌কৃত হইয়াছে। উহার উত্তরপূর্ব্ব দিকে কিয়দংশ ভাঙ্গা থাকাতে সেই স্থানটি চিল্কাহ্রদের মোহানা বলিয়া খ্যাত; এই স্থান দিয়া পোত সকল হ্রদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। চিল্কাহ্রদে কতিপয় দ্বীপ আছে, তাহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পুলিন নিকটবর্ত্তী মালুদ ও পাড়িকুদ নামে দ্বীপদ্বয় প্রধান। উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পশ্চিম দিকে মাণিকপত্তন ও বজ্রকূট নামে দুইটি সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ড এই হ্রদ ও পুলিনের মধ্যবর্ত্তী স্থলে অবস্থিত আছে। এই সকল স্থানে বিপুল পরিমাণে লবণ উৎপন্ন হইত। পুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে মাণিক-পত্তন দিয়া চিল্কার মোহানা পার হইয়া পূর্ব্বোক্ত পুলিনের উপর দিয়া গঞ্জাম পর্য্যন্ত একটি পথ আছে; তাহা সমুদ্রতটের সন্নিহিত। আর গঞ্জাম বিভাগস্থ শৈলশিখরস্থিত রম্ভা নগরের সম্মুখবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির একজন সিবিল সর্বেন্ট্ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ব্রেক্‌ফাষ্ট্ হাউস নামে একটি মনোহর হর্ম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহার শোভা অতি চমৎকার ও লোচনবিনোদন।

উড়িশ্যা দেশের মোগলবন্দী প্রদেশ বর্ত্তমান রাজপুরুষদিগের দ্বারা বালেশ্বর, কটক ও পুরী এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে; ইহার মধ্যে কটক বিভাগ সর্ব্ব প্রধান; এই বিভাগের প্রধান নগর কটকে জজ ও কমিশনর আছেন। বালেশ্বর ও পুরীতে ঐ দুই প্রধান কর্ম্মচারী বৎসরের মধ্যে কএক বার গিয়া আবশ্যকমত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এক এক জন মেজেষ্টর ও কালেক্টরের ক্ষমতাপন্ন এবং কতিপয় ডিপুটী মেজেষ্টর ও কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারী প্রত্যেক বিভাগে অবস্থিত আছেন; তদ্ব্যতীত এক জন করিয়া এসিষ্টাণ্ট্ সর্জন, কতিপয় পুলিসকর্ম্মচারী এবং বালেশ্বরে এক জন মাষ্টার এটেণ্ডেণ্ট্ (পোত তত্ত্বাবধারক) নিযুক্ত আছেন।

এই তিন বিভাগে তিনটী প্রধান নগর আছে; এই বিভাগত্রয়ের নামেই তাহাদিগের নাম হইয়াছে।

বালেশ্বর নগর কলিকাতার দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ৭৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত; উহা বুড়ামলঙ্গ নদীর তীরবর্ত্তী, বাঙ্গলা উপসাগরের কুল হইতে ৩½ ক্রোশ অন্তর এবং সমুদ্রজলসীমা হইতে ২৮ ফুট উচ্চ। এই নগরের অনতিদূরে সাগরোপকুলে বুড়ামলঙ্গ নদীর মোহানার নিকট বলরামগোরী নামক স্থানে ব্লণ্ট্ সাহেবকৃত একটী মনোহর হর্ম্ম্যের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। যৎকালে

নবাব সিরাজউদ্দৌলার সৈন্য কর্ত্তৃক কলিকাতা অধিকৃত হইয়াছিল, তখন এই স্থানের অনতিদূরে বাহাদূরের কর্ম্মচারী সাহেবেরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কটক নগর বালেশ্বরের ৫০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে মহানদী ও কাটজুরী নামক নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত; ইহা সাগরকুল হইতে ২৫ ক্রোশ অন্তর।

পুরী বা পুরুষোত্তম ধাম সমুদ্রকূলে স্থিত; উহা কটকের দক্ষিণ দিকে ২৩ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত; এই স্থানটী গ্রীষ্মকালে অতি সুখদ হয়; তখন এখানে গ্রীষ্মানুভব হয় না, এজন্য কটকের কমিশনর প্রভৃতি কতিপয় প্রধান সাহেব ঐ সময় তথায় গিয়া অবস্থান করেন; কিন্তু বর্ষাকালে ঐ স্থান এত মন্দ হয় যে, পুরীর সাহেবেরাও ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া কিছু কালের জন্য কটকে আসিয়া থাকেন।

এতদ্ব্যতীত বালেশ্বর বিভাগের অন্তর্গত, বালেশ্বর নগর হইতে দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ২১ ক্রোশ দূরে সালিন্দীর উভয় তটে ভদ্রক নামে একটি প্রসিদ্ধ নগর আছে; এখানে একটি ডিপুটি মেজেষ্টর ও কালেক্টরের কাছারি দৃষ্ট হয়। মোগল ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সময় এ নগর প্রসিদ্ধ ছিল। অত্রত্য লোকেরা অতিশয় আমোদপ্রিয়।

বালেশ্বর এবং ভদ্রকের প্রায় মধ্যস্থলে সোরো

নামে একটি বহুজনাকীর্ণ গ্রাম আছে ; বালেশ্বর নগরের ৩ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে রেমুনা নামে অপর এক প্রধান গ্রাম আছে ; সেখানে যাত্রিকেরা ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দেখিতে যায়।

ভদ্রক হইতে প্রায় ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে ধাগনগর ও শেষোক্ত স্থান হইতে ২ ক্রোশ পূর্ব্বে বয়াং ও চারি ক্রোশ দক্ষিণে আয়াশ এই তিন গ্রাম আছে।

কটক বিভাগের অন্তর্গত যাজপুর ও কেন্দ্রাপাড়া নামে দুই নগর আছে ; এই নগরদ্বয়ে একটি একটি ডিপুটী মেজেষ্টর ও কালেক্টরের কাছারি আছে।

যাজপুর পূর্ব্বকালে উৎকলরাজদিগের রাজধানী ছিল ; ইহা বৈতরণী নদীর কূলবর্ত্তী। যাত্রিকেরা এখানে স্নান ও পিতৃলোকের শ্রাদ্ধতর্পণাদি করে, ও এই নগরের নাভিগয়া নামক স্থানে পিণ্ড প্রদান করিয়া কৃতার্থ হয়। যে স্থানে যাত্রিকেরা স্নান করে, সেই স্থান দশাশ্বমেধের ঘাট নামে প্রসিদ্ধ। যাজপুরনিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, ইহা পূর্ব্বকালে উড়িশ্যার রাজধানী ছিল।

কেন্দ্রাপাড়া কটকের পূর্ব্বে প্রায় ২০ ক্রোশ দূরে গুবুরী বা গোবর্দ্ধনী নদীর কূলে স্থিত ; ঐ নদী অতিশয় পঙ্কিল ও অপরিষ্কৃত।

কটক বিভাগের মধ্যে পুরুষোত্তমপুর, অরকপুর, মির্জ্জাপুর, রাজেন্দ্রপুর, মহাঙ্গা, রামচন্দ্রপুর, শ্রীকৃষ্ণ-

পুর, নীলকণ্ঠপুর, বালিয়াপদমপাড়া, মার্কণ্ডপুর, বামুনদা প্রভৃতি অনেকগুলি গণ্ড গ্রাম আছে; এই সকল গ্রামে অনেক সম্পন্ন ও ধনাঢ্য ব্যক্তির বাসস্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরী বিভাগের মধ্যে খোর্দ্দা একটি প্রধান নগর; এখানে একটি ডিপুটি মেজেষ্টরের কাছারি সংস্থাপিত আছে। পূর্ব্বে এই স্থান উড়িশ্যা দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজার বাসস্থান ছিল; এক্ষণে খোর্দ্দার রাজা পুরীতে অবস্থান করিতেছেন।

পুরী নগরের ৫ ক্রোশ উত্তরে শ্রীরামচন্দ্রপুর শাসন, তাহার অনতিদূরে সত্যবাদী ও তাহার ৮ ক্রোশ উত্তরে পিপ্‌লী নামক প্রসিদ্ধ স্থান আছে।

উলুবেড়িয়া হইতে পশ্চিমাভিমুখে যে পথ মেদিনীপুরে গিয়াছে, তাহার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া উড়িশ্যার মধ্য দিয়া একটি প্রধান বর্ত্ম দক্ষিণপশ্চিমে কটক পর্য্যন্ত গিয়াছে; তথা হইতে সেই পথ দক্ষিণাভিমুখ হইয়া পুরীতে গিয়াছে; অপর এক বর্ত্ম কটক হইতে খোর্দ্দা ও গঞ্জাম দিয়া দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে গিয়া মান্দ্রাজে মিলিয়াছে। এই প্রধান বর্ত্মটি সম্প্রতি স্থানে স্থানে পাকা হইয়া আসিতেছে, কিন্তু উহার অধিকাংশই এপর্য্যন্ত কাঁচা আছে, এবং বর্ষার সময় মধ্যে মধ্যে দুর্গম হইয়া উঠে।

প্রথম,—এই প্রধান বর্ত্মের একটি শাখা বালেশ্বর

হইতে উত্তর পশ্চিমাভিমুখে রেমুনা গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে, এই পথের কিয়দংশ পাকা, অবশিষ্ট কাঁচা।

দ্বিতীয়,—সোরো গ্রাম সমীপবর্ত্তী স্থান হইতে প্রধান বর্ত্মের আর একটি শাখা সোরো গ্রামের মধ্য দিয়া ঐ গ্রামের প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়াছে।

তৃতীয়,—ভদ্রক হইতে ধুরুকাদাইপুর নামক স্থান পর্য্যন্ত ঠিক পূর্ব্বাভিমুখে অপর একটি পথ আছে। উহা প্রায় ৫ ক্রোশ দীর্ঘ হইবে।

চতুর্থ,—প্রধান বর্ত্মের অপর এক শাখা যাজপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে।

পঞ্চম,—আর একটি পথ কটকের নিকটবর্ত্তী প্রধান বর্ত্ম হইতে বহির্গত হইয়া ঠিক পূর্ব্বাভিমুখে কেন্দ্রাপাড়া পর্য্যন্ত গিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আরও কতিপয় সঙ্কীর্ণ বর্ত্ম আছে।

উড়িশ্যার মধ্যে তিনটি প্রধান নগর ভিন্ন অপর কোন স্থানে পাকা পথ দৃষ্ট হয় না। এই তিনটি নগরের পথ অতি পরিচ্ছন্ন। বালেশ্বরের পথে কঙ্কর ব্যবহৃত হয়। কটক নগরের পথে এক প্রকার প্রস্তর চূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা অতি সুন্দর ও ঘন পাটল বর্ণ। কোন কোন গ্রামের পথ বালুকাময় হওয়া প্রযুক্ত বর্ষাকালে দুর্গম হয় না, কিন্তু উপরোক্ত প্রধান বর্ত্ম ও শাখাপথ সকল বর্ষাকালে কর্দ্দমময় হয়। পূর্ব্বে জগন্নাথদর্শনার্থী যাত্রিক-

দিগের পথ চিঁড়াকুটি ধামনগর ও যাজপুরের মধ্য দিয়া ছিল। সেই পথটি বর্ত্তমান বর্ত্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যুন। উহার স্থানে স্থানে বৃহৎ সেতু আছে।

প্রাকৃতিক অবস্থাভেদে ও রাজকীয় নিয়মানুসারে সমস্ত উড়িশ্যা দেশ তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম, সমুদ্রতটবর্ত্তী নিম্ন সজল প্রদেশ; ইহা সুবর্ণরেখা হইতে কর্ণারক বা পদ্মক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং অধিকাংশ জঙ্গলাবৃত, ইহার বিস্তার পূর্ব্বপশ্চিমে কোথাও ৩ ক্রোশ, কোথাও বা ১০ ক্রোশ হইবে। দ্বিতীয়, অপেক্ষাকৃত উচ্চ ঐ প্রদেশের পশ্চিমাংশ; উহা উড়িশ্যার প্রধানাংশ ও মোগলবন্দী বা খালিসা নামে প্রসিদ্ধ। তৃতীয়, পার্ব্বতীয় প্রদেশ; ইহার কোন কোন অংশ এখনও উত্তমরূপে আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রথম ও তৃতীয় প্রদেশ উৎকলবাসীদিগের মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম রাজবারা নামে বিখ্যাত।

সমুদ্রতটবর্ত্তী নিম্ন প্রদেশে কৃষিকার্য্যের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয় না; তৎপ্রদেশোৎপন্ন তণ্ডুল, তত্রত্য লোকদিগের আহারে পর্য্যাপ্ত হইয়া অংপই উদ্বৃত্ত থাকে; সাগরকূলে লবণ প্রস্তুত করণের খালাড়ী আছে, ও তথায় লবণ পাক করণোপযোগী ইন্ধন স্বরূপ জালপাই নামে বিখ্যাত এক প্রকার তৃণ জন্মিয়া থাকে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লবণ পোক্তান রহিত হওয়াতে তত্রত্য জমিদার ও প্রজা-

বর্গের বিস্তর ক্লেশ ও অনেক ক্ষতি হইয়াছে। যে সকল ভূমিতে পূর্ব্বে জালপাই জন্মিত, তৎসমুদয় কর্ষিত হইয়া শস্যোৎপাদক হইবার সম্ভাবনা নাই।

এখানকার জলবায়ু অতি কদর্য্য ও অস্বাস্থ্যকর; এখানে কম্পজ্বর, শোফ (গোদ) ও উদরাময় অতি সাধারণ রোগ। এই প্রদেশের অধিকাংশ কতিপয় কেল্লাতে বিভক্ত হইয়া এক একটি করদ রাজার অধিকারে আছে; তাহার মধ্যে কেল্লা কঙ্কা, কেল্লা কুজঙ্গ, কেল্লা কনিকা, কেল্লা আল ও কেল্লা হরিশপুর এই কএকটি প্রধান।

এই প্রদেশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে; তাহা কুম্ভীরে পরিপূর্ণ; ইহার স্থানে স্থানে চোরা বালী ও দলদল দেখা যায়। আর উদ্ভিদের মধ্যে ঝুড়িঝাউ এবং হিন্তাল বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। বালুকাময় স্থান সকলে বিশেষত কর্ণারক সন্নিহিত স্থানে কাঁইসারি লতা নামে কলম্বীজাতীয় এক প্রকার লতা দেখা যায়; উহার কুসুমাবলী অতি মনোহর শ্যমল বর্ণে নয়ন রঞ্জন করে। এতদ্ব্যতীত এই বিভাগে সুন্দরী বৃক্ষ এবং বেউড় বাঁশও বিপুল পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। নিম্নগা সকলে কুম্ভীরের যেরূপ প্রাচুর্য্য, উপরোক্ত হিন্তাল ও বেউড় বাঁশের জঙ্গল মধ্যে চিত্র ব্যাঘ্রেরও সেইরূপ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

এই প্রদেশসমীপবর্ত্তী সমুদ্র হইতে নানাবিধ

মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়; তন্মধ্যে ধীবরেরা ষষ্টি প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মৎস্যের নাম জানে। ইউ-রোপীয়েরা পুষ্করিণীর মৎস্য অপেক্ষা নিম্ন লিখিত সমুদ্রজ মৎস্য গুলি অধিকতর আদরে গ্রহণ করেন, যথা—ফিরকি, বাঁশপাতি, তপস্যা, গজকর্ম্মা, ইলিশ, খড়ঙ্গন, পারিসা ও চিল্কার ভাকুট বা ভেট্কি; এতদ্ভিন্ন ফল্স্পইণ্টের কূর্ম্ম, কর্কট ও কস্তুরা অতি উপাদেয় বলিয়া বহু মূল্যে বিক্রীত হয়।

অপেক্ষাকৃত ঐশ্বর্য্যশালী স্বাস্থ্যকর ও বিপুল-শস্যপ্রসূ মোগলবন্দী অথবা খালিসা নামক দ্বিতীয় প্রদেশ উড়িশ্যার সর্ব্ব প্রধান অংশ। এই বিভাগ ১৫০ পরগনায় বিভক্ত, এখানে বাঙ্গলা দেশ সাধারণ নানা প্রকার কৃষ্যুৎপন্ন ফসল দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এখানকার মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ ও অসার। মহানদীর দক্ষিণাংশের ভূমি সাধারণত বালুকাময় এবং পর্ব্বত সন্নিহিত মহল সকলের মৃত্তিকা আটাল, ধাতুকণামিশ্রিত, কঙ্করময় ও ঘুটিং-যুক্ত। মধ্যে মধ্যে সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র বন্য করঞ্জ ও বেনাতৃণে আবৃত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দক্ষিণাংশে নদীকূলসমীপবর্ত্তী স্থান সকলে বিবিধ প্রকার ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কলায়জাতীয় ফসলের মধ্যে মুদ্গ, মাস, মসুর, কুলত্থ ও বরবটী এবং তিল, সর্ষপ, তিসী, ভুট্টা,

কাঙ্গনী, বাজরা ও মড়ুয়া জন্মিতে দেখা যায়; এরণ্ডের চাসও প্রচুর; কার্পাস, ইক্ষু ও তামাক বৈতরণী ও মহানদী মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে কিয়ৎপরিমাণে উৎপন্ন হয়; পূর্ব্বকালে বালেশ্বরে যে সুপ্রসিদ্ধ সূক্ষ্মতম বস্ত্র উত হইত, তদর্থে এখানকার লোকে বীরার প্রদেশ হইতে তুলা আনিত, সুতরাং এতদ্দেশবাসীরা ইহার উৎপাদন বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হন নাই; সাইবিরী ও আশিরেশ্বর নামক পরগনায় গোধূম ও যব উৎপন্ন হইয়া থাকে; এবং কুসুম ফুল ও রজ্জু প্রস্তুতোপযোগী পাট এবং শণও দৃষ্ট হয়। কিন্তু পোস্ত, অহিফেন, নীল বা তুতের কৃষি দেখা যায় না। হরিদ্রা আর্দ্রক ও পানের চাসও মধ্যে মধ্যে আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ শাসন (গ্রাম) ব্যতীত অপর স্থানে পানের বরজ বিরল।

ব্রাহ্মণশাসন সকলে নানা প্রকার পাকোপযোগী উদ্ভিদ ও বিবিধ ফলমূলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, যথা—শাক, লঙ্কা, মরিচ, কাঁকুড়, কুষ্মাণ্ড, অলাবু, কচু, মূল, শকরকন্দ ও চুবড়ীআলু, বার্ত্তাকু, করলা, তরুই, শিম্বী, কলম্বী ও ডেঙো এবং পাকোপকরণ ধন্যা, মেথী, যবানী প্রভৃতি মসলাও জন্মে। পূর্ব্বে গোলআলু ও পটোলের চাস উড়িশ্যার মধ্যে কোথাও লক্ষিত হইত না, এক্ষণে কটকের নিকটস্থ ক্ষেত্র সমূহে এই দুই উপাদেয় আনাজ কথঞ্চিৎ পরিমাণে

জন্মে। এখানকার গোলআলু বাঙ্গলার আলু অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার ও আস্বাদনে নিকৃষ্ট আম্র, জম্বু, পেয়ারা, আতা, চাল্‌তা, কদলী, দাড়িম্ব, বদরী কেন্দু, পনস, জম্বীর, ফল্‌সা, বিল্ব, কপিত্থ, করঞ্জ, তাল, খর্জ্জূর সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়। উড়িয়ারা ক্ষুদ্র ফল সমূহের একটী সাধারণ নাম ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই নাম কুলী, যথা—আঁককুলী, বৈঁচীকুলী, জাম্‌কুলী, খেজুরকুলী, ইত্যাদি। ব্রাহ্মণশাসন ভিন্ন আর কোথাও নারিকেল ও গুবাক দেখিতে পাওয়া যায় না। উড়িশ্যার প্রায় সর্ব্বত্রই অপর্য্যাপ্ত কেতক জন্মিয়া থাকে। এই বৃক্ষ, সীজ ও বাগভেড়াণ্ডা নামক এক প্রকার এরণ্ড জাতীয় বৃক্ষের সহিত মিলিত হইয়া, ক্ষেত্র ও উদ্যানাদির বৃতি রচনা জন্য অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেতকী বৃক্ষে এক প্রকার ফল জন্মে উহা দেখিতে প্রায় আনারসের ন্যায়, ও অতি প্রলোভন; পুংজাতীয় বৃক্ষের সৌরভান্বিত পুষ্প হইতে এক প্রকার মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা ইতর শ্রেণীস্থ লোকে ব্যবহার করে। এখানে আনারস অতি সাধারণ, এবং বর্ষাতীত হইলেও অর্থাৎ শীত কালেও নিতান্ত দুর্লভ হয় না। উড়িশ্যার অনেক ফল নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাহার মধ্যে শোভাঞ্জন একটি প্রধান; এই বৃক্ষের ফুল ও খাড়া প্রায় বর্ষের

সকল সময়েই বৃক্ষকে শোভিত করিয়া রাখিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রায় সকল গৃহস্থের ঘরের পার্শ্বে ঐ প্রকার এক বা দুইটি বৃক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ধনাঢ্য লোকদিগের উদ্যানে শালগম, কবি প্রভৃতি কতিপয় বৈদেশিক ফল মূলাদি বহু যত্ন ও প্রয়াসে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু কৃষকেরা সাধারণ সমীপে বিক্রয়ার্থ এই সকলের চাস করে না। এখানকার আনাজ প্রভৃতির স্বাদের বৈলক্ষণ্য সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের উত্তরঃ পশ্চিম দেশ সকলে তিন্তিড় বিষম কুপথ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, এজন্য উহাকে যমদূতিকা কহে; কিন্তু খার ভূমিতে উহা পথ্যরূপে পরিগণিত সুতরাং উড়িশ্যার পূর্ব্বাঞ্চলে তিন্তিড় উপকারী; এখানকার তিন্তিড় ফলের স্বাদুতা সবিশেষ প্রশংসনীয়।

ধান্যই এদেশের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য; তাহা নানা প্রকার ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জন্মিয়া থাকে। এদেশের ধান্য বাঙ্গলার ধান্য অপক্ষো কিছু নিকৃষ্ট বোধ হয়, কিন্তু অনেক প্রকার সূক্ষ্ম ও সৌরভান্বিত ধান্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। কটক বিভাগের অন্তর্গত উর্ব্বরা স্থান সকলে বহুলপরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; উহা প্রধানত দুই প্রকার যথা—শারদ ও বিয়ালী; কৃষকেরা শারদ ধান্য বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে বপন করিয়া, পৌষ মাসে ছেদন করে; এই ধান্যের ভূমিতে

অন্য প্রকার শস্য জন্মে না। বিয়ালী প্রায় শারদের সঙ্গেই উচ্চতর ভূমিতে উপ্ত এবং শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের মধ্যেই পরিপক্ক হইয়া থাকে; তদনন্তর ঐ ভূমি উর্ব্বরা হইলে তথায় আবার শারদ ধান্য জন্মে, নচেৎ রবি ফসল উৎপন্ন হয়। কৃষকেরা আশ্বিন মাসে আর এক প্রকার ধান্য ছেদন করে, তাহাকে আশ্বিনী ধান্য কহে। পূর্ব্বোক্ত বিয়ালী ধান্য ষষ্টি দিবসেই পরিণতি লাভ করে, এ জন্য তাহাকে ষঠিয়া বলে। পুরীর উত্তরে আঠার নালার সমীপে লক্ষ্মীর জলা নামে একটি নিম্ন ভূমি আছে, সেখানে প্রায় বার মাসই ধান্য জন্মে। এই কয়েক প্রকার ভিন্ন ডালা নামে খ্যাত আর এক প্রকার ধান্য খোর্দ্দা প্রদেশে, চিল্কা হ্রদের ধারে ও সমুদ্র কুলে জন্মিয়া থাকে।

মোগলবন্দীর অনেক স্থানে, বিশেষত কাঁশ বাঁশ নদীর দক্ষিণাংশে, অতি মনোহর ও সুশীতল বৃক্ষ বাটিকা দৃষ্ট হয়। মধ্যে মধ্যে সুপ্রশস্ত আম্র কানন অতি চারু শোভা প্রদর্শন করিতেছে, বৃহৎ বৃহৎ পিপ্পল ও বহুপাদ বৃক্ষ শাখা প্রসারণ করিয়া প্রখর তপনের রশ্মিজাল অবরোধপূর্ব্বক শ্রান্ত পথিক-দিগের ক্লেশ দূর করিতেছে, স্থানে স্থানে অতি বৃহৎ তড়াগ স্বচ্ছ ও স্বাদু জলে পূর্ণ এবং চিত্ত-রঞ্জন কমল, কোকনদ, কুমুদ, কহ্লারে শোভিত আছে দৃষ্ট হয়।

কটক নগর ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থান সকলের পুষ্প রাজির শোভা অতি মনোহর ও লোচনানন্দ বিধায়ক। পুষ্পোদ্যান সকলে বাঙ্গলাদেশসাধারণ মল্লিকা, মালতী, যূথী, চম্পক, করবী, কদম্ব, বকুল, পাটল, নবমল্লিকা প্রভৃতি সকল প্রকার পুষ্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের গরিমাস্পদ নাগকেশর, কেশর, পুন্নাগ, রক্তাশোক এবং জারুল প্রভৃতি কতিপয় পুষ্পও কোন কোন ব্রাহ্মণশাসন মধ্যে এবং ইউরোপীয়দিগের উদ্যান সকলে অতি অসাধারণ শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। ইউরোপীয় বিবিধ নয়নরঞ্জন পুষ্প কটকনগরস্থ উদ্যান সকল মধ্যে বিরাজমান আছে। ফলত কটকে যেমন ইউরোপীয় পুষ্পনিচয় বিচিত্র বর্ণে লোচনাকর্ষণ করে, তেমন বাঙ্গলার মধ্যে কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহাতে স্পষ্টই অনুভূত হইতেছে যে, উৎকলের মৃত্তিকা ও বায়ু কৃষিকর্ম্মের নিতান্ত অননুকূল নয়। বস্তুত সালিন্দী, বৈতরণী, ব্রাহ্মণী, খরসুয়া, মহানদী, নুনা প্রভৃতি নদী সকলের তীরবর্ত্তী ক্ষেত্র সমূহ, সকল সময়েই প্রকৃতির সমুজ্জ্বল হরিৎ বসনে আবৃত থাকিয়া অসাধারণ সুসমা প্রদর্শন করিতেছে। কেবল বালেশ্বর নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থানের মৃত্তিকা কঙ্করময়,এজন্য এখানকার উদ্যানাদির শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হয় না এবং কৃষিকার্য্যের উদ্যোগ-

কর্ত্তাদিগের শ্রম বিফল হয়। উড়িশ্যার কৃষকদিগের দীনতা ও অজ্ঞতা কৃষিকার্য্যের অত্যন্ত বিঘ্নজনক, বিশেষত ভূমির স্থিরতর রাজস্ব বন্দোবস্ত না থাকাই সর্ব্ব প্রকার অমঙ্গলের গূঢ়তর নিদান। রাজস্বের স্থির বন্দোবস্তের অভাবে প্রজারা বাঙ্গলার কৃষকদিগের ন্যায় রু ফের করিয়া ক্রমশ মূল্যবান ফসল উৎপন্ন করিতে চেষ্টা করে না, এবং জমিদারেরাও প্রকৃষ্ট-রূপ যত্ন করিয়া প্রজাদিগের যথোপযুক্ত সাহায্য-দ্বারা স্ব স্ব সম্পত্তির উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হন না। ব্রাহ্মণশাসন সকল বিবিধ প্রকার পাদপ, ফল ও পুষ্পে সুশোভিত আছে দেখা যায়। অপর সকল স্থানে কেবল প্রাণধারণোপযোগী নিতান্ত আবশ্যক উদ্ভিদাদি ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না।

উৎকল দেশের পালিত পশু সকল কোন মতে এ দেশের গৌরব বিধায়ক নয়; এখানকার গো, মেষ ও ছাগ, উদ্ভিদাদির ন্যায় খর্ব্বাকৃতি; কেবল প্রাচ্য প্রদেশ সকলে অতি সুন্দর, পুষ্টকায়, বৃহদাকার মহিষ দৃষ্ট হয়। ইহার দুগ্ধই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা কদাপি ভার বহনে নিয়োজিত হয় না।

উৎকল দেশের তৃতীয় বিভাগ অর্থাৎ পার্ব্বতীয় প্রদেশ মোগলবন্দীর পশ্চিমে স্থিত; ইহা সুবর্ণরেখা নদী হইতে চিল্কাহ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই অধ্যা-য়ের প্রথমে যে প্রধান পর্ব্বত শ্রেণী উল্লেখিত হই-

য়াছে, তাহা এই প্রদেশের পূর্ব্ব দিয়া গিয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০০ ক্রোশ ও প্রস্থে ৫০ ক্রোশ হইবে। এই পর্ব্বতাঞ্চল বালেশ্বর সমীপে সমুদ্রের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; দর্পণ, আলমগীর, খোর্দ্ধা, লিম্বাই প্রভৃতি স্থানে ঐ পর্ব্বতমালা মোগলবন্দীর সীমার মধ্যেও প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই প্রদেশ ষোড়শ ক্ষত্রিয় বা খণ্ডাইত জমিদারের অধিকারভুক্ত; এই সকল জমিদার রাজোপাধি ধারণ করিয়া থাকেন, এবং ইংরেজদিগের দ্বারা করদ রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই পর্ব্বতের উপত্যকাদেশ আরও দ্বাদশ ক্ষুদ্র খণ্ডাইতীতে বিভক্ত আছে। প্রত্যেক খণ্ডাইতীর অধিকারী ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আইনের অধীন থাকিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লঘু কর প্রদান করিয়া থাকেন এবং কোন কোন খণ্ডাইতকেও নির্দ্দিষ্ট নিরিখের হারে কর দিতে হয়। রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজ ও বহিতে এই রাজা ও খণ্ডাইতদিগের অধিকার কেল্লা বা গড় বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে। এই সকল কেল্লার অধীনে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গড় আছে, তত্তাবতের অধিকারীগণ বেড়া নায়ক ও ভূঁইয়া নামে বিখ্যাত।

ব্রাহ্মণীর দক্ষিণ ও গঞ্জামের উত্তরে যে সকল পর্ব্বত দৃষ্ট হয়, তাহা প্রধানত গ্রেনাইট প্রস্তরময়, কিন্তু দেখিতে বালুকা প্রস্তরের ন্যায়, এবং তাহার

মধ্যে মধ্যে অপর প্রকার প্রস্তর ও যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই পর্ব্বত সকল নানা প্রকার উদ্ভিদে আবৃত আছে, উহা মধ্যে মধ্যে বিশৃঙ্খল-ভাবে স্থিত হইয়া কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন হই-য়াছে দেখা যায়। বস্তুত উড়িশ্যার পশ্চিম রাজ-বারার পর্ব্বতশ্রেণী কোথাও অভঙ্গভাবে দৃষ্ট হয় না। এই পর্ব্বতসমূহের প্রস্তর সাধারণত লোহিত বর্ণ; উহা প্রায় কোথাও স্তরীভূত দেখা যায় না। এতদ্ব্যতীত লৌহকর্দ্দম নামে অপর এক প্রকার প্রস্তরও এই সকল পর্ব্বতের নিম্ন দেশে বিপুল পরিমাণে আছে। ইহার খনি মৃত্তিকার অভ্যন্তরে স্থানে স্থানে অতি গভীর হইয়া আছে এবং স্থানে স্থানে মোগলবন্দীর মধ্যে ৫। ৭ ক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিয়া, কোথাও বা ক্রমোন্নতভাবে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে এবং কোথাও বা বহুশ্রমসাধ্য সুবিস্তৃত পরিচ্ছন্ন সমধরাতল বেদীর ন্যায় দেদীপ্যমান রহি-য়াছে। কটকের নিকটবর্ত্তী স্থানের লৌহকর্দ্দম গ্রানাইট্ প্রস্তর মিশ্রিত; তদভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর আছে, সেই গহ্বর এক প্রকার চিক্কণ শ্বেত ও পীত বর্ণের চূর্ণকে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্যে মধ্যে আকরিক লৌহ কণাও দৃষ্ট হয়। উড়িয়ারা এই চূর্ণককে তিলকমাটী কহে এবং তদ্দ্বারা আপনা-দিগের ললাটদেশ, বক্ষঃস্থল ও বাহুদ্বয় চিত্রিত করে।

এই প্রদেশের প্রস্তর সমূহের পরীক্ষায় ভূতত্ত্ব-বেত্তা পণ্ডিতদিগের বিশেষ কৌতূহল জন্মিয়া থাকে; এখানে অতি প্রাচীন আদিম স্তরের উপরেই বর্ত্তমান-কালিক নব স্তরের সন্নিবেশ দৃষ্ট হয়।

মহানদীর দক্ষিণে খোর্দ্দা প্রদেশে গ্রানাইট্ প্রস্তরময় শৈলের মধ্যে কতিপয় শ্বেত ও বিচিত্র বর্ণের বালুকা প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে এক প্রকার দৃঢ়ীভূত চূর্ণক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা দেশীয় লোকেরা গৃহ লেপন করে। ডোম পাড়ার নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে খড়িমাটী আছে, তাহা চাকখড়ির ন্যায় শুভ্র নয়, তথাপি মনুষ্যের অনেক কার্য্যে লাগিতে পারে। বালেশ্বর, সোরো ও খন্তাপাড়ার নিকটস্থ পর্ব্বত মধ্যে যে সকল কঠিন প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে নানা-বিধ ভোজন পাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে; এই সকল প্রস্তরপাত্র মুঙ্গেরের প্রস্তর পাত্রের ন্যায় সুদৃশ্য হয় না বটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় হয়। সকল খনির প্রস্তর দৃঢ় হয় না, পানি খনির প্রস্তর পাত্র সমুহ দৃঢ় নয়; এজন্য প্রস্তরপাত্র ক্রয়কালে অঙ্গুলীর নখ বা ক্ষুদ্র লৌহ শলাকা দ্বারা আঘাত করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়। উৎকল দেশীয়েরা উৎকৃষ্টতর পাত্র সকলকে মুগনি পাথর কহে।

উৎকল দেশের গিরি শ্রেণীর মধ্যে কোথাও কোথাও তাম্রখনি আছে ; লৌহ প্রায় সর্ব্বত্রই অতি অল্প পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। উহা গৈরিক ধাতুসহ মিশ্রিত হওয়াতে লোহিতবর্ণ দেখায়। ঢেঙ্কানল, কেউঞ্জর, অঙ্গুল ও ময়ূরভঞ্জে কিঞ্চিৎ পরিমাণে লৌহ গলান হইয়া থাকে।

পর্ব্বতাঞ্চলের নিকটবর্ত্তী মোগলবন্দীর স্থানেং চূর্ণকোপকরণ গ্যাংটা বা ঘুটিং যথায় তথায় প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় ; উহার উপরি ভাগে ঈষৎ পীতবর্ণের সুদৃঢ় গৈরিক মৃত্তিকার আবরণ আছে, তজ্জন্য চূর্ণ কিঞ্চিৎ মলিন হইয়া থাকে। এই চূর্ণ অল্প মূল্য, ইহা পাথুরিয়া চূর্ণের ন্যায় কর্ম্মোপযোগী নয়। ঘুটিং ব্যতীত আর কোন প্রকার চূর্ণকোপকরণ এখানে দেখিতে পাওয়া যায় না।

এই প্রদেশে কৃষিকার্য্যের উপযোগী ভূমি অতি বিরল। যে যে স্থলে এরূপ ভূমি আছে, তথায় ধান্য ও রবি ফসল প্রচুর জন্মিয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপত্যকামধ্যে জুার, বাজরা এবং মাণ্ডিয়া নামক শস্য সতেজে জন্মে ; ময়ূরভঞ্জ, বীরাম্বা, ঢেঙ্কানল এবং কেউঞ্জরে কথঞ্চিৎ নীলের চাস্‌ও হইয়া থাকে ; ফলত এই প্রদেশ সর্ব্বত্র কর্ষণোপযোগী নয় ; উহার অধিক ভাগ গিরিশ্রেণী ও জঙ্গলে আবৃত, এবং কিয়দংশ নদীগর্ভগত।

এই বিভাগের অভ্যন্তরস্থ অরণ্যমধ্যে শাল, পিয়াশাল, গাম্ভার, অসন ও শিশু বৃক্ষ জন্মে। দশপালা অঞ্চলে তীল নদীর তীরে ও শোণপুরের সমীপে শাক অর্থাৎ সেগুন বৃক্ষের বন আছে; কিন্তু তথায় উহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে না। শালবৃক্ষ সকল বনেই জন্মিয়া থাকে। কিন্তু অঙ্গুল, ঢেঙ্কানল ও ময়ূরভঞ্জের শালবৃক্ষ উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়।

পার্ব্বতীয় স্থানের মধ্যে কোথাও কোথাও অত্যুৎকৃষ্ট নারঙ্গী প্রাপ্ত হওয়া যায়, কোন কোন স্থানে রসাল বৃক্ষ বিনা যত্নে প্রচুর জন্মিয়া থাকে, এবং হরীতকী, বিভীতকী, আমলকী, আরগ্বধ, কুচিলা, খদির ও ময়ান প্রভৃতি রোগশান্তিকর তরুনিচয় কানন মধ্যে স্থানে স্থানে বিরাজমান আছে। এতদ্ব্যতীত লোধ্র, পাটলী, তিন্তিড়ী, বট, পিপ্পল অর্জ্জুন প্রভৃতি বৃক্ষ সমূহ অরণ্য সকলের অপরিসীম শোভা সম্পাদন করিতেছে। গ্রীষ্মকালে বরুণ বৃক্ষের মনোহর পুষ্পরাজি, পলাশের ঘোর লোহিত কলিকাপুঞ্জ এবং শাল্মলীর অনলসন্নিভ কুসুমনিচয় দিঙ্মণ্ডল উজ্জ্বল করে। শীতকালেও বিবিধ শ্বেত পীত ও লোহিত পুষ্প বিকসিত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির মনোহর শোভা বিস্তার করে।

এই পর্ব্বতাঞ্চলে রঞ্জনোপকরণ বকম, আচু এবং পলাশ উৎপন্ন হয়; আর লাক্ষা, খদির, কৌষেয়,

মধু, মধূথ শৃঙ্গ, ধুনা প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানকার লাক্ষাজলে প্রস্তুত কামিনী-গণের করপদরঞ্জক অলক্তকের চারু ছবি এবং অধর-কান্তিবিধায়ক উৎকৃষ্ট তাম্বূলোপকরণ খদিরের ঘোর লোহিত আভা বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। সুবর্ণরেখা সমীপবর্ত্তী ওলমারা, কাসারী ও গগনে-শ্বরের তসর, দাঁতনের বাজারে বিপুল পরিমাণে বিক্রীত হয়। যে কৌষেয় তন্তু হইতে তসর প্রস্তুত হয়, তাহার গুটি অন্যান্য দেশ জাত গুটি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ হইয়া থাকে। তাহার কীট অসন ও শাল্ল বৃক্ষের পত্রে পালিত হয়।

এই পশ্চিম বিভাগের অভ্যন্তরস্থ কানন মধ্যে হিংস্র জন্তুসমূহ নানাবিধ হরিণ ও বিবিধ আরণ্য পশু নিঃশঙ্কে বিচরণ করে, ঋক্ষ, শার্দ্দূল, চিত্রক, কৃষ্ণদ্বীপী, মহিষ, বরাহ, সাটা এবং রোহিণী নামক এক প্রকার বন্য কুক্কুর সকল বনেই দেখিতে পাওয়া যায়। আর অতি ভয়াবহ বিশালশৃঙ্গ গয়াল এবং বৃহৎকায় হস্তী কোন কোন বনে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে বন্য হস্তী যূথে যূথে বিচ-রণ করে। বরাহ যূথ পরিপাকোন্মুখ শস্য সমূহের অনেক অনিষ্ট করিয়া থাকে। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতে করিতে কেদার মধ্যে আসিয়া এক রাত্রিতে সমুদয় ধান্য বিনষ্ট করিয়া ফেলে,

এ জন্য ধান্য পরিপক্ক হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কৃষকেরা ক্ষেত্রমধ্যে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, সমস্ত রজনী জাগরিত থাকে। এখানে খুরঙ্গী নামে এক প্রকার অতি খর্ব্বাকৃতি কোমলকায় মৃগ আছে তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। আর অরণ্য মধ্যে স্থান বিশেষে ক্ষুদ্রাকার ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে বাঘড়া বলে।

এই অরণ্য প্রদেশে সরীসৃপ শ্রেণীর মধ্যে নানাবিধ সর্প আছে; নিবিড় জঙ্গলে কোথাও কোথাও অজগর দেখিতে পাওয়া যায়।

গিরিজ কানন মধ্যে নানা জাতীয় খেচর বিচিত্র বর্ণের পক্ষে আবৃত হইয়া, দর্শকদিগের নয়নের তৃপ্তি সাধন করে। তাহাদিগের কলরবে কানন নিচয় সর্ব্বদা প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। পুরাকালিক কাব্যাদিতে বর্ণিত নায়কনায়িকাদিগের চিত্তবিনোদন সারস, মরাল, ময়ূর, শুক, মদন, শারিকা অর্থাৎ ময়না প্রভৃতি বিহঙ্গকুল যথায় তথায় বিচরণ করিয়া থাকে; উহারা পার্ব্বত্য মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক বনাভ্যন্তরস্থ প্রিয় আবাস স্থান হইতে নীত হইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনার্থী যাত্রিকদিগের পথের সমীপে বিক্রীত হয়। ময়ূরভঞ্জের রাজার অধিকার মধ্যে কেহ ময়ূর বধ করিলে রাজা তাহার দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন, এজন্য এখানে শিখণ্ডীকুল ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া

নিঃশঙ্কচিত্তে কেকারবে বন প্রতিনাদিত করিতেছে। মরালকুল নদী ও তড়াগ সমূহের নির্ম্মল পয়োরাশি মধ্যে বিবিধ রঙ্গে ক্রীড়াচ্ছলে সন্তরণ করিতেছে। বালিহংস, ধবলকান্তি বক, বিচিত্রবর্ণ মৎস্যরঙ্ক ও কজ্জলপক্ষ দাত্যূহ (ডাহুক) নদী ও তড়াগের কূলে বিরাজমান আছে। কবিদিগের অতি প্রিয় বিহঙ্গ চক্রবাক ও চক্রাবকী, চকোর ও খঞ্জন স্থানে স্থানে কাল বিশেষে কানন, নদীতট ও কেদার মধ্যে বিচরণ করিয়া, পরম রমণীয় শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ভীমরাজ নামে এক প্রকার পক্ষী আছে তাহার স্বর অতি কৌতূহলজনক, তাহারা সকল প্রকার শব্দের অনুকরণ করিয়া থাকে, এজন্য তাহাদিগকে ইংরেজি ভাষায় মকিংবর্ড অর্থাৎ হরবোলা পক্ষী কহে। এতদ্ব্যতীত চঞ্চুশৃঙ্গী ধনেশ, যখন দলবদ্ধ হইয়া গ্রীবা বিস্তারপূর্ব্বক তাহাদিগের চঞ্চুপুটস্থ শৃঙ্গ উন্নত করিয়া শূন্যমার্গে উড্ডীন হইতে থাকে, তখন একটি চমৎকার দর্শন হয়।

যদিও উৎকল দেশের এই বিভাগে জীবনোপযোগী শস্যাদি বিপুল পরিমাণে জন্মে না, তথাপি এখানকার গিরিনিকরসঞ্জাত ধাতু প্রভৃতির গবেষণায় ও তত্রত্য নিরুপম নৈসর্গিক শোভা অবলোকনে অসীম আনন্দ অনুভূত হয় এবং দর্শকের মন শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাবে পরিপ্লাবিত হইতে থাকে।

২য় অধ্যায়।

প্রাচীন ইতিহাস।

উৎকলের পুরাবৃত্ত লেখকেরা কহেন যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন সাম্রাজ্যের পতন হইলে, নরপতি, অশ্বপতি, ছত্রপতি ও গজপতি এই চারিটী প্রধান রাজবংশ তত্রত্য সমুদয় দেশ শাসন করেন।

প্রথমোক্ত আখ্যাদ্বারা তৈলঙ্গ ও কর্ণাট দেশীয় রাম রাজাদিগের নির্দ্দেশ হয়; যখন আলাউদ্দীন সসৈন্যে দক্ষিণদেশ আক্রমণ করেন, তখন এই বংশীয় এক রাজা তাঁহার প্রতিরোধ করিয়াছিলেন।

দেবগড় ও তেগারার প্রভাবশালী রাজারা দ্বিতীয় বংশ সমুদ্ভূত।

অম্বর ও জয়পুরের সুপ্রসিদ্ধ রাজারা তৃতীয় বংশ সমুৎপন্ন।

উৎকল দেশের প্রকৃত ইতিহাসে লিখিত রাজারা চতুর্থ উপাধিটি ধারণ করিয়াছিলেন।

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, পূর্ব্বতন কালে সমুদয় ভারতবর্ষের অধিপতি হস্তিনার সম্রাটের অধীনে চারিটি রাজা বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের সেই সেই কার্য্যানুসারে উপাধি হইয়াছিল, যথা—নরপতি (পদাতিক সৈন্যাধ্যক্ষ), অশ্বপতি,

(অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ), ছত্রপতি (রাজছত্রাধ্যক্ষ) এবং গজপতি (গজারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ)। কেহ কেহ বলেন যে, যজ্ঞাদির সময় এই রাজারা হস্তিনা রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, যে চারি নির্দ্দিষ্ট দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিতেন, সেই সকল দ্বারের নামানুযায়ী তাঁহাদের নাম হইয়াছিল। উক্ত চারি রাজবংশের এইরূপ নামোল্লেখ কেবল উৎকল দেশের পুরাবৃত্তে আছে এমন নয়, কর্ণারকের রাজপদ্ধতিতে যুধিষ্ঠিরাদি রাজগণের বর্ণনানন্তর লিখিত হইয়াছে যে, ইহার পর নরপতি, অশ্বপতি ও গজপতি নামক তিনটি রাজসিংহাসন সংস্থাপিত হয়। শেষোক্ত রাজবংশের বিষয় এই পুস্তকে বর্ণিত হইবে।

এই দেশের প্রাচীন ইতিহাস প্রায়ই অলৌকিক এবং প্রধানত পুরাণাদি হইতে সংগৃহীত ; পরন্তু তাহার সঙ্গে যে সকল লোকপরম্পরাপ্রচলিত প্রবাদ মিশ্রিত আছে, তাহার অধিকাংশই অসংলগ্ন, পরস্পরবিরুদ্ধ ও অস্পষ্ট বিবরণে পরিপূর্ণ ; কিন্তু দেশপ্রচলিত কিম্বদন্তী পুরাবৃত্ত লেখকের নিতান্ত অগ্রাহ্য নয় ; প্রত্যুত তাহা প্রাচীন ইতিহাসের ভিত্তি স্বরূপ। কেশরী বংশীয় রাজাদিগের আগমন কালাবধি এই দেশের ইতিহাস সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে ; তাহার পূর্ব্বের কএকটি রাজার ও কতিপয় বিশেষ ঘটনার নির্দ্দেশ মাত্র আছে।

৩য় অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির হইতে বিক্রমাদিত্য পর্য্যন্ত রাজগণ।

যদুবংশাবতংস শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর হইতে, অর্থাৎ কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হওনাবধি, (খ্রীষ্টের জন্মের ৩০০১ বৎসর পূর্ব্ব হইতে) উড়িশ্যার ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কথিত আছে যে, কলিযুগ আরব্ধ হইলে, তাহার দ্বাদশ বর্ষ পরে চৈত্র মাসে, যখন ভগবান ওষধীশ পূর্ব্বাষাঢ়া চান্দ্রভবনে অবস্থিত ছিলেন, তখন সপ্তর্ষি নক্ষত্রপুঞ্জের উদয় কালে অর্জ্জুনের পৌত্র, অভিমন্যুর পুত্র শ্রীমন্‌মহারাজ পরীক্ষিৎ ভারতবর্ষের সিংহাসনে সমারূঢ় হন। তিনি ৭৫৭ বৎসর রাজত্ব করেন, তদনন্তর তাঁহার পুত্র জনমেজয় ৫১৬ বৎসর সিংহাসনাধিরূঢ় থাকেন। কটক সহরের উত্তর দিকে চারি ক্রোশ অন্তরে কেল্লা ডালিজোড়ার অন্তর্গত অগ্রহাট নামক স্থানে এক অতি প্রাচীন দেউল অদ্যাপি দৃষ্ট হয়, তত্রত্য ব্রাহ্মণেরা কহেন যে, রাজা জনমেজয় তাহার অধীন রাজবর্গ সমভিব্যাহারে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ কালে সেই দেব মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন, আর তাঁহারা সেখানে একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া

দেখান যে, এই স্থানে রাজা জনমেজয় পিতৃ বৈর-নির্যাতনার্থ সর্প যজ্ঞ সমাধান করেন। বিজনৌরের মন্দিরে রক্ষিত প্রস্তর ফলকে লিখিত বৃত্তান্তের সহিত পূর্ব্বোক্ত ঘটনার সামঞ্জস্য হইতেছে। জনমেজয়ের পর শঙ্করদেব রাজা হন। তাঁহার উত্তরাধিকারী গৌতমদেব গঞ্জামস্থ মহেন্দ্রমালী পর্ব্বত শ্রেণী হইতে গোদাবরী তটপর্য্যন্ত সমস্ত দেশ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ শুকদেব জগন্নাথ দেবের উপাসনায় অতি অনুরক্ত ছিলেন। বজ্রনাথ, সারশঙ্ক ও হংস দেবের রাজ্যকালে বহু সংখ্যক যবন সেনা কাবুল্ দেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল কিন্তু তাহারা পরাভূত হইয়া প্রত্যাগমন করে।

এই কএকটী রাজার পর উৎকলীয় গ্রন্থ সকলে ভোজ রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ণিত আছে যে, তিনি শকাব্দের পূর্ব্ব ২৬২ হইতে ১৩৪ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন এবং স্বীয় বাহুবলে সমস্ত ভারতবর্ষ স্বাধিকারস্থ করিয়া সকল রাজার নিকট কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, ভোজ রাজা নৌকা, তাঁতযন্ত্র ও রথচক্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় যবনেরা বহু সংখ্য সৈন্য লইয়া এদেশ আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু ভোজ কর্ত্তৃক পরাস্ত হয়, পরে ভোজ রাজা তাহাদের অধিকারস্থ কতিপয় স্থান আপন করস্থ করিয়াছিলেন।

ভোজ রাজার পর বিক্রমাদিত্য রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ১৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। কেহ বলেন, ইনি ভোজ রাজার পুত্র, কেহ বলেন, ভ্রাতা, কেহ বলেন, জ্ঞাতি বা কুটম্ব, আর কেহ কেহ বলেন, ভোজ রাজার নিঃসম্পর্কীয় ছিলেন। ইনি বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ এবং ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন; আর বেতালসিদ্ধ হইয়া নানা অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদন করিতে পারিতেন; এক দিবসের মধ্যে ৪০০ ক্রোশ পরিভ্রমণে সমর্থ ছিলেন; প্রজ্জ্বলিত বহ্নিকে মন্ত্রবলে নির্ব্বাপিত ও স্রোতোবাহিনী স্রোতস্বতীর প্রবাহ বেগ অবরোধ করিতে পারিতেন। তাঁহার বিজ্ঞতার প্রতিষ্ঠা এত যে, একদা দেবতাদিগের মধ্যে স্বর্গীয় নর্ত্তকী মেনকা ও উর্ব্বশী এই দুয়ের কে শ্রেষ্ঠতর, এই বিষয়টি লইয়া বিবাদ হইলে, রাজা বিক্রমাদিত্য এই বিবাদের মীমাংসা জন্য ত্রিদশালয়ে আহূত হইয়া যেরূপ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে দেবতাদিগের বিলক্ষণ তুষ্টি জন্মিয়াছিল। তাঁহারা রাজাকে বিপুল সম্মান পূর্ব্বক প্রসিদ্ধ বত্রিশ সিংহাসন উপঢৌকন স্বরূপ দিয়া বিদায় করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ব্যাপার সকল দর্শন করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য পুনরায় মর্ত্ত্য-লোকে প্রত্যাগত হইলে, তাঁহার যশ অধিকতর বৃদ্ধি হইয়াছিল ও তিনি সমস্ত জগতের অধিকারী বলিয়া রাজাধিরাজ উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার

প্রতাপে যবনেরা এদেশ ত্যাগ করিয়া যায়। অবশেষে মহাবলপরাক্রম শালিবাহন দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া বিক্রমাদিত্যকে পরাভূত ও বিনষ্ট করিয়া রাজাধিরাজ হন। ঐ কাল হইতে শকাব্দ প্রচলিত ও পঞ্জিকা সকলে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। শালিবাহন কে, কোথা হইতে আসিলেন, তাহার সিদ্ধান্ত করা দুরূহ। পুরীর মান্দলা পঞ্জিকাতে বর্ণিত আছে যে শকদেব ব্রাহ্মরাজ প্রতিষ্ঠানপুর হইতে আসিয়া মহারাজা বিক্রমাদিত্যকে আক্রমণ করিয়া সংগ্রামে পরাস্ত করণানন্তর দিল্লী নগরে তাঁহার রাজধানী সংস্থাপন করেন। বংশাবলীকার লেখেন যে, যবনদিগের সাহায্যে নৃনিকষ শালিবাহন শকহর রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত অনেক বার তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন ও সেই সময় হইতে শকাব্দের গণনা আরম্ভ হয়।

বাস্তবিক শকাব্দ সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই; আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশে বিক্রমাদিত্যপ্রচলিত সম্বৎ পূর্ব্ববৎ ব্যবহৃত হইতে লাগিল; কেবল দাক্ষিণাত্যে শকাব্দের গণনারম্ভ হইল। মুসলমানদিগের অধিকার সময় পর্য্যন্ত এ দেশে এই অব্দ প্রচলিত ছিল। কিন্তু রাজবারার মধ্যে প্রত্যেক রাজার অঙ্ক (সিংহাসনারোহণ হইতে বর্ষ গণনা) এবং কোন কোন স্থানে খোর্দ্দার রাজার অঙ্ক প্রচলিত ছিল।

কলিযুগের প্রারম্ভ হইতে বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব অবসান পর্য্যন্ত অলোকসামান্য ত্রয়োদশটি রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে যে, তাঁহারা সমুদায়ে ৩১৭৩ বৎসর রাজত্ব করেন, যথা—

১	যুধিষ্ঠির	১২	বর্ষ
২	পরীক্ষিৎ	৭৫৭	,,
৩	জনমেজয়	৫১৬	,,
৪	শঙ্কর দেব	৪১০	,,
৫	গৌতম দেব	৩৭৩	,,
৬	মহেন্দ্র দেব	২১৫	,,
৭	অস্তি দেব	১৩৪	,,
৮	শুক দেব বা অশোক দেব	১৫০	,,
৯	বজ্রনাথ	১০৭	,,
১০	সারশঙ্ক	১১৫	,,
১১	হাঁস বা হংস	১২২	,,
১২	ভোজ	১২৭	,,
১৩	বিক্রমাদিত্য	১৩৫	,,
		৩১৭৩ *	

* এই সকল বিবরণ বাঙ্গলা রাজাবলী পুস্তকের সহিত ঐক্য হয় না, তথাপি উৎকল দেশীয় গ্রন্থ সকলে যেরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই এস্থলে লিখিত হইল।

৪র্থ অধ্যায় ।

পুরাকালিক উৎকল রাজগণ।

পূর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার পর অবধি উড়িশ্যার পুস্তকাদিতে শালিবাহন প্রবর্ত্তিত শক ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ঐ শক ইংরাজি ৭৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হয়। ঐ কাল হইতে উড়িশ্যার পুরাবৃত্ত লৌকিক ও সম্ভবপর অনুভূত হইয়া থাকে।

রাজচরিত গ্রন্থে কর্ম্মাজিৎ নামক এক রাজার উল্লেখ আছে। কথিত আছে যে, তিনি জগন্নাথ দেবের উপাসনায় অতি অনুরক্ত ছিলেন; ৬৫ শকাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পরলোক গমনানন্তর যথাক্রমে ভট্ট কেশরী ৫১ বৎসর রাজ্য করেন।

ত্রিভুবন দেব	..	৪৩	,,	,,	,,
নির্ম্মল দেব	...	৪৫	,,	,,	,,
ভীম দেব	..	৩৭	,,	,,	,,

―――――

১৭৬

২৪১ শকাব্দে শোভন দেব সিংহাসনাধিরূঢ় হন; তাঁহার সময়ে রক্তবাহু নামে এক যবন কর্ত্তৃক দেশ আক্রান্ত হওয়ার বিষয়ে এক আশ্চর্য্য প্রবাদ আছে।

কিম্বদন্তী এই যে, রক্তবাহু নামে এক পরাক্রমশালী যবন, বহুল সৈন্য, অশ্ব ও হস্তী সংগ্রহ করিয়া অর্ণব-যানারোহণে জগন্নাথ ক্ষেত্রাভিমুখে আসিয়া সহসা পুরী অধিকার করণের অভিসন্ধিতে সন্নিহিতসাগরে নঙ্গর করিয়া থাকেন; ইত্যবসরে পোতস্থিত হস্তী ও অশ্বাদির পুরীষ এবং তৃণাদি বিপুল পরিমাণে সমুদ্র জলে ভাসমান ও তটবর্ত্তী হইয়া লোকদিগের নয়নগোচর হইলে তাহারা রাজসন্নিধানে গিয়া এই অসামান্য ব্যাপার নিবেদন করিল। রাজা ভয়াকুল-চিত্তে শ্রীজীউর মূর্ত্তি মন্দির হইতে বাহির করিয়া সমস্ত তৈজস ও রত্নাদি সহকারে শকটে সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার অধিকারের প্রান্ত ভাগে শোণপুর গোপালী নামক স্থানে পলায়ন করিলেন। যবনেরা অর্ণবপোত হইতে অবতরণ করিয়া রাজাকে দেখিতে না পাইয়া নগর ও দেবমন্দির বিলুণ্ঠন এবং নানাবিধ অত্যাচার করিতে লাগিল। রাজা এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া অধিকতর ভীত হইলেন ও শ্রীমূর্ত্তি মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া তথায় এক বটবৃক্ষ স্থাপন পূর্ব্বক অতি দূরবর্ত্তী এক অরণ্য মধ্যে প্রস্থান করি-লেন। রাজা কি উপায় দ্বারা যবনদিগের আগমন বার্ত্তা জ্ঞাত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন, রক্তবাহু তাহা জানিতে পারিয়া সমুদ্রের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন ও স্বীয় সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া সমুদ্রকে

তিরস্কার করিবার উদ্যোগ করাতে সাগর এক ক্রোশ পথ অপসৃত হইল; মদোন্মত্ত যবন সেনা অগ্রসর হইতে লাগিল, এমন সময় সাগরতরঙ্গ প্রবল বেগে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যবন সৈন্যের অধিকাংশ বিনষ্ট করিল এবং বারুণী পাহাড় পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ প্লাবিত ও বালুকাময় হইয়া গেল; সেই বিপ্লবে উপকুলের কিয়দংশ ভাঙ্গাতে উড়িশ্যার দক্ষিণস্থ চিল্কা হ্রদের উৎপত্তি হয়।

রাজা শোভনদেব অল্প কাল পরে সেই অরণ্য মধ্যে লোকলীলা সম্বরণ করেন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র ইন্দ্রদেব রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে যবনদিগের দ্বারা আক্রান্ত ও হত হন। তাঁহার পর কতিপয় যবন রাজা ১৪৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

৩৯৬ শকে (৪৭৩ খৃষ্টাব্দে) কেশরীপাঠ রাজাদিগের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই কাল হইতে এ প্রদেশের প্রকৃত ও বিশ্বস্ত ইতিবৃত্ত আরম্ভ হইল।

কেশরী বংশীয় রাজাদিগের উৎপত্তি বিষয়ক কোন বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না; এই পর্য্যন্ত প্রকাশ আছে যে, যজাতি কেশরী নামে এক ব্যক্তি এই বংশের প্রবর্ত্তক। তিনি পরাক্রমশালী ও সমরকুশল ছিলেন এবং যবনদিগকে স্বরাজ্য হইতে বহি-

স্কৃত করিয়া দিয়া দেশের উদ্ধার করিয়াছিলেন। যাজপুর নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল এবং তথায় চৌদুয়ার নামে এক রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ প্রস্তুত করেন; তাঁহার রাজ্য শাসন সময়ে জগন্নাথদেব পুনরায় শ্রীমন্দিরে অভিষিক্ত হন। কথিত আছে যে, তিনি দৈব বলে, যে স্থানে শ্রীজিউ প্রোথিত ছিলেন তাহা জানিতে পারিয়া সেই স্থানের বটবৃক্ষ উন্মূলন পূর্ব্বক তাঁহাকে উদ্ধৃত করিয়া দেখিলেন যে, মূর্ত্তি ক্ষত বিক্ষত ও জীর্ণ হইয়াছে; তদনন্তর তিনি পূর্ব্ব সেবকগণের উত্তরাধিকারীদিগের অনুসন্ধান করিয়া রতনপুর প্রদেশ হইতে তাহাদিগকে আনাইয়া জগন্নাথদেবের সেবা পূর্ব্বানুরূপ গৌরব সহকারে অনুষ্ঠিত করিবার বিষয়ে বিবিধ সদ্যুক্তি করিয়া নূতন মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। যাজকেরা অরণ্য মধ্যে গিয়া শাস্ত্রোক্ত বিবিধ লক্ষণযুক্ত এক দারু সন্ধান করিয়া তদ্দারা নূতন শ্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া অবিলম্বে রাজসন্নিধানে আনয়ন করিল; রাজা পূর্ব্ব দেউলের অনতিদূরে এক নূতন দেউল প্রস্তুত করাইলেন এবং নূতন ও পূর্ব্বতন মূর্ত্তি উভয়ই বহুমূল্য রত্ন ও পরিচ্ছদে বিভূষিত করাইয়া তাঁহার রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে কর্কট মাসের পঞ্চম দিবসে শুভ লগ্নে অতি সমারোহ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সিংহাসনে স্থাপন করাইলেন; সর্ব্বত্র উৎসব

লক্ষণ দৃষ্ট হইল ও সাধারণ লোকের আনন্দ নিনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। শ্রীমূর্ত্তি সিংহাসনে স্থাপিত হইলে রাজা অর্চ্চনার্থ আবশ্যক লোক নিয়োগ ও নিয়মিত পর্ব্বাহাদি ব্যয়ের নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণশাসন সংস্থাপন করিয়া পুরীর চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ উৎসর্গ করিলেন। এই চিরস্মরণীয় লোকপ্রিয় ব্যাপারের পর অবধি যজাতি কেশরী দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে* বিখ্যাত হন। যজাতি কেশরীর রাজত্বের অবসানকালে তাঁহার আদেশ ক্রমে ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত প্রস্তরখোদিত মন্দিরনিকরের সূত্রপাত হয়। ৪৪৩ শকে (৫২০ খৃষ্টাব্দে) তাহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে যে, তাঁহার পর সূর্য্য কেশরী ও অনন্ত কেশরী নামে দুই রাজা ৯৭ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহাদের শাসন সময়ের কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা বিবৃত নাই; এই মাত্র বর্ণিত আছে যে, শেষোক্ত ভূপতি ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ নামক মহাদেবের মন্দির পত্তন করেন।

তাঁহার পর ললাটেন্দ্র কেশরী রাজা হইয়া ৫৮০ শকে ঐ মন্দির সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মাণ করিয়া চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি তথায়

---

* কথিত আছে যে, শ্রীজগন্নাথের মূর্ত্তি প্রথমে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার বিশেষ বিবরণ পুস্তকান্তরে লিখিত হইবে।

সাত সাই ও বেয়াল্লিশ বর্ষ বিশিষ্ট এক বৃহৎ ও বহুজনাকীর্ণ নগর স্থাপন করাইয়া তথায় রাজপাঠ সন্নিবেশিত করেন। তদনন্তর কেশরী বংশীয় ৩৬ টি অপ্রসিদ্ধ ভূপতি ৪৫৫ বৎসর রাজত্ব করেন; তাঁহাদের রাজ্য শাসন সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত ব্যক্ত আছে যে, প্রজাদিগের উপর প্রতি বাটী (২০ বিঘা) ভূমির কর পাঁচ কাহন কড়ি নির্দ্ধারিত ছিল; এক সময় বিশেষ কারণ বশত ঐ কর চতুর্গুণিত করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছিল; কিন্তু অল্পকালমধ্যে তাহা পুনরায় পূর্ব্ব নিয়মানুসারে গৃহীত হইতে লাগিল।

নৃপ কেশরী নামে এক পরাক্রমশালী সমরপ্রিয় ভূপতি ছিলেন, তিনি, ইদানীন্তন কটক সহর যে স্থানে আছে, সেই স্থানে ৯১২ শকে এক নগর স্থাপন করেন। মর্কট কেশরী নামে নরপতি রাজধানী সংরক্ষণার্থ মহানদীতটে যে প্রস্তরময় প্রাকার দিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সারণগড়স্থ প্রসিদ্ধ পরিখা মহাদেব কেশরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হওনের প্রবাদ অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

৫ম অধ্যায়।

গঙ্গা বংশীয় রাজগণ।

কেশরী বংশের বিলোপের বিষয় পুরাবৃত্তবেত্তাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। রাজচরিতে লিখিত আছে, এই বংশের শেষ রাজা নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করিলে, স্বপ্নাদেশমতে বাসুদেব বাণপতি নামে এক ব্যক্তি কর্ণাট দেশ হইতে নূতন রাজবংশ আহ্বান করিয়া আনেন।

বংশাবলি গ্রন্থের মতে বাসুদেব বাণপতি রাজা কর্ত্তৃক অবমানিত ও দেশনির্ব্বাসিত হইলে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশে গিয়া চোরং বা চৌর গঙ্গা নামে এক ব্যক্তিকে উৎকল দেশ আক্রমণে উত্তেজিত করেন। চোর গঙ্গা ১০৫৪ শকাব্দে (খৃ ১১৩১) ১৩ই আশ্বিন শুক্রবার দিবসে কটক সহর পরাজিত করিয়া চোরঙ্গদেব নামে উৎকলের রাজা হইলেন। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, চোরঙ্গ সান (ছোট) গঙ্গা অর্থাৎ গোদাবরী দেবীর গর্ভে মহাদেবের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি উৎকল দেশের সুবিখ্যাত গঙ্গাবংশ নামক রাজবংশের আদি পুরুষ। এই বংশীয় রাজারা কিঞ্চিদূন চারি শত বৎসর এই দেশে

আধিপত্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের রাজত্ব কাল অদ্বিতীয় গৌরবশালী ও কৌতূহল বিশিষ্ট। চোরঙ্গ দেব বিংশতি বৎসর সিংহাসনাধিরূঢ় থাকেন; তিনি সুনিপুণ ঐন্দ্রজালিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে যে, জগন্নাথ দেবের মন্দিরে সংরক্ষিত মান্দলা পাঁজি নামক গ্রন্থচয় তাঁহার আদেশে লিখিত হইতে আরম্ভ হয়। তাঁহার নামে বিখ্যাত চৌরঙ্গশাই পল্লি ও সরোবর অদ্যাপি পুরীর মধ্যে দৃষ্ট হয়। প্রবাদ আছে, তিনি শারণগড় ও কটক চৌদুয়ারস্থ দুর্গ সমূহ প্রস্তুত করেন।

চোরঙ্গের লোকান্তর প্রাপ্তির পর তৎপুত্র গঙ্গেশ্বর দেব ১০৭৪ শকে সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার অধিকার গঙ্গাতীর হইতে গোদাবরীর তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং যাজপুর, চৌদুয়ার, অমরাবতী, ছাতা ও বিরাণসী নামক পাঁচ কটক বা দুর্গ তাহার অধিকারস্থ ছিল। অমরাবতী নগর কৃষ্ণা নদীর তটবর্ত্তী; চোরঙ্গ কর্ণাট হইতে আসিয়া উৎকলের রাজত্ব প্রাপ্ত হইলে পরও কিছু কাল পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ব্বাধিকার সকল তাঁহার বংশীয় উৎকল রাজাদিগের হস্তে থাকে, এই কারণ বশত পশ্চাদ্বর্ত্তী গজপতি নরপতিদিগের সময়ে তৈলঙ্গ ও কর্ণাট দেশ ঘটিত ব্যাপার সকলে উৎকল রাজাদিগকে সর্ব্বদাই সংস্পৃষ্ট থাকিতে দেখা যাইবে।

গঙ্গেশ্বর দেব স্বীয় কন্যার সহবাস জনিত মহা-পাতকে দূষিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের উপদেশ মতে আপন পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পিপ্‌লীর পশ্চিমে কৌশল্যা গঙ্গা নামে এক অতি বৃহৎ সরোবর খনন করেন।

তাঁহার পর দুইটি অপ্রসিদ্ধ রাজার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদনন্তর ১০৯৭ শকে গঙ্গাবংশাবতংস অনঙ্গভীমদেব গজপতি সিংহাসনাধিরোহণ করি-লেন। তিনি প্রথমে যাজপুরে চৌদুয়ার নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেন, পরে কটক সহর সন্নিহিত বর্ত্তমান কেল্লা বারবাটী যথায় আছে, সেই স্থানে এক বৃহৎ রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় রাজ্যের শোভা বর্দ্ধন নিমিত্ত সাধারণের ব্যবহারোপযোগী বিবিধ অট্টালিকা ও বর্ত্ম নির্ম্মিত এবং বাপী সরোবরাদি নিখাত হয়। তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রহ্মহত্যা পাতকে কলুষিত হইয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অসংখ্য দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার আজ্ঞায় ৬০ টি প্রস্তরময় দেউল, ১০ টি সেতু, ৪০ টি বাপী ১৫০ শাসন বা পল্লি এবং এক কোটি সরোবর প্রস্তুত হয়। তিনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্র অসংখ্য দেব মন্দিরে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় ১১১৯ শকাব্দে জগন্নাথদেবের প্রধান দেউল

নির্ম্মিত হয়। পরমহংস বাজপেয়ী নামক এক ব্যক্তি তাহার তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হন। ঐ দেউল নির্ম্মাণে ৩০।৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। মন্দির প্রস্তুত হইলে রাজা যাত্রাদির বিধান এবং সেবক নিয়োগ দ্বারা সেবার পারিপাট্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

রাজা অনঙ্গভীমদেবের কীর্ত্তি কলাপের মধ্যে তাঁহার অধিকারস্থ সমুদয় ভূমির পরিমাণ ও তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণ একটি সুমহৎ কার্য্য। কথিত আছে যে, রাজমন্ত্রীবর শ্রীদামোদর বারপাণ্ডা ও ঈশান পট্টনায়ক নামক ব্যক্তিদ্বয় এই কার্য্যের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হইয়া গঙ্গা নদীর তীর হইতে গোদাবরীতটপর্য্যন্ত এবং সমুদ্রকুল ও শোণপুরের সীমার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত দেশ নল ও পদিকা (উড়িশ্যা দেশের ভূমি পরিমাণ) দ্বারা পরিমাণ করেন। এই জরিপে প্রকাশ হয়,

মোট জমি ...	৬২,২৮,০০০ বাটী
বাদ পাহাড়, নদী, নগর প্রভৃতি ও ঊষর ও পতিত	১৪,৮০,০০০ বাটী
অবশিষ্ট	৪৭,৪৮,০০০ বাটী আবাদি।

ইহার মধ্যে ২৪,৩০,০০০ বাটী সকর বা খালিসা ছিল; অপর ২৩,১৮,০০০ বাটী রাজকর্ম্মচারী, ব্রাহ্মণ, হস্তী প্রভৃতির পরিপালনার্থ নিযোজিত হইয়াছিল।

পুরীর দেবমন্দিরে রক্ষিত পঞ্জিকাতে লিখিত আছে, যে শ্রীজগন্নাথ কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া, রাজা তাঁহার রাজ্যাভিষেকের দ্বাদশ বর্ষে পুরুষোত্তম ধামে উপস্থিত হইয়া, অতিশয় সমারোহে দেবার্চনা সমাপন পূর্ব্বক, রাজবংশীয় সমস্ত রাজপুত্র, অধীন রাজা, সেনানী ও প্রধান কর্ম্মচারীগণকে সমাবেত করিয়া কহিলেন। "রাজপুত্র ও সৈন্যাধ্যক্ষগণ, আমার এই বিশাল রাজ্য শাসন, রাজকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ, সৈন্য ও দেবালয়াদির মাসিক ব্যয় নির্ব্বাহ এবং রাজকোষ সংরক্ষণের নিমিত্ত আমি যে বিধান করিয়াছি, আপনারা অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন ও আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। আপনারা অবগত আছেন, কেশরী বংশীয় রাজারা উত্তর সীমা কাঁশ-বাঁশ হইতে দক্ষিণ সীমা ঋষিকুল্যা নদী পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্ব সীমা সাগর তট হইতে পশ্চিম সীমা ভীমনগর সমীপবর্ত্তী দণ্ড পাঠ পর্য্যন্ত সমুদয় প্রদেশের উপর আধিপত্য করিতেন। এই রাজ্য হইতে তাঁহারা ১৫ লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেন। শ্রীজগন্নাথের অনুকম্পায় গঙ্গাবংশীয় অধিপতিরা ক্ষত্রিয় ও ভূঁইয়া রাজাদিগের পরাজয় করিয়া রাজ্য অধিকতর বিস্তার করিয়াছেন; যথা উত্তরদিকে কাঁশবাঁশ হইতে দাতাই বর্হি নদীপর্য্যন্ত, দক্ষিণে ঋষিকুল্যা নদী হইতে রাজমহেন্দ্রী সমীপবর্ত্তী দণ্ডপাঠ পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে

বোয়াদ ও শোণপুর পর্য্যন্ত। এই নবাধিকৃত প্রদেশ হইতে বিংশতি লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা লাভ করা যাইতেছে। এরূপে আমার সমুদয় আয় ৩৫ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা*। এই রাজস্ব হইতে সামন্ত, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত বর্গের ও দেবসেবাদির ব্যয় জন্য নির্দ্দিষ্ট তঙ্কা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছি এবং পাইক, সেবক ও রাজকর্ম্মচারী দিগের নিমিত্ত ভূমি ন্যস্ত করিয়াছি। হে রাজপুত্র ও সামন্তগণ, আমার এই ব্যবস্থার অন্যথা করিবেন না; যে যে বৃত্তি ও নিষ্কর ভূমি দান করা গিয়াছে তাহা কোন প্রকারে রহিত বা পুনর্গ্রহণ করিবেন না; তাহা করিলে শাস্ত্রে দত্তাপহারীর প্রতি যে শাস্তি নির্দ্দিষ্ট আছে, আপনারা সেই দণ্ডে দণ্ডার্হ হইবেন। আর আপনাদিগের হস্তে যে দেশের ভার সমর্পিত হইয়াছে, তাহার শাসন সময়ে এইটি বিশেষ রূপে স্মরণ রাখিবেন যে, প্রজাদিগের প্রতি ন্যায়পর ও দয়াশীল হওয়া রাজার কর্ত্তব্য এবং নিয়মিত ও নির্দ্দিষ্ট করের অতিরিক্ত কর কোন মতে তাহাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করা উচিত নয়। সৌভাগ্য ক্রমে আমি প্রযত্নের দ্বারা পরাজিত ভূঁইয়াদিগের

* কথিত আছে, এই সুবর্ণ মুদ্রা ৫ মাশা ওজনে ছিল। ইহা হইলেও গজপতি রাজাদিগের আয় অসম্ভব বোধ হয়। কেহ কেহ কহেন যে, সেই সময়ের সুবর্ণ মুদ্রায় অধিক খাদ মিশ্রিত ছিল, কিন্তু তাহাও সত্য বোধ হয় না।

নিকট হইতে ৪ লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা রাজকোষে সংগ্রহ করিয়াছি। আর সাত লক্ষ অষ্টাশীতি সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা মূল্যের রত্নাদিও সঞ্চিত হইয়াছে। এক্ষণে এই সঞ্চিত ধনের কিয়দংশ দ্বারা, শত হস্ত উচ্চ শ্রীজিউর একটী দেউল নির্ম্মাণ করিতে ও কিয়দংশ মণি মুক্তা প্রভৃতি রত্নাদি মহাপ্রভুর সেবায় অর্পণ করিতে আমার বাসনা হইয়াছে; আপনাদিগের মত কি প্রকাশ করিয়া বলুন।”

সকলে কহিলেন, মহারাজ, এমন সৎ কর্ম্মে আর কাল বিলম্ব উচিত নয়। আর আপনি যেরূপ বিচক্ষণতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে কোন পরামর্শ দিবার প্রয়োজন নাই। তদনন্তর পরমহংস বাজপেয়ী নামক এক সুবিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারীর প্রতি এই কার্য্যের ভার প্রদত্ত হইল এবং ১২৫০০০০ সুবর্ণমুদ্রা ও ২৫০০০০ মুদ্রা মূল্যের রত্নাদি ব্যয়ের জন্য ন্যস্ত হইল।

এই সময়ে রাজার আদেশে নূতন মুদ্রা প্রস্তুত ও একটি নূতন মোহর খোদিত হইয়াছিল। সেই মোহরে রাজার উপাধি পশ্চাল্লিখিত মত ছিল। খোর্দ্দার রাজারা প্রতাপশালী গজপতি রাজস্থলাভিষিক্ত বলিয়া অদ্যাপি এই উপাধিটী ধারণ করেন।*

“বীর শ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটকর্ণাটোৎকল বর্গেশ্বরাধিরায় ভূতভৈরবদেব সাধুশাসনোৎকর্ণ

রাওত রায় অতুল বলপরাক্রম সংগ্রামসহস্রবাহু ক্ষত্রিয়কুল ধূম্রকেতু।”

এই সময়ে সম্ভ্রান্তদিগের মধ্যে বিবিধ প্রকার পদবী ব্যবহৃত হইতে লাগিল, যথা—শান্ত, মঙ্গরাজ, বারজানা, পাঠশানি, বারপাণ্ডা প্রভৃতি। অনঙ্গভীমদেব কর্ত্তৃক নানা প্রকার পদমর্য্যাদা অনুষ্ঠিত হওনের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়; তাঁহার সময়ে যে বিবিধ নূতন নিয়ম ও পদ্ধতি প্রচলিত হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই এবং বর্ত্তমান উড়িশ্যাবাসীদিগের যে সকল পদমর্য্যাদা বা সামাজিক ব্যবহার দৃষ্ট হইতেছে, তাহার বীজ এই রাজার নিয়মাদিতে নিহিত আছে, তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে।

এই রাজার সৈন্যে সাধারণত ৫০,০০০ অযুত পদাতিক ১০,০০০ অযুত অশ্বারোহী ২৫,০০০ অযুত গজ ছিল; কিন্তু আবশ্যক হইলে তিনি ৩০,০০,০০০ লক্ষ পাইক সমবেত করিতে পারিতেন।

অনঙ্গভীমের লোকান্তর গমনের পর তাঁহার পুত্র রাজেশ্বরদেব সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর ১১৫৯ শকাব্দে নরসিংদেব তৎস্থলাভিষিক্ত হন। এই রাজা উড়িশ্যার ইতিবৃত্তের মধ্যে এক সুপ্রসিদ্ধ পুরুষ, তিনি অলৌকিক বলবিক্রমশালী এবং প্রজাপুঞ্জের বিশেষ অনুরাগ ভাজন ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তাঁহার

শরীর বা পরিচ্ছদগত কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য জনিত তাঁহার লাঙ্গুলে উপাধি হয়। ইনি অতি সমরপ্রিয় ছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যে অনেক সংগ্রাম করিয়াছিলেন। নরসিংহ দেব কর্ণারকের (অর্কক্ষেত্রের) সুপ্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ দ্বারা আপনার অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ রাখিয়া গিয়াছেন। ঐ মন্দির ১২০০ শকে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই রাজার সময়ে তোঘান খাঁ কর্ত্তৃক ১১৬৯ শকে ও তোগরলকর্ত্তৃক ১১৭৯ শকে উড়িশ্যা আক্রান্ত হইয়াছিল। আক্রমণকারীরা দুইবার পরাস্ত হইয়া প্রত্যাগমন করে, ইহা ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বাঙ্গলার ইতিহাসে সুবিস্তর বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহার উল্লেখ উৎকল দেশীয় কোন পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না; বিশেষত কেটাসন নামক স্থানে যুদ্ধ হওনের বিষয় লিখিত আছে, কিন্তু সেই স্থান উড়িশ্যাদেশে কোথায় আছে বা ছিল, ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; অতএব উক্ত সাহেব লিখিত এই বিবরণ ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। ষ্টুয়ার্ট সাহেব আরও বলেন যে, ১১৭০ শকে উড়িশ্যার রাজা মুসলমান-দিগকে দেশ বহিষ্কৃত করিয়া উৎসাহ সহকারে বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে গৌড় নগর ও বীরভূমের নাগর নামক স্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন; পরে বাদ-শাহের প্রেরিত তৈমুর খাঁ কিরান অযোধ্যার সৈন্য

লইয়া আগমন করিতেছেন, এই সম্বাদ পাইয়া উৎকল-রাজ ঐ নগরদ্বয় লুঠ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেস্তা কহেন, এই আক্রমণ তাতার জাতীর দ্বারা হইয়াছিল; কিন্তু ষ্টুয়ার্ট সাহেব লেখেন যে, স্বজাতির গৌরব রক্ষার্থ ফেরেস্তা উড়িয়াদিগের আক্রমণকে তাতারদিগের আক্রমণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

আঙ্গুলে নরসিংদেবের পর নরসিংহ উপাধি বিশিষ্ট পাঁচটি রাজা ও ভানু উপাধি বিশিষ্ট ছয়টি রাজা ১৩৭৪ শকাব্দ পর্য্যন্ত উড়িশ্যা দেশে রাজ্য করেন। কেহ কেহ বলেন, ভানুবংশীয় অর্থাৎ সূর্য্য-বংশীয় রাজারা স্বতন্ত্র বংশ। এই কএকটী রাজার সময়ের কোন বিশেষ ঘটনা বর্ণিত নাই। গঙ্গাবংশীয় অপরাপর রাজাদিগের ন্যায় তাঁহারাও সাধারণ উপকারার্থ অনেক সেতু ও বত্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ১২২৩ শকে কবীর নরসিংহ দেব নামক রাজার সময়ে নির্ম্মিত পুরীর সম্মুখস্থিত আঠার নালার সেতু অতি প্রসিদ্ধ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে এই দেশে একটী অতি-দুঃখজনক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তখন ধান্য প্রতি ভরণ ১২০ কাহন মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল, অর্থাৎ তাৎকালিক সাধারণ মূল্য অপেক্ষা ৬০ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল।

ভানু উপাধি বিশিষ্ট শেষ রাজা নিঃসন্তান হওয়াতে, ঐ বংশজাত কপিল সাঁতরা নামক এক ব্যক্তিকে দত্তক গ্রহণ করেন। ইনি কপিলেন্দ্র দেব নামে অতি প্রসিদ্ধ রাজা হন। পুরাবৃত্ত লেখকেরা তাঁহার শৈশবাবস্থার বৃত্তান্ত কৌতূহলজনক করিবার মানসে, তাঁহার ভবিষ্যৎ মহত্ত্বসূচক নানাবিধ সুলক্ষণ ও অলৌকিক ব্যাপার বর্ণনে, যত্নশীল হইয়াছেন। কথিত আছে যে, বাল্যকালে কপিল এক ব্রাহ্মণের গোচারণ করিতেন; এক দিন মধ্যাহ্ন কালে তাঁহার প্রভু দেখিলেন যে, তিনি ভূতলে শয়ান আছেন ও তাঁহার সমীপে একটী প্রকাণ্ড সর্প ঋজুভাবে দাঁড়াইয়া বিশাল ফণমণ্ডল তাঁহার মস্তকোপরি বিস্তার করিয়া প্রখর সূর্য্যাতপ রোধ করিতেছে। ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঐ বালকের ভাবি মহত্ত্ব অনুমান করিলেন। কিয়ৎকাল পরে রাজা এক দিন শ্রীজীউর মন্দিরে গমন করিতেছেন, এমন সময় ঐ বালক হঠাৎ তাঁহার নয়ন গোচর হইলে তিনি সবিশেষ অনুসন্ধানে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া, পরম কুতূহলাবিষ্ট হইলেন। তিনি সূর্য্যবংশীয় ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে রাজপরিবারভুক্ত এবং অল্পকাল মধ্যে উচ্চ পদবীস্থ করিলেন। এক দিন মহাদেব কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তিনি ঐ বালককে দত্তক গ্রহণ করত স্বরাজ্যের

উত্তরাধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন; পরে তিনি পাত্র অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সময় মোগলেরা দেশ আক্রমণ করিলে, রাজা তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে অসমর্থ হইয়া, কপিলকে সন্ধি সংস্থাপন জন্য মোগলরাজসন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। মোগলেরা তাঁহাকে অঙ্গীকৃত টাকা আদায়ের প্রতিভূ স্বরূপ রাখিল, কিন্তু তাঁহার প্রতি অতি সাদর ব্যবহার করিত।

রাজার মৃত্যুর পর মোগলেরা কপিলকে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে দিল। তিনি এখানে আসিয়া সিংহাসনের অধিকারী হইলেন এবং ১৩৭৪ শকাব্দে কপিলেন্দ্রদেব নাম ধারণ করিয়া রাজটীকা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার রাজ্যকাল নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ, যান ও নগরাবরোধের বিবরণে পরিপূর্ণ। কপিল তাঁহার সুবিস্তৃত রাজ্যের সর্ব্বাংশ স্বয়ং পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে বহুকালাবধি ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি সততই রাজমহেন্দ্রীতে থাকিতেন। এক সময় বিজয়নগর দর্শন করিয়া তথায় তিনটী শাসন সংস্থাপন করিয়াছিলেন; তাহার মধ্যে দামোদরপুর শাসনটী প্রধান। রাজা কপিলেন্দ্র সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। কন্দজুরীর (অনুমান হয়, ইহা বর্ত্তমান কন্দাপল্লী) দুর্গ পরাজয় ও তৎসম্বন্ধে রাজার কতিপয়

কার্য্যের উল্লেখ মাত্র আছে; কিন্তু এই দূরবর্ত্তী প্রদেশে রাজার যুদ্ধযাত্রা বা সংগ্রামের বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রাজা ২৭ বর্ষ রাজত্ব করিয়া কন্দাপল্লীর অনতিদূরে গোদাবরীতীরে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার রাজ্য শাসন সময়ে দুই বার অতিদুঃখজনক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে বহু সংখ্যক লোক বিনষ্ট হইয়াছিল। ধান্যের মূল্য প্রতি ভরণ ১২৫ কাহন কড়ি হইয়া উঠে।

দাক্ষিণাত্যে রাজা কপিলেন্দ্রদেবের সংগ্রাম ও অধিকার বিস্তারের বিষয় যে সকল বিবরণ উৎকল পুস্তক সমূহে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহা ফেরেস্তা নামক অতিপ্রসিদ্ধ মুসলমান পুরাবৃত্তবেত্তাকর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে। তিনি কহেন, ১৩৮০ শকে দাক্ষিণাত্যের হুমাউন শা বামিনির সময় তৈলঙ্গীয়েরা উড়িয়া ও উড়িশ্যার রাজাকে বিনয় দ্বারা আপনাদিগের অনুকূল করিয়া, মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিল। তৈলঙ্গ ও উৎকল সৈন্য সম্মিলিত হইয়া মহম্মদীয় যোদ্ধৃগণকে পরাস্ত করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। তাহার পর হুমাউন শার পুত্র নিজাম শার সময়ে উৎকলরাজ, পলিগার অর্থাৎ তৈলঙ্গ ক্ষত্রিয়দিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া, সমুদয় তৈলঙ্গ দেশ মুসলমানদিগের হস্ত হইতে

উদ্ধার করণপূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অতি সমারোহে যুদ্ধ সজ্জায় অগ্রসর হইলেন। যখন তিনি মুসলমান-দিগের রাজধানী আহমিদাবাদের ৫ ক্রোশ দূরে আসিয়া পৌঁছুছিলেন, তখন রাজমন্ত্রীগণ সাহস প্রকাশ করিয়া এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমা-দিগের রাজা বহুকালাবধি উড়িশ্যা ও জাহানপুর পরাজয় করিয়া করদ করণের মানস করিয়াছিলেন; উক্ত দেশ দূরবর্ত্তী বলিয়া এই কার্য্যে এপর্য্যন্ত নিরস্ত ছিলেন; কিন্তু তিনি এক্ষণে স্বেচ্ছাক্রমে আপনাকে মৃত্যু মুখে নিপাতিত করিলেন; অতএব এতদ্দ্বারা মহম্মদীয় সৈন্যের অনেক ক্লেশ নিবারিত হইল। এই-রূপ বাগাড়ম্বরের পর মুসলমান সেনাগণ হিন্দুদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিল, তাহাতে হিন্দুরা ভীত ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া অগত্যা পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান পূর্ব্বক সন্ধি করিয়া আপনাদিগের দেশের সীমা-মধ্যে নিরাপদে আসিয়া পৌঁছুছিল।

ফেরেস্তাকর্ত্তৃক উল্লিখিত উড়িয়া দেশ যে কোন্ স্থানে ছিল, তাহার নির্দ্দেশ করা দুরূহ; কিন্তু অনুমান হয়, উক্ত পুরাবৃত্তলেখক রাজমহেন্দ্রী ও কন্দাপল্লীর মধ্যবর্ত্তী দেশ সমুদয়ের এই নাম দিয়া-ছেন। ঐ প্রদেশ উড়িশ্যার রাজার অধীন ছিল। উক্ত গ্রন্থকর্ত্তা উড়িয়ার রায় ও মহম্মুদ শা

ষ্টার্লিন সম্বন্ধে আরও অনেক কথা লিখিয়াছেন, তাহা উৎকলের কোন পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

উৎকল গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মতে কপিলেন্দ্র দেব দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাগমনানন্তর পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, তাঁহার বহুগুণসম্পন্ন সুযোগ্য পুত্রদিগের মধ্যে কাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন, তদ্বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। দৈবাৎ এক দিন স্বপ্নাদিষ্ট হইলেন যে, তাঁহার উপপত্নীর গর্ব্ভসম্ভূত সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র পুরুষোত্তম তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হইবেন। শ্রীজিউর এই অলঙ্ঘনীয় আদেশানুসারে রাজা কপিলেন্দ্রদেব পুরুষোত্তমকে উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হইলেন। কৃষ্ণা নদীর তট পর্য্যন্ত আসিয়া ১৪০১ শকে (১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়।

পুরুষোত্তম কৃষ্ণানদী তটে উপস্থিত সৈন্যদিগের কর্ত্তৃক পুরুষোত্তমদেব নামে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অবিলম্বে কটক নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতৃগণ অতিশয় কুপিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরুষোত্তম অল্পকাল মধ্যেই সকলকে পরাভূত করিয়া নগর হইতে নির্বাসিত করিলেন। তাঁহারা ঐ দেশের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

পুরুষোত্তমদেবের কাঞ্চীনগর জয়ার্থ যাত্রা একটি সুমহৎ ঘটনা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে এবং তজ্জন্য এই রাজার রাজ্যকালও সুবিখ্যাত হইয়াছে। এই যুদ্ধ-যাত্রার বিষয় কাঞ্চীকাবেরী নামে উৎকল ভাষায় রচিত একখানি সুপ্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থে সবিস্তর বর্ণিত আছে। যদিও ঐ কাব্য গ্রন্থ অত্যুক্তি ও উৎপ্রেক্ষাদিতে পরিপূর্ণ, তথাপি উৎকল দেশীয় পুরাবৃত্ত গ্রন্থে লিখিত ঘটনাদির সহিত ঐ গ্রন্থের স্থূল স্থূল বিবরণের ঐক্য আছে বলিয়া তল্লিখিত বৃত্তান্ত নিতান্ত অগ্রাহ্য নয়।

কথিত আছে যে, দক্ষিণ কাণাকুব্জ (কর্ণাট) দেশে এক মহাবল পরাক্রমশালী নরপতি রাজ্যশাসন করিতেন। তাঁহার অধিকার মধ্যে কাঞ্চীনগর নামক একটি সুচারু কৃষ্ণবর্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ ছিল এবং পদ্মাবতী নাম্নী তাঁহার এক অলোকসামান্য লাবণ্যবতী সদ্গুণসম্পন্না পরমসুন্দরী কন্যা ছিল। এই রমণীর অনুপম রূপলাবণ্যের কথা পুরুষোত্তম দেবের শ্রবণগোচর হইলে, তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণাকাঙ্ক্ষায় তৎপিতৃ সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিলেন। কাঞ্চীপতি উৎকলাধিপ মহাবল পরাক্রমশালী গজপতিরাজসদৃশ জামাতা পাইবার আশায় অতীব হর্ষযুক্ত হইলেন; কিন্তু এই সম্বন্ধ সংস্থাপনের পূর্ব্বে উক্ত রাজপরিবারের

আচার ব্যবহার বিষয়ে কিঞ্চিৎ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যে জানিতে পারিলেন যে, জগন্নাথদেবের রথযাত্রার উপলক্ষে মন্দির হইতে শ্রীমূর্ত্তি বহিষ্করণ সময়ে, রাজাকে চণ্ডাল অর্থাৎ সম্মার্জকের কার্য্য করিতে হইত। কাঞ্চী নগরাধিপতি গণেশের উপাসক, সুতরাং উৎকলের উপাস্য দেবতা শ্রীজগন্নাথের প্রতি তাঁহার অত্যল্প ভক্তি ছিল। পূর্ব্বোক্ত হীন ব্যবহার ক্ষত্রিয় বংশীয় উৎকলরাজার অযোগ্য ও অপমানজনক বিবেচনা করিয়া তিনি ঐ বিবাহসম্বন্ধে অনুমোদন করিলেন না। উৎকল-রাজ এই কথা শুনিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া পণ করিলেন যে, তিনি পদ্মিনীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া এক প্রকৃত চণ্ডালের হস্তে সমর্পণ করিবেন। এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া তিনি সৈন্য সমবেত করিয়া কাঞ্চীনগর আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে তথা হইতে পরাভূত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে হইল। পুরুষোত্তম স্বীয় রাজ্য মধ্যে আসিয়া জগন্নাথদেবের পদতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া এই নিবেদন করিলেন যে, "শত্রুকর্ত্তৃক অব-মাননায় আমি যে উপাস্য দেবের ভক্ত তাঁহারই অগৌরব হইল, অতএব হে দেব, আপনি সহায় হউন, আমি এই অপমানের প্রতিফল প্রদান করিয়া আপ-নার মাহাত্ম্য রক্ষা করি" এই প্রকারে বিনয় বচন

দ্বারা নানাবিধ কাতরোক্তি করিলে, শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহাকে সকরুণ বচনে অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন, "হে রাজন্, তুমি সৈন্য সমবেত করিয়া যুদ্ধার্থ কাঞ্চী নগরে পুনর্যাত্রা কর, আমি স্বয়ং সেনানীর পদ গ্রহণ করিব।" রাজা দৈবাদেশে প্রোৎসাহিত হইয়া সসৈন্যে কাঞ্চী নগরাভিমুখে চলিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া, বর্ত্তমান মাণিকপত্তন গ্রাম যথায় স্থাপিত আছে, তথায় আসিয়া শ্রীজিউ তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন কি না তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময় মাণিক নাম্নী এক গোপবালা রাজার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া হস্তস্থিত একটি অঙ্গুরীয় প্রদর্শন করিয়া কহিল হে মহারাজ, "অলোকসামান্য পুরুষদ্বয়ের মধ্যে এক জন একটি কৃষ্ণবর্ণ ও অপর একটি শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই পথ দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহারা আমার নিকট দধি দুগ্ধ নবনীত লইয়া তাহার মূল্যের প্রতিভূ স্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টী আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া, আপনার নিকট হইতে তাহার মূল্য গ্রহণ করিবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন।" রাজা সেই চিহ্নদ্বার বুঝিতে পারিলেন, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলদেব এই ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত গোপকামিনীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই প্রকারে তাঁহার উপাস্যদেবের অনু-

গ্রহের পরিচয় পাইয়া, সকৃতজ্ঞহৃদয়ে সেই স্থানটির নাম মাণিকপত্তন রাখিলেন এবং জয়লাভের আশায় স্থিরচিত্ত হইয়া কাঞ্চীনগরে উপনীত হইলেন। কাঞ্চীপতি বিপক্ষদলের পুনরাগমনে ত্রাসিত হইয়া স্বীয় উপাস্য গণদেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তাঁহার প্রত্যাদেশ হইল যে, জগন্নাথ দেবের বিরুদ্ধে তাঁহার বিজয় লাভ করা অতি দুরূহ ব্যাপার; তথাপি তিনি তাঁহার সাধ্যমত সাহায্য দানে ত্রুটি করিবেন না। উভয় দলে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং যোদ্ধৃগণের শোণিতে ক্ষেত্র অভিষিক্ত হইয়া গেল। দেবগণ মানবদিগের ন্যায় সংগ্রামে নিযুক্ত হইয়া বিবিধ প্রকার যুদ্ধ কৌশল ও অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন; কিন্তু সকল সংগ্রামেই গণপতি দেবের পরাভব হইল এবং অবশেষে কাঞ্চী নগরের দুর্গ উৎকলরাজের হস্তগত হইল। কাঞ্চীপতি পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন, কিন্তু তাহার পরম রূপবতী কন্যা শত্রু হস্তে নিপতিত হইয়া পুরী নগরে বিজয় চিহ্ন স্বরূপ নীত হইলেন। প্রত্যাগমন কালে রাজা দাক্ষিণাত্য হইতে সত্যবাদী গোপালের মূর্ত্তি আনিয়া পুরীর পাঁচ ক্রোশ উত্তরে এক দেউল নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই মূর্ত্তি অদ্যাপি উক্ত স্থানে কাঞ্চীপুর যুদ্ধযাত্রার অনুস্মারক স্বরূপ দৃশ্যমান রহিয়াছেন। রাজা পুরু-

ষোত্তম দেব স্বীয় পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে এক চণ্ডালের সহিত পদ্মিনীর বিবাহ দিবার আদেশ করিয়া, সেই সুকুমারী কুমারীকে স্বীয় প্রধান মন্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজার এই আজ্ঞায় মন্ত্রীবর ও প্রজাপুঞ্জ অতিশয় কাতর হইলেন; অবশেষে রথযাত্রার দিবসে যখন রাজা সম্মার্জ্জনী ধারণ পূর্ব্বক দেব মণ্ডপ মার্জ্জন করিতেছিলেন, এমন সময় মন্ত্রীবর পদ্মিনীকে আনয়ন করিয়া এই বলিয়া রাজ হস্তে সমর্পণ করিলেন, "হে মহারাজ, আপনি এই কন্যাকে চণ্ডাল অর্থাৎ সম্মার্জ্জক হস্তে সমর্পণ করিবার অনুমতি করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনি চণ্ডালের কর্ম্ম করিতেছেন। অতএব আমি এই কন্যা আপনাকে সমর্পণ করিলাম।" পক্ষান্তরে রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক সকলেই পদ্মিনীর দুঃখের দশায় করুণার্দ্র চিত্ত হইয়া সবিনয় বচনে রাজাকে কহিলেন, "হে মহারাজ, আপনি এই কন্যাকে গ্রহণ করুন।" মন্ত্রীবরের ও রাজ্যস্থ সমস্ত লোকের অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া রাজা পদ্মিনীকে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে কটকে লইয়া গিয়া মহিষী করিলেন। কথিত আছে যে, পদ্মাবতী মহাদেবের ঔরসজাত এক পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া অন্তর্দ্ধান হন। পরে রাজা স্বপ্নাদেশ দ্বারা সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া নবপ্রসূত সন্তানকে স্বরাজ্যের উত্তরাধিকারী স্থির

করিলেন। পুরুষোত্তম দেব পঞ্চবিংশতি বর্ষ রাজত্ব করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। তদনন্তর পদ্মাবতীর গর্ব্ভজাত পুত্র প্রতাপরুদ্র নাম ধারণ করিয়া ১৪২৬ শকে সিংহাসনারোহণ করিলেন। এই রাজার সুবিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা সর্ব্বত্র প্রচারিত আছে। ইনি বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন ও ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ে নানা গ্রন্থ পাঠ ও তদ্বিষয়ে অনেক টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইনি ক্ষত্রধর্ম্মে ও রাজনীতি ও রাজ্যশাসন বিষয়ে অতি নিপুণ ছিলেন। কথিত আছে যে, একদা রাজভবন হইতে বহু মূল্য দ্রব্যাদি তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে, রাজা চৌরদিগের নির্ণয় জন্য স্বরাজ্যের হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় মতাবলম্বী পণ্ডিতগণকে আহ্বান কারয়া আনিয়া গণনা দ্বারা এই বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে কহিলেন। ব্রাহ্মণেরা কোন প্রকারে কিছুই কহিতে পারিলেন না। বৌদ্ধেরা আপনাদিগের গণনার প্রভাবে চৌরদিগের আবিষ্কার ও স্তেয় দ্রব্য যথায় রক্ষিত হইয়াছিল সেই স্থানের নির্দ্দেশ করিয়াদিল। ইহাতে বৌদ্ধদিগের প্রতি রাজার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিল; তদবধি কিয়ৎ কালের জন্য তিনি তাহাদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে রাজ্ঞী দৃঢ়তররূপে ব্রাহ্মণদিগের সহায় হইয়াছিলেন। পরিশেষে প্রকৃষ্টরূপে উভয় পক্ষের বিদ্যার পরীক্ষা

করিবার নিমিত্ত রাজা এক মৃৎভাণ্ডমধ্যে এক সর্প সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহার মুখ উত্তম রূপে আঁটিয়া সভা মধ্যে আনয়ন করিয়া উভয় পক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, " বল দেখি, ইহার অভ্যন্তরে কি আছে ? " তাহাতে ব্রাহ্মণেরা বলিল, " উহার মধ্যে কেবল মৃত্তিকা আছে " তখন ভাণ্ডের মুখ উদ্ঘাটন করিয়া দেখা গেল যে যথার্থই মৃত্তিকা বই আর কিছুই নাই। এই ব্যাপারে রাজার মত একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তিনি যেমন পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের পক্ষপাতিতা করিতেন এক্ষণ অবধি তেমনি তাহাদিগের বিদ্বেষী ও বিরুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ; এমন কি, তাহাদিগকে দেশবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন ও অমর সিংহ ও বীরসিংহ বিরচিত গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত বৌদ্ধ মতাবলম্বীদিগের অপর সকল গ্রন্থ দগ্ধ ও ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন।

এই সময় নবদ্বীপে অবতীর্ণ সচীপুত্র চৈতন্য মহাপ্রভু, জগন্নাথ দেবের দর্শনার্থ উড়িশ্যাতে আসিয়া রাজসমক্ষে নানা অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং তাহাই প্রতাপরুদ্র দেবের বৌদ্ধদিগের প্রতিকূলমত পরিগ্রহের নিদান বলিয়া উপলব্ধি হইতে পারে।

রাজা এবম্বিধ নানা প্রকার শাস্ত্রযুদ্ধে নিযুক্ত থাকিয়াও শস্ত্রযুদ্ধে অমনোযোগী হন নাই। তিনি

জিগীষা পরবশ হইয়া সসৈন্যে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন ; পথিমধ্যে অনেক দুর্গ অধিকারস্থ করিয়াছিলেন এবং সুপ্রসিদ্ধ বিজয়নগর নামক স্থানটি পরাজয় করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য মুসলমানদিগের সহিত তাঁহাকে অনেক যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এদিকে বাঙ্গালাস্থ পাঠানেরা অসংখ্য সৈন্য লইয়া উড়িশ্যা আক্রমণ করিয়াছিল। পাঠানেরা কটক সহর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তৎসমীপবর্ত্তী স্থানে শিবির সংস্থাপন করিয়া সংগ্রামে বিজয়লাভ করিতে লাগিল। উৎকলরাজপ্রতিনিধি অনন্ত সিংহ সমরে পরাভূত হইয়া কাটজুরী নদীর দক্ষিণে সারণগড় নামক এক দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পাঠানেরা কটক বিলুণ্ঠন করিয়া পুরী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া তথায় অনেক প্রকার অত্যাচার করিল এবং উৎকলদেব শ্রীজগন্নাথের মূর্ত্তি বিনষ্ট করণ জন্য বিবিধ অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। সেবকেরা মুসলমানদিগের আগমন বার্ত্তা শ্রবণমাত্র শ্রীমূর্ত্তি নৌকায় সংস্থাপন করিয়া চিল্কাহ্রদ পার হইয়া পার্ব্বত্য স্থান মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। প্রতাপরুদ্র এই সকল সমাচার জানিতে পারিয়া অতি সত্বর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন এবং পাঠানেরা দেশ পরিত্যাগ করিয়া না যাইতে যাইতে তাহাদিগের

সহিত যুদ্ধ করিলেন। অনেক যবন সেনা সংগ্রামে বিনষ্ট হইল; কিন্তু রাজা এমন বলহীন হইয়া পড়িলেন যে, শত্রুরা যে নিয়মে সন্ধি প্রার্থনা করিল, তিনি তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং তাহাদিগকে অবাধে দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে দিলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র দেব এক বিংশতি বর্ষ রাজত্ব করিয়া ১৪৪৭ শকে তনু ত্যাগ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাবংশের সৌভাগ্য রবি অস্তমিত হইল। উৎকল রাজবংশ এই কাল অবধি লুপ্তপ্রভ হইয়া পড়িল। প্রতাপ রুদ্রের মৃত্যুর অনতিবিলম্বেই প্রতাপশালী গঙ্গাবংশের বিলোপ হইয়া গেল এবং উৎকল দেশের স্বাধীনতা আর অধিক কাল রক্ষা পাইল না। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিক হইতে মহাবলপরাক্রম বাঙ্গালা ও তৈলঙ্গ দেশস্থ মুসলমানদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এই দেশ অতি হীনবল হইয়া পড়িল। অন্তর্বিবাদে এবং প্রধান প্রধান লোক দিগের মধ্যে অনৈক্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্তির জন্য নানা শোণিতবাহী যুদ্ধে উৎকলদেশীয়েরা একেবারে আত্ম রক্ষায় অক্ষম হইল।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

গজপতিরাজের ক্ষমতা ও স্বাধীনতা লোপ।

প্রতাপরুদ্র দেবের দ্বাত্রিংশৎ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ৫ বৎসর রাজত্ব করিয়া প্রতাপশালী সচিব গোবিন্দ বিদ্যাধর কর্ত্তৃক নিহত হন। তাঁহার পর প্রতাপরুদ্রের অপর এক পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন; কিন্তু এক বৎসর পরে তাঁহারও প্রাণ বিনাশ হয়। তদনন্তর সচিব গোবিন্দ বিদ্যাধরের পুত্র মধু শ্রীচন্দন পিতার আজ্ঞায় অবশিষ্ট ত্রিংশৎ রাজকুমার ও অপর অনেক প্রধান লোককে নিহত করিলে, ১৪৫৬ শকাব্দে মন্ত্রীবর গোবিন্দদেব নাম ধারণ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভেই তৈলঙ্গ মুকুন্দ হরিচন্দন ও দনাই (জনার্দ্দন) বিদ্যাধর এই দুই ব্যক্তি অতি বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি কটক নগরের শাসন কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে রাজ্যাভিষিক্ত হন। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হন, ইনি যদিও স্বয়ং সিংহাসনারোহণ করিতে পারেন নাই তথাপি বর্ত্তমান রাজোপাধিধারী খোর্দ্দার রাজবংশের আদি পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন।

দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী তটবর্ত্তী প্রদেশ লইয়া বামিনী ও কুতবশাহি রাজাদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, রাজা গোবিন্দ দেবকে তথায় যাইতে হইয়াছিল, সেখানে তিনি আট মাস মন্ত্রীবর দনাই বিদ্যাধরের সমভিব্যাহারে মালগণ্ডা বা মালিগন্ধায় বাস করেন। এদিকে তাঁহার ভাগিনেয়দ্বয় রঘুভঞ্জ চোত্র ও বালম্‌কী শ্রীচন্দন, অবকাশ পাইয়া বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়া বসিলেন এবং শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের প্রধান পাণ্ডাকে নিহত করিয়া কটকের শাসনকর্ত্তা মুকুন্দ হরিচন্দনকে কটক হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এই সকল ঘটনার কথা শুনিয়া রাজা গোবিন্দ দেব ত্বরায় সৈন্যের অধিকাংশ সঙ্গে লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। বিদ্রোহীরা পরাস্ত হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইলে রাজা বৈতরণী তটপর্য্যন্ত তাহাদিগের অনুগমন করিলেন। গোবিন্দ দেব সাত বৎসর রাজত্ব করিয়া উক্ত নদীর তটে দশাশ্বমেধের ঘাটে প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

মন্ত্রীবর দনাই বিদ্যাধর কর্ত্তৃক প্রতাপচক্র দেব সিংহাসনে স্থাপিত হইলেন। তাঁহার আধিপত্য সর্ব্বত্র স্থিরতররূপে সংস্থাপিত হইবামাত্র তিনি দক্ষিণাত্যের ব্যাপার সকল অবলোকন জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। এই রাজা পরাক্রম বিহীন ও যথেচ্ছাচারী ছিলেন তথাপি মন্ত্রীবরের প্রভাবে

তিনি আট বৎসর রাজ্যভার বহন করেন ; তদনন্তর দেবমন্দির মধ্যে তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের উত্তরাধিকারী আর কেহ না থাকাতে মহোৎসাহী ও সাতিশয় কর্ম্মদক্ষ নরসিং জানা নামক এক ব্যক্তি রাজাসনে সমারূঢ় হইলেন। মন্ত্রীবর দনাই বিদ্যাধর অতি প্রবল হওয়াতে পাছে তিনি কোন উৎপাত উপস্থিত করেন এই আশঙ্কায় রাজা নরসিংহ তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে আনাইয়া মুকুন্দ হরিচন্দনের অনুচরদিগের সাহায্যে শৃঙ্খলবদ্ধ ও কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ইত্যবসরে রঘুভঞ্জ চোত্র পূর্ব্বোল্লিখিত পরাভবের পর নূতন সৈন্য ও অনুচরগণের সাহায্যে বর্দ্ধিতপরাক্রম হইয়া সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির জন্য কটকে পুনরাগত হইলেন। মুকুন্দ হরিচন্দন রাজাজ্ঞায় তাঁহার প্রতিরোধ করিলেন ও অনেক শোণিতবাহী সংগ্রামের পর তাঁহাকে বন্দী করিলেন।

নরসিং জানা এক বৎসর রাজ্য করিয়াই সিংহাসনচ্যুত হন। তখন অতুলপরাক্রম কার্য্যদক্ষ সচিব মুকুন্দ হরিচন্দনের হস্তে রাজ্যভার সমর্পিত হইল। ইনি পুরাবৃত্তে সুবিখ্যাত তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব নাম ধারণ করিয়া ১৪৭৩ শকে (১৫৫০ খৃষ্টাব্দে) উৎকল দেশের গজপতি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব উড়িশ্যার সর্ব্বান্তিম স্বাধীন রাজা। এই দেশীয় ও বাঙ্গলা দেশীয় পুরাবৃত্তাদিতে ইনি অতি প্রতাপশালী ও সুযোগ্য বলিয়া বর্ণিত আছেন। ইউরোপীয় জনৈক পরিব্রাজক কর্ত্তৃক তাঁহার চরিত্র বিষয়ে ভূয়সী প্রশংসাবাদ লিখিত হইয়াছে। তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভেই তিনি সাধারণ ব্যবহারোপযোগী অট্টালিকা ও দেবমন্দিরাদি নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হন এবং বহু সংখ্যক সরোবর খনন ও ব্রাহ্মণ শাসন সংস্থাপন করেন। তিনি ভাগীরথীকূলে ত্রিবেণী নামক তীর্থ স্থানে যে ঘট্ট নির্ম্মাণ করান, তাহাই তাঁহার রাজ্যের উত্তর সীমা বলিয়া অবধারিত হয়।

কিয়ৎ কাল পরে বাঙ্গলায় সুবাদার সোলেমান সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক উড়িশ্যাদেশ আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলে, উড়িশ্যাধিপতি একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাঙ্গালার নবাবের অভিসন্ধি সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটাইলেন। তদনন্তর হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী দেবমূর্ত্তিবিনাশক উড়িশ্যাবিজয়ী কালাপাহাড় উৎকলদেশে উপনীত হইলেন। কথিত আছে যে, তিনি পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন, বাঙ্গলার নবাবের কন্যা তাঁহার অলোকসামান্য শৌর্য্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া, কৌশলক্রমে তাঁহাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া পতিত্বে বরণ করিলেন; তদবধি কালাপাহাড় ত্যক্ত ধর্ম্মাবলম্বী-

দিগের ঘোরতর বিদ্বেষী ও পরম শত্রু হইয়া উঠি-লেন। কথিত আছে যে, কালাপাহাড়ের উড়িশ্যা আগমনের পূর্ব্বে বিবিধ দেশে অমঙ্গল চিহ্ন ঘটিতে লাগিল; শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের শিখরদেশ হইতে একখানি বৃহৎ প্রস্তর স্খলিত হইয়া পড়িল এবং যে দিন তিনি পবিত্র ক্ষেত্রের সীমার মধ্যে পদা-র্পণ করিলেন, সেই দিন দিঙ্মণ্ডল ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কালাপাহাড় পাঠান অশ্বারোহী সেনা লইয়া উৎকলরাজ মুকুন্দ দেবকে যাজপুর সন্নিধানে যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন এবং তাঁহাকে নির্ব্বা-সিত করিয়া দিয়া ১৪৮১ শকে (১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে) বহুকাল প্রসিদ্ধ উড়িশ্যা দেশের স্বাধীন রাজবংশের বিলোপ করিলেন।

মুকুন্দ দেবের সিংহাসনচ্যুত হওনের পর, ক্রমে দুইটি নামমাত্র রাজা রাজ্যাভিষিক্ত হন, কিন্তু তাঁহারা অল্পকাল মধ্যে শত্রুকর্ত্তৃক নিহত হইলে একবিংশতি বৎসর অরাজকাবস্থায় অতিবাহিত হয়। ঐ সময় পাঠানেরা পার্ব্বত্য স্থান ব্যতীত সমুদায় দেশ অধি-কার করিয়া দেবমূর্ত্তি সকল বিনষ্ট করে। মান্দলা পাঁজিতে লিখিত আছে যে, পুরীর সেবকেরা পাঠান-দিগের আক্রমণ বার্ত্তা শ্রবণে শ্রীমূর্ত্তি শকটদ্বারা চিল্কা হ্রদ কূলবর্ত্তী পাড়িকুদ নামক স্থানে আনিয়া বালুকামধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিল। কালাপাহাড়

অনুসন্ধান দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি কোথায় আছেন তদ্বিবরণ জানিতে পারিয়া, উহা উৎখাত করিয়া হস্তীপৃষ্ঠে স্থাপনপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে আনয়ন করিলেন ; তথায় এক প্রজ্বলিত চিতা বহ্নিতে দেবমূর্ত্তি প্রক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিতেছেন, এমন সময় কালাপাহাড়ের হস্ত পাঁদাদি খসিয়া পড়িল ও তিনি বহু ক্লেশ ভোগ করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সম্মুখস্থ এক ব্যক্তি এই সময় শ্রীমূর্ত্তিকে চিতাবহ্নি হইতে গঙ্গাজলে প্রক্ষেপ করিলে, বিসার মাহান্তি নামক এক জন জগন্নাথের ভক্ত ভাসমান অর্দ্ধদগ্ধ শ্রীমূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে কিয়দ্দূর গমন করত বিপক্ষদিগের দৃষ্টি পথের অতীত হইয়া, উহাঁকে উঠাইয়া উহাঁর পবিত্র নাভিস্থল বাহির করিয়া লইয়া উড়িশ্যা দেশে প্রত্যানয়ন পূর্ব্বক কুজঙের খণ্ডাইতের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ফেরেস্তা লেখেন যে, স্বাধীন উৎকল রাজবংশের পরাভব হইলে, সোলেমানের পুত্র দাউদ খাঁর অধীন আফগানেরা কিয়ৎ কাল উড়িশ্যা অধিকার করে। কিছু কাল পরে আক্‌বর বাদ্‌শাহ তাহাদিগের অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগের আক্রমণার্থ মোনাইম্ খাঁকে প্রথমত প্রেরণ করিলেন। তদ্দনন্তর খাঁ জাহান আসিয়া ১৫০১ শকে উড়িশ্যা দেশ পাঠানদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন।

৭ম অধ্যায়।

দিল্লীর সম্রাটের অধীন উড়িশ্যা দেশ।

উড়িশ্যার পুরাবৃত্ত লেখকেরা বলেন যে, ২১ বৎসর রাজসিংহাসন শূন্য থাকাতে ঘোরতর অরাজক উপস্থিত হয়। পরে লোকদিগের মন হইতে ক্রমে ভয়াপনোদন হইলে, রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া দেশের শাসন বিষয়ক নানা সদ্যুক্তি করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত দনাই বিদ্যাধরের পুত্র রামচন্দ্র দেবকে ১৫০৩ শকাব্দে গজপতি সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ইনি ভোই বংশ নামক উড়িশ্যার তৃতীয় রাজবংশের আদি পুরুষ। এই বংশীয় রাজারা নাম মাত্র উড়িশ্যার রাজা; ইহাঁরা অত্যল্প রাজশক্তি ধারণ করিতেন।

এই সময়ে আকবর শাহের সেনাপতি সিওয়াই জয় সিংহ সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজকার্য্যানুরোধে উড়িশ্যাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রামচন্দ্র দেবের রাজ্যাভিষেক বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ভুবনেশ্বরের দেবমন্দির নিকর ও ব্রাহ্মণ সমাজ সমূহ ও সমস্ত উৎকল দেশের যাবতীয় ব্যাপারের পবিত্রতা সন্দর্শনে জয় সিংহের মনে এমন এক পরমাশ্চর্য্য শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাব উদ্ভা-

বিত হইয়াছিল যে, তিনি এই দেশের কোন বিষয়ে হস্ত নিক্ষেপ না করিয়া রাজকরে সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া যান। এই সময়ে মেদিনীপুর সহর উড়িশ্যার উত্তর সীমা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল।

রামচন্দ্র দেব রাজা হইয়া শ্রীজগন্নাথের পুনরভিষেক জন্য যত্নশীল হইলেন। পূর্ব্বতন শ্রীমূর্ত্তির দগ্ধাবশেষের পবিত্রাংশ কুজঙ্গ হইতে আনয়ন করিয়া, শাস্ত্রোক্ত বিবিধ লক্ষণযুক্ত একটী দারু আনাইয়া শ্রীমূর্ত্তি পুনর্নির্ম্মাণ করাইলেন এবং জগন্নাথ দেবের অর্চ্চনা, ভোগ, বৃত্তি ও পর্ব্বাহ প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ সমারোহে প্রবর্ত্তিত করাইলেন। এই ঘটনার স্মরণার্থ কতিপয় নূতন শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু অনতিবিলম্বে গোলকন্দার মুসলমান রাজাকর্ত্তৃক উৎকলরাজ পরাভূত হইলে শ্রীজগন্নাথের উপাসনা কিয়ৎ কালের জন্য পুনর্ব্বার স্থগিত হইয়াছিল।

১৫০৫ শকে দিল্লীর সম্রাটের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান তোরলমল এই প্রদেশ তক্‌শিম (বিভক্ত) জমা ও তন্‌খা (নিয়মিত খরচ) রক্‌মি (লিখিত) বন্দোবস্তের অন্তর্গত করিবার জন্য স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন। তিনি জলেশ্বর, ভদ্রক ও কটক এই তিন সরকারের (জেলার) বন্দোবস্ত করিয়া ক্ষান্ত হন। এই সময় হইতে বারদন্তী (বার হাত) পদিকার ব্যবহার আরম্ভ হয়। উড়িশ্যার গ্রন্থ সকলে লিখিত আছে

যে, তোরলমল উৎকল রাজার যথেষ্ট সমাদর এবং শ্রীজগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি, মন্দির ও সেবার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার কার্য্যের দ্বারা তদ্বিপরীত ভাব প্রকাশ পাইতেছে; কারণ তিনি গজপতি রাজার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া তাঁহার অধিকারের বহুলাংশ সাম্রাজ্যের তুমার (ফর্দ্দ বা বহি) জমার অন্তর্গত করিয়া লইয়াছিলেন। মোগল সম্রাটের অধীন উড়িশ্যা সুবার সম্পূর্ণ রূপ বন্দোবস্ত ১৫১৫ শকে (৯৯৯ আম্লি বর্ষে) সমাপ্ত হইলে, সম্রাটের বাঙ্গালাস্থ প্রতিনিধি সুবিখ্যাত রাজা কেনোর মানসিংহ বাদশাহের অনুমতিক্রমে ঐ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন।

সেই সময় কতুলু খাঁর অধীন পাঠানেরা রাজ্যের অধিকাংশ আপনাদিগের অধিকারস্থ করিয়া তথায় নানাবিধ অত্যাচার করিতেছিল। এ দিকে উৎকল-রাজ রামচন্দ্র দেবের সহিত তেলেঙ্গা মুকুন্দ দেবের পুত্রদ্বয়ের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। রাজা মানসিংহ পাঠানদিগের দমনার্থ উড়িশ্যা দেশে সসৈন্যে সমাগত হন; কতুলু খাঁর চরম দশা কি হইল তাহা নিশ্চয় জানা যায় নাই। রাজা মানসিংহ সিংহাসন অধিকার বিষয়ে ঘোরতর বিবাদ দেখিয়া, উৎকল দেশ রাজা রামচন্দ্র দেব ও মুকুন্দ দেবের পুত্রদ্বয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়াই উপযুক্ত

বোধ করিলেন। রামচন্দ্র দেব খোর্দ্দা, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র ও অপর কতিপয় মহল নিষ্কর পাইলেন এবং পূর্ব্ববৎ মহারাজ উপাধি ধারণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন, আর মহানদীর দক্ষিণস্থ বর্ত্তমান কটক বিভাগের অন্তর্গত করদ মহল ও গুমসহর প্রভৃতি কতিপয় স্থানের প্রভুত্ব ও কর আদায়ের অধিকার লাভ করিলেন। মুকুন্দ দেবের পুত্রদ্বয় কেল্লা আল ও সারণ গড় প্রাপ্ত হইলেন। উভয়েই রাজোচিত সম্মান সহকারে উড়িশ্যার নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেল্লা জাতের উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন।

উড়িশ্যার সর্ব্বসাধারণের সম্মতিক্রমে খোর্দ্দার রাজা রাজাধিরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকেন, এবং মানসিংহের বিভাগানুসারে তিনি দেশের উৎকৃষ্টাংশ প্রাপ্ত হন; বিশেষত মানসিংহ তাঁহাকে পুরীর আধিপত্য প্রদান দ্বারা নিঃসংশয় তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি খোর্দ্দার রাজারা এই দেশের ব্যক্তিদিগকে যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা করিয়া সম্মান প্রদান করিয়া থাকেন এবং কোন কোন স্থানে খোর্দ্দার রাজার অঙ্ক (সিংহাসনারোহণ হইতে বর্ষগণনা) উৎকল ভাষায় লিখিত তালে (সম্পাত্তিঘটিত লিপিতে) ব্যবহৃত হয়, ও সেই লিপিতে রাজার উপাধি অনঙ্গভীম দেবের সময়ে যেরূপ লিখিত হইত, অদ্যাপি সেই রূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র দেব ২৯ বর্ষ রাজোচিত সম্মান সম্ভোগ করেন, এবং তাঁহার নাম উৎকল বাসীদিগের মধ্যে সাদরে অনুস্মৃত হইয়া থাকে। এই কালাবধি উড়িশ্যার ইতিহাস সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে দেখা যায়। রামচন্দ্র-দেবের পর অবধি খোর্দ্দার রাজাদিগের নাম ও রাজ্যাভিষেকসময় পর্য্যায়ক্রমে লিখিত হইল। ইহাঁরা নাম মাত্র রাজা ছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র দেব	১৫০৩	শকে	রাজ্যাভিষিক্ত	হন।
শ্রীপুরুষোত্তম দেব	১৫৩২	,,	,,	,,
শ্রীনরসিংহ দেব	১৫৫৩	,,	,,	,,
শ্রীগঙ্গাধর দেব	১৫৭৮	,,	,,	,,
শ্রীবলভদ্র দেব	১৫৭৯	,,	,,	,,
শ্রীমুকুন্দ দেব	১৫৮৭	,,	,,	,,
শ্রীদিব্যসিংহ দেব	১৬১৫	,,	,,	,,
শ্রীহরেকৃষ্ণ দেব	১৬৩৮	,,	,,	,,
শ্রীগোপীনাথ দেব	১৬৪৩	,,	,,	,,
শ্রীরামচন্দ্র দেব	১৬৫০	,,	,,	,,
শ্রীবীরকিশোর দেব	১৬৬৬	,,	,,	,,
শ্রীদিব্যসিংহ দেব	১৭০৯	,,	,,	,,
শ্রীমুকুন্দ দেব	১৭২১	,,	,,	,,

মানসিংহের উড়িশ্যা ত্যাগ করিয়া গমন কালাবধি, নবাব জাফর খাঁ নসিরির দেওয়ানির সময় (১৫২৭ শক হইতে ১৬৪৮ শক) পর্য্যন্ত কতিপয় ঘট-

নার সংক্ষেপ বিবরণ পারস্য ইতিহাসাদি গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মধ্যে কোন টী এস্থলে উল্লেখের যোগ্য নয়। এই শতাব্দীর মধ্যে দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক বিবিধ নূতন বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত ও পদমর্য্যাদাদি সংস্থাপিত হওয়াতে, এই দেশের ভবিষ্যৎ অবস্থার কতকগুলি স্থিরতর পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

জাফর খাঁ নসিরির দেওয়ানী পদে নিয়োগের পর অবধি মুসলমান ও মহারাষ্ট্রীয় শাসন সম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ পারস্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়; বিশেষত গ্লাডউইন্ ও ষ্টুয়ার্ট সাহেবদ্বয়ের বাঙ্গলার ইতিহাসে এই সকল বিবরণ বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে; এজন্য এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

মুসলমানদিগের শাসনকালের প্রারম্ভেই নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহ ও অন্তর্ব্বিবাদে উড়িশ্যার দক্ষিণাংশে বিবিধ অমঙ্গল সংঘটিত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী মুসলমানেরা শ্রীজগন্নাথের উপাসকদিগের প্রতিকুলাচরণে কোনমতে নিবৃত্ত হইল না। এজন্য মধ্যে মধ্যে উভয় পক্ষে অনেক শোণিতবাহী যুদ্ধ হইতে লাগিল। অবশেষে হিন্দু রাজগণ মুসলমানদিগের পরাক্রমে পরাস্ত হইলেন। উৎকলরাজ প্রথমে পিপ্পলীতে আপনার আবাস স্থান

নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন, পরে রতনপুর নামক স্থানে পলায়ন করেন, অবশেষে খোর্দ্দার দুর্গম স্থান মধ্যে দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বসতি করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বোক্ত বিগ্রহের সময় শ্রীজগন্নাথের মূর্ত্তি তিনবার মন্দির হইতে নীত হইয়া চিল্কা হ্রদের দক্ষিণস্থ পর্ব্বত মধ্যে গুপ্তভাবে রক্ষিত এবং শত্রু-ভয় নিবারণ হইবামাত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্র মধ্যে প্রত্যানীত হইয়া পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদিগের ধর্ম্ম বিদ্বেষ অপেক্ষা স্বার্থপরতা ও ধনলিপ্সা প্রবল হওয়াতে তাহারা শ্রীজগন্নাথ-দর্শনার্থী যাত্রিকদিগের উপর কর সংস্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হইল। তাহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি আর কোন প্রকার অত্যাচার বা উপদ্রব করিত না। একখানি পারস্য গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই করদ্বারা বার্ষিক নয় লক্ষ মুদ্রা রাজকোষে সংগৃহীত হইত। কিন্তু ইহাতেও সমস্ত দেশে শান্তি স্থাপিত হইল না। বাঙ্গলা হইতে নির্ব্বাসিত পাঠানেরা মধ্যে মধ্যে কটকে বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে লাগিল; উহারা ১৫৩৪ শকে কতুলু খাঁর পুত্র ওসমান খাঁর অধীন পাঠানদিগের সহকারে মোগল সম্রাটের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিল; কিন্তু তাহারা বাঙ্গলার সুবা-দারের প্রেরিত সুজায়েত খাঁ কর্ত্তৃক সুবর্ণরেখা নদী-

কূলে যুদ্ধে পরাস্ত এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেকে নিহত হওয়াতে, অগত্যা অধীনতা স্বীকার করিয়া প্রশান্তভাবে ঐ দেশের প্রধান প্রধান নগর সকলে বসতি করিতে লাগিল। ইদানীন্তন উৎকলবাসী-দিগের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয়, ঐ মুসলমানেরা পাঠান নামে বিখ্যাত।

এ দিকে রাজবারা অঞ্চলের রাজারা আপনার অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বা খণ্ডাইতদিগের সহিত বিবিধ কারণ বশত সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিলেন; কতিপয় খণ্ডাইতি পূর্ব্বের রাজাদিগের অধিকারচ্যুত হইয়া পড়িল এবং অবশেষে সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য খোর্দ্দার রাজার অধীন হইল।

জাফর খাঁ নসিরির শাসন সময় এই দেশের অবস্থা উত্তম ছিল না, এবং তৎকৃত কোন নিয়ম বা কার্য্য এ দেশের মঙ্গলদায়ক হয় নাই। গ্লাডইয়িন সাহেবের বাঙ্গলার ইতিহাসে লিখিত আছে যে, জাফর খাঁ যৎকালে দেওয়ান ছিলেন, তৎকালে তিনি দিল্লীশ্বরের নিকট এই বলিয়া লিখিয়া পাঠান যে, উড়িশ্যার ভূমির মূল্য অল্প ও তাহার রাজস্ব আদায়ে বহু ক্লেশ হয়; অতএব বাঙ্গলার মুন্সবদারদিগের জায়গীর বাঙ্গলায় না দিয়া উড়িশ্যাতে দিলে অনেক লাভ হইতে পারে। দিল্লীশ্বর এই প্রস্তাবের অনুমোদন

করিয়া বাঙ্গলার জায়গীর সকলের পরিবর্ত্তে উড়িশ্যার অনেক ভূমি অর্পণ করিলেন।

বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িশ্যা এই তিন সুবার নাজিম সুজাউদ্দীন মহম্মদের নায়েব তকি খাঁর সময় উড়িশ্যা প্রদেশ পূর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হইয়াছিল। জলেশ্বর সরকারের অন্তর্গত প্রদেশ সমূহের মধ্যে যে সকল স্থান তমলুক, মেদিনীপুর এবং সুবর্ণরেখার মধ্যবর্ত্তী, তাহার মধ্যে উক্ত নদী-তটস্থ কতিপয় স্থান ভিন্ন সমস্ত প্রদেশ বাঙ্গলার সুবার অন্তর্গত হয়।

এ দিকে বাঙ্গলার নবাব বল বা কৌশল দ্বারা তিকৃলি রঘুনাথপুর ও চিল্কা হ্রদের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ অধিকার করেন; এতদ্দ্বারা খোর্দ্দার রাজার অধিকার ও রাজস্বের অতিশয় লাঘব হইয়া পড়িল। পরে বাঙ্গলার নবাবের সহিত খোর্দ্দার রাজা রামচন্দ্র দেবের যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে, রামচন্দ্র যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কটকে বন্দীকৃত হইয়া নীত হইলেন। মুসলমানেরা কিছুকালের জন্য খোর্দ্দা অধিকার করিয়া তথাকার দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিদিগের দমনার্থ বাইশটী থানা স্থাপন করিল। কিন্তু রামচন্দ্রের মৃত্যুর পরেই দিল্লীর সম্রাটের অনুমতিক্রমে ঐ সকল থানা রহিত হয় এবং মৃত রাজার পুত্র বীরকিশোর দেব পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হন।

যৎকালে সুবিখ্যাত দৃঢ়চেতা আলিবর্দ্দী খাঁ মহাবত জঙ্গ বলপূর্ব্বক বাঙ্গলা অধিকার করিলেন, তখন মুরশদ কুলি খাঁ নামক এক ব্যক্তি উড়িশ্যার শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত ছিলেন; আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে পদচ্যুত করণের অনুজ্ঞা করাতে, এই দুই জনে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সেই সময় উৎকলাধিপতি বীর কিশোর মুরশদের পক্ষাবলম্বন করিলেন। তাঁহার সাহায্য পাইয়া মুরশদের জামাতা বকর খাঁ অনেক কাল পর্য্যন্ত আলিবর্দ্দীর বিরুদ্ধাচরণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এক্ষণে উড়িশ্যা দেশের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট বিপদ সমাগত হইল। ১৬৬৫ শকে বিরার দেশীয় মহারাষ্ট্রীয়েরা উড়িশ্যার প্রতিকুলাচরণের কতিপয় লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া তৎপর বর্ষে অর্থাৎ ১৬৬৬ শকাব্দে (১১৫০ আম্‌লি) ফাল্গুন মাসে চৌথ আদায়ের উপলক্ষে বহুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভাস্কর পণ্ডিত, আলি সাহা এবং অন্যান্য সরদারের অধীনে উড়িশ্যায় আসিয়া উপনীত হইল। উড়িশ্যার মধ্যে এখন এমন সৈন্য ছিল না যে, তাহাদিগের প্রতিরোধ করে, সুতরাং তাহারা নানাবিধ নৃশংসাচরণ পূর্ব্বক অব্যাধে কটক নগরস্থ বারবাটী কেল্লা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ লুঠ করিয়া বাঙ্গলায় আসিয়া উপনীত হয়;

কিন্তু নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ কর্ত্তৃক তথা হইতে বহিষ্কৃত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করে।

তৎপর বৎসর রঘুজী বোঁশলার প্রেরিত অসাধারণ অধ্যবসায়ী পারস্য দেশী হবিবউল্লার সহিত বহুসংখ্যক মহারাষ্ট্রীয় সমাগত হইলে পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় অত্যাচার কাণ্ড পুনর্ব্বার সংঘটিত হয়। বাঙ্গলা শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দী মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রব দমনার্থে বিশেষ রূপে যত্নবান্ হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে অনেকবার যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গলা হইতে বারম্বার দূরীকৃত করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু মেদিনীপুর ও কটকের লোকেরা কোন প্রকারেই এই প্রবল শত্রুর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিল না। অবশেষে ১৬৭৩ শকে (আমলি ১১৫৭) বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িশ্যার নাজিম এবং রঘুজী বোঁশলা ইহাঁদিগের মধ্যে এই নিয়মে সন্ধি স্থাপিত হইল যে, আলিবর্দ্দী উক্ত তিন প্রদেশের চৌথস্বরূপ পূর্ব্বকার বাকি সমেত চব্বিশ লক্ষ টাকা বোঁশলাকে দিবেন।

বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা এই সন্ধির নিয়ম প্রতিপালন না করাতে মহারাষ্ট্রীয়েরা পুনরায় উড়িশ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৬৭৬ শকে নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় রাজা রঘুজীর পুত্র জানোজী বোঁশলা ও হবিবউল্লার অধীন মহারাষ্ট্রীয়েরা আবার উড়িশ্যাদেশ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিল এবং দুই

সৈন্যাধ্যক্ষ আপন আপন সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এই দেশ ভাগ করিয়া লইলেন। পটাশপুর হইতে বারণওয়া পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ পাঠান সৈন্যদিগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ হবিব প্রাপ্ত হইলেন। এই বিভাগের রাজস্বের আয় প্রায় ছয় লক্ষ মুদ্রা ছিল; অপর বারণওয়া হইতে চিল্কা সমীপবর্ত্তী মালুদ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মহারাষ্ট্রীয় সেনানীর অধিকারে রহিল। এই বিভাগের আয় চারি লক্ষ মুদ্রা অবধারিত ছিল। কিয়ৎ কাল পরে হবিবউল্লা গড়পদা নামক স্থানে নিজ শিবিরে বিনষ্ট হইলে, জানোজী বোঁশলা পটাশপুর হইতে মালুদ পর্য্যন্ত সমস্ত উড়িশ্যার অধিপতি হইলেন। জানোজী সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রত্যেক সরদারকে এক এক মহলের শাসনকর্ত্তৃত্বপদ ও কর আদায়ের ভার প্রদান করিলেন।

১৬৭৭ শকে মেদিনীপুর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সকলের ভূম্যধিকারীগণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণে বিব্রত হইয়া, বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা আলিবর্দ্দী খাঁর নিকট এই আবেদন করিয়া পাঠাইলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত চৌথ বন্দোবস্ত করণ জন্য যে টাকা লাগিবে, তাহা আমারা সকলে নির্দ্দিষ্ট জমার অতিরিক্তে দিব। এই প্রস্তাবানুযায়ী আলিবর্দ্দী খাঁ দেশমুখ মসালেউদ্দীনকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের

সহিত সন্ধি সংস্থাপন জন্য সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করিয়া নাগপুরে প্রেরণ করিলেন। তিনি তথায় এই নিয়মে সন্ধি স্থাপন করিয়া আসেন যে, বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িশ্যা এই তিন সুবার চৌথ বার্ষিক বার লক্ষ টাকা মহারাষ্ট্রীয় রাজা যথানিয়মে পাইবেন; উড়িশ্যার সুবা অর্থাৎ পটাশপুর হইতে মালুদ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তার নিযুক্ত এক জন সুবাদার কর্ত্তৃক শাসিত হইবে; ঐ সুবাদার ঐ সুবার ব্যয়ের অতিরিক্ত রাজস্ব অর্থাৎ ন্যূনাতিরিক্ত চারি লক্ষ মুদ্রা কটকস্থ মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীর হস্তে বর্ষে বর্ষে সমর্পণ করিবেন; অবশিষ্ট আট লক্ষ টাকা বাঙ্গলা ও পাটনা হইতে হুণ্ডিদ্বারা প্রেরিত হইবে এবং মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য অবিলম্বে কটক পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। এই সন্ধির পর রাজা জানোজী উড়িশ্যা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। মহম্মদ মসালেউদ্দীন নবাবের সুবাদার (প্রতিনিধি) পদে নিযুক্ত হইলেন এবং অঙ্গীকৃত চৌথ আদায় জন্য শিব ভট্ট সাঁতরা নামে এক জন সুপ্রসিদ্ধ বণিক্ মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী স্বরূপ কটকে নিযুক্ত হইলেন।

মসালে উদ্দীন সন্ধির নিয়ম প্রতি পালন জন্য যত্নবান ছিলেন, কিন্তু এক বৎসর অঙ্গীকৃত চৌথ দিয়া তিনি দেখিলেন যে, আর ঐ রূপ অঙ্গীকার প্রতি-পালন করা অতি দুরূহ, অতএব তিনি মুরশিদা-

বাদের নবাবের নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, উড়িশ্যার রাজস্ব হ্রাস হইয়া আসিয়াছে এবং খাণ্ডা-ইত রাজাদিগের দমনার্থ বিপুল সৈন্য না রাখিলে কোন প্রকারেই দেশ প্রশান্ত থাকে না, অতএব মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট আর অঙ্গীকার প্রতিপালন করা আমার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। আলিবর্দ্দী খাঁ এই কথার সদ্‌যুক্তিকতা বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার অঙ্গীকৃত অর্থদানের পরিবর্ত্তে নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় রাজাকে উড়িশ্যার শাসনভার প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। জানোজী এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে উড়িশ্যার সুবায় এই কাল (শকাব্দ ১৬৭৯—খৃষ্টাব্দ ১৭৫৬) হইতে বিরার দেশীয় মহারাষ্ট্রীয়দিগের একাধিপত্য সংস্থাপিত হইল।

৮ম অধ্যায়।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের শাসনকাল।

উড়িশ্যার ইতিহাসের এই অধ্যায় উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হওন জন্য নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় রাজ-পরিবারের সংক্ষেপ বিবরণ লেখা যাইতেছে।

রঘুজী নামক মহারাষ্ট্রীয়দিগের এক জন সুবি-খ্যাত সেনানী একটি দস্যু দলপতির পদ হইতে ক্রমে স্বীয় ক্ষমতাদ্বারা অনেক দেশ অধিকার করিয়া রাজোচিত সম্ভ্রম প্রাপ্ত ও নাগপুরের ভোঁশ্‌লা নামক রাজপরিবারের আদিপুরুষরূপে পরিগণিত হন। নর্ম্মদা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের যে অংশ অজন্তা পর্ব্বতশ্রেণী হইতে পূর্ব্বস্থ সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত তৎসমুদয়ের উপর ক্রমে তাঁহার আধিপত্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। তিনি জানোজী, শাবাজী, মাধোজী ও বিম্বাজী নামে চারি পুত্র রাখিয়া ১৬৭৮ শকে পরলোক গমন করেন। তাহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ জানোজী নাগপুরের রাজাসনে অভি-ষিক্ত হন। পূর্ব্বাধ্যায়ে ইহাঁরই উল্লেখ করা গিয়াছে। জানোজী ১৬৯৫ শকে মৃত্যুকালে তাঁহার ভ্রাতা মাধোজীর পুত্র রঘুজীকে আপন উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া যান; কিন্তু জানোজীর মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা শাবাজী বলপূর্ব্বক রাজ্যাধিকার করেন;

তদনন্তর ১৬৯৮ শকে শাবাজী তাহার ভ্রাতা মাধোজী কর্ত্তৃক নিহত হইলে রঘুজী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, ও তৎপিতা মাধোজী তাঁহার প্রতিনিধির স্বরূপ কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। মাধোজী ১৭১১ শকে লোকান্তর গমন করিলে রঘুজী তদবধি ১৭৩৯ শকাব্দ পর্য্যন্ত স্বয়ং রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার সময়ে দেবগ্রামের সন্ধির নিয়মানুসারে উড়িশ্যা দেশ ইংরেজদিগের হস্তগত হয়।

উড়িশ্যাতে মহারাষ্ট্রীয় দিগের শাসন ঐ দেশের সমৃদ্ধি বা অভ্যুদয়ের পক্ষে বিশেষ বিঘ্নকর হইয়া উঠিল; ঐ জাতির অপর বৈদেশিক অধিকার সকলে যেমন তন্ত্রবিপর্য্যয়, বিশৃঙ্খলতা, লোভপরতন্ত্রতা নৃশংসাচার ও ঔদ্ধত্য দৃষ্ট হইত এখানেও সেইরূপ হইতে লাগিল; এই অবস্থাতে সমাজসংস্থান এককালে বিনষ্ট না হইয়া কি রূপে রক্ষিত হইয়াছিল তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। এইদেশের সুবাদারী দেওয়ানী ও কটকস্থ বার বাটী দুর্গের কেল্লাদারী প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত পদ নাগপুরের রাজ সভায় প্রকাশ্যরূপে বিক্রীত হইত। কখন কখন এরূপ ও ঘটিত যে, পূর্ব্বপদবীস্থ ব্যক্তি তৎপদাভিষিক্ত নূতন কর্ম্মচারী সমাগত হইলেও তাঁহার হস্তে স্বীয় পদের ভার সহজে সমর্পণ না করিয়া, রাজাজ্ঞার প্রতিকূলে স্বীয় পদ রাখিবার চেষ্টা পাইত; এজন্য মধ্যে

মধ্যে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে দেশে নানাপ্রকার অমঙ্গল ঘটিত। এদিকে মহারাষ্ট্রীয় রাজার অতিরিক্ত কর আদায়ের অনুজ্ঞা প্রতিপালন জন্য এবং সুবাদার প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগের পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত যুদ্ধাদিতে যে অর্থ ব্যয় হইত তাহার ক্ষতি পূরণার্থ প্রজাদিগের নিকট বেশী রাজস্ব আদায়ের বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইত। কিন্তু যে পরিমাণে কৃষীবল দিগের উপর অত্যাচার হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে রাজকর্ম্মচারিদিগের লাভের পথ অবরুদ্ধ ও নিঃশেষিত হইয়া আসিতে লাগিল। দেশের নানাস্থানে বহুল সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া ও মহারাষ্ট্রীয়েরা খণ্ডাইত জমিদার দিগকে ও তদধীন পাইক দিগকে দমন করিয়া রাখিতে সমর্থ হইলেন না। পার্ব্বতীয় ও সমুদ্রকুলবর্ত্তী রাজবারার খণ্ডাইতেরা আপনাদিগের অধিকারের নিকটস্থ মোগলবন্দীর পরগনা সমূহের উপর কর স্থাপন করিলেন এবং তাঁহাদিগের অধীন পাইকেরা দলবদ্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে কটক নগর পর্য্যন্ত আসিয়া প্রজাদিগের উপর নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করিল। এই সকল উপদ্রব নিবারণার্থ প্রতিবৎসর বর্ষাতীত হইলেই, মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ রাজবারা অঞ্চলে যুদ্ধার্থ গমন করিত এবং কখনবা খণ্ডাইতদিগকে পরাস্ত করিয়া কৃতকার্য্য হইত, আবার কখনবা

তাহাদিগের দ্বারা পরাজিত হইয়া অগত্যা প্রত্যাগমন করিত; এতদ্দ্বারা যে অপরিসীম অমঙ্গল ঘটিতে লাগিল তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতে হইলে গ্রন্থ বাহুল্য হইয়া উঠে; দেশের মধ্যদিয়া নিয়ম বিবর্জ্জিত, নিরঙ্কুশ মহারাষ্ট্রীয় সেনার বারম্বার গমনাগমন একটী সামান্য অমঙ্গলকর বিষয় নয়। এই অবস্থায় কয়েক বর্ষ অতিবাহিত হইল; পরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রাজত্ব অবসানের প্রাক্কালে, রাজারাম পণ্ডিতের সুদীর্ঘ শাসন সময়ে, এই সকল অশুভ ব্যাপার কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত হয়াছিল। তাঁহার নিয়ম সকলের দ্বারা প্রজাপুঞ্জ কথঞ্চিৎরূপে রক্ষা প্রাপ্ত হইল বটে, কিন্তু মোগলবন্দীর তালুকদারবর্গ তৎকৃত নিয়মানুসারে কর আদায়ের ভার হইতে মুক্ত ও অধিকারচ্যুত হওয়াতে দেশের বহু সংখ্যক লোক এককালে অবসন্ন ও নিরন্ন হইয়া পড়ে।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের শাসন সময়ের ইতিহাস যথাবৎ বর্ণনা করা অতিসুদূরপরাহত। তাহাদিগের রাজার প্রতিনিধি অর্থাৎ উড়িশ্যার শাসন কর্ত্তাদিগের নাম যথাক্রমে প্রাপ্ত হওয়াও দুরূহ; যেহেতু পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে কোন কোন সুবাদার রাজকীয় ইচ্ছার প্রতিকূলে আপনার পদ ও ক্ষমতা ধারণ করিয়াছিলেন। এই অধ্যায়ে

কেবল সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্ত্তাদিগের নাম পর্য্যায়ক্রমে লিখিত এবং তাহাদিগের সময়ের কতিপয় প্রসিদ্ধ ঘটনা বিবৃত হইবে। অতি ক্ষমতাবন্ত ও পরাক্রমশালী শিবভট্টসাঁতরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রথম শাসনকর্ত্তা হন। ইনি শকাব্দের ১৬৭৯ হইতে ১৮৮৭ পর্য্যন্ত সুবাদারী পদ ধারণ করেন, কিন্তু কেবল ৪ বৎসর সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি নবাধিকৃত সমস্ত দেশের রাজস্বের বন্দোবস্ত করিয়া ১৮০০০০০ (আঠার লক্ষ) আরকটী মুদ্রা জমা স্থির করিয়াছিলেন ; তাহার মধ্যে ১৪০০০০০ (চৌদ্দ লক্ষ মুদ্রা) বন্দোবস্তী মুলুকের ভূমির কর বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল এবং অবশিষ্ট ৪০০০০০ (চারি লক্ষ মুদ্রা) ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শুল্কের দ্বারা আদায় হইত।

শিবভট্টের সুবাদারীর সময় খোর্দ্দার রাজার অধিকার আরো কম হইয়া পড়িল। ১৬৮৩ শকে খেম্‌দির * ভূম্যধিকারী উৎকলের গজপতিরাজ বংশোদ্ভব নারায়ণদেব, আপনাকে উড়িশ্যার সিংহা-

* উড়িশ্যার দক্ষিণাঞ্চলে খেম্‌দি নামে একটি করদ রাজ্য আছে, তাহার রাজধানী খেম্‌দি নগর, উহা সিকাকোলের ঈশান কোণে ২৫ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। এখানকার রাজবংশ উৎকল দেশের গজপাত রাজবংশের একটি শাখা, এই বংশটিও গজপতিরাজ উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন।

সনের প্রকৃত অধিকারী বলিয়া বানপুরের পথ দিয়া আসিয়া ঐ দেশ আক্রমণ করিলেন। খোর্দ্দার রাজা বীরকিশোরদেব তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে না পারিয়া পলায়ন পরায়ণ হইলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বিপুল অর্থ লাভের আশায় বীরকিশোরের সাহায্যে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অবিলম্বে নারায়ণদেবের সৈন্য সকল দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। বীর কিশোর দেব স্বাধিকারে পুনঃস্থাপিত হইয়া, মহারাষ্ট্রীয়দিগকে অঙ্গীকৃত টাকা প্রদানে অক্ষম হওয়াতে, ঐ টাকা আদায়ের জন্য তাঁহার রাজ্যের উৎকৃষ্টাংশ অর্থাৎ লিম্বাই, রাহঙ্গ, পুরুষোত্তমক্ষেত্র প্রভৃতি কতিপয় স্থান কিঞ্চিৎকালের জন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এতদ্দ্বারা দয়া নদী, চিল্কা হ্রদ ও সাগর মধ্যস্থিত সমস্ত দেশ এবং খোর্দ্দার রাজার অধীন চতুর্দ্দশটি করদ খণ্ডাইতী তাহার অধিকার চ্যুত হইয়া পড়িল। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই সকল প্রদেশের রাজস্ব আদায় জন্য আপনাদিগের লোক নিয়োগ করিবার ক্ষমতা পাইলেন। এইরূপে ঐ সকল স্থানের অধিকার একবার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা আর তাহা ত্যাগ করিলেন না। কিন্তু এতদ্দ্বারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের

সবিশেষ লাভ হইল না; কারণ এই সকল প্রদেশ বল পূর্ব্বক অধিকার করণ জন্য তাঁহাদিগকে অবিশ্রান্তরূপে খোর্দ্দার রাজার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইত; বিশেষত রাজবারার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদিগের নিকট কর আদায়ের উদ্যোগ করাতে প্রতিবৎসর তাঁহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইত। এই সকল যুদ্ধে কেবল বিপুল শোণিতপাত ও অর্থ ব্যয় হইত এমন নয়, মধ্যে মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাস্ত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে হইত।

১৬৮৭ শকে নাগপুরের মহারাষ্ট্রীয় রাজার সম্মতিক্রমে চিম্নাসাহু এবং আদিপুরগোস্বামী শিবভট্টকে সুবাদারের পদ হইতে চ্যুত করিয়া আপনারা কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত এই দেশ শাসন করিতে লাগিলেন; অবশেষে ভবানী কালিয়া পণ্ডিত নাগপুর হইতে সুবাদারী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া আসিলেন। কিন্তু শিবভট্ট পূর্ব্ব রাজবারার রাজাদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া বহুকাল আহবানল প্রজ্বলিত করিয়া রাখিলেন। এই সকল বিদ্রোহ নিবারণ জন্য চতুর্দ্দিক হইতে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য আসিয়া নিয়তই দেশের মধ্যে দিয়া গমনাগমন করিতে লাগিল। এদিগে উড়িশ্যার রাজাদিগের পাইকেরা দলবদ্ধ হইয়া নানা প্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল, প্রজাপুঞ্জের ক্লেশের আর সীমা রহিল না, বিশেষত

হরিশপুর, ঝঙ্কর, দেবগাঁ প্রভৃতি পরগনা সকল অতিশয় প্রপীড়িত হইল।

১৬৯১ শকে ভবানীপণ্ডিত নাগপুরে প্রত্যাগমনের আদেশ পাইলেন এবং সন্তজী গণেশ তৎপদে নিযুক্ত হইলেন। ইনি প্রজাদিগের উপর অনেক নূতন কর ধার্য্য করিলেন এবং আয়মা, মিলক্, খারিজি, মনাজিব, প্রভৃতি নানা প্রকার নিষ্কর ভূমি সকলের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান করিয়া তাহার অধিকাংশ বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন; এজন্য তৎকৃত বন্দোবস্ত স্মৃতিপথে উদিত হইলে প্রজাপুঞ্জ অপরি-মেয় মনোবেদনা পাইয়া থাকে। যে সকল নিষ্কর বাহাল রহিল তাহাও সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন সৈন্য দলের হস্তে তনখা স্বরূপ প্রদত্ত হইল।

দুই বৎসর পরে বাবজী নায়ক নামে এক ব্যক্তি মহাজন সুবাদারি পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু সন্তজী তাহার হস্তে স্বীয় ক্ষমতা সমর্পণ না করিয়া বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৬৯৪ শকে বাবজী স্বীয় পদে স্থিরতররূপে অধিষ্ঠিত হইলেন।

১৬৯২—৯৩ শকে (১১৭৬ বঙ্গাব্দে) একটি দুঃখ-জনক দুর্ভিক্ষে সমস্ত দেশ প্রপীড়িত হইয়াছিল; টাকায় দুই সের তণ্ডুল প্রাপ্ত হওয়া দুরূহ হইয়া উঠিল, এবং সহস্র সহস্র প্রাণী বিনষ্ট হইয়া গেল। এই

সময়ে আবার সৈন্যের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে অশেষবিধ অমঙ্গল উপস্থিত হইল। এই দুর্দৈব ছেয়াত্তরের মন্বন্তর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

শাবাজী ভোঁশলা নাগপুরের রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া মাধোজী হরি নামক এক ব্যক্তিকে কটকের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইলেন; ইনি এখানে আসিয়াই বাবাজীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং অনন্যমনা হইয়া রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টায় নিযুক্ত হইলেন। এমন সময় মাধোজী ভোঁশলা নাগপুরের অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজা রঘুজীর প্রতিনিধি হইয়া রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াই মাধোজীহরিকে পদচ্যুত করিলেন। এবং বাবজী নায়ককে পুনর্ব্বার সুবাদারী সনন্দ দিয়া কারামুক্ত করিলেন। কিন্তু বাবজীর বিপক্ষেরা নানা প্রকার চক্রান্ত করিয়া তাঁহার নিয়োগের সনন্দ রহিত করাতে, মাধোজী হরি আপন পদ ধারণ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

১৬৯৯ শকে দৈব বিড়ম্বনা প্রযুক্ত পুনরায় ফসলের বিঘ্ন ঘটায় দেশ উচ্ছিন্ন হইয়াছিল। কটকে দশ পণ কড়ি দিয়া এক সের তণ্ডুল পাওয়া দুরূহ হইল। মফঃসলে ধান্য আরো দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে দেশের দুর্দ্দশা এত অধিক হইল যে সেই বৎসর মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সাত লক্ষ টাকা রাজস্ব ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

রাজারাম নামক এক ব্যক্তি বহুকালাবধি সুবাদারের নায়েব ছিলেন এবং মফঃসলের সকল কার্য্য ও বন্দোবস্ত প্রধানত তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে হইয়াছিল; ইনি এক্ষণে (শকাব্দ ১৭০১) উড়িশ্যার শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার চরিত্র, কর্ম্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রযুক্ত তাঁহার শাসনে সকলের শ্রদ্ধা জন্মিল। রাজারাম বংশানুক্রমিক চৌধুরী ও কানুনগোই অর্থাৎ মোগলবন্দীর তালুকদারদিগের রহিত করিয়া সরকারের লোক নিয়োগ দ্বারা রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনাদিগের ক্ষমতা ও অধিকার বিস্তার করণের একটি সুযোগ পাইল। খোর্দ্দার রাজা বীরকিশোর দেব ৪১ বৎসর রাজ্য করণানন্তর ঘোরউন্মাদগ্রস্ত হইয়া নানা প্রকার নৃশংসাচরণ করিতে লাগিলেন, এমন কি, তিনি স্বীয় চারিটি সন্তানের প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্ত্তা এই সকল বিষয় অবগত হইয়া বীরকিশোরকে কারারুদ্ধ করিলেন; তদনন্তর তাঁহার পুত্র দিব্যসিংহকে বার্ষিক দশ সহস্র সিক্কা টাকা কর প্রদানের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া উত্তরাধিকারী করিলেন। কিন্তু এই কর দ্বারা যে লাভ হইত, তাহা অপেক্ষা তদাদায়ের ব্যয় অতিরিক্ত হইত; কারণ খোর্দ্দার রাজা বল প্রয়োগ

ব্যতীত কখনই আপনার দেয় কর প্রদান করিতেন না ; পক্ষান্তরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পদাতিক সৈন্য এত হীনবল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিয়াছিল যে, খোর্দ্দার পাইকেরা যদিও এক্ষণে পরাক্রম বিহীন হইয়াছিল তথাপি তাহারা মহারাষ্ট্রীয় পদাতিকদিগের সমকক্ষ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত।

ইংরেজেরা বহুকালাবধি দিল্লীর সম্রাটের অনুগ্রহে বালেশ্বর বন্দরে বাণিজ্য করণের অধিকার পাইয়া, ক্রমে তাঁহারা বাঙ্গলা প্রভৃতি অনেক দেশের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রথম বাণিজ্য স্থানে তাঁহারা এ পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই। মহারাষ্ট্রীয় রাজা জানোজীর সময়ে কটক প্রদেশ পাইবার জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বিবিধ উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কটক প্রদেশের কিয়দংশ মাধোজীর নিকট হইতে খাজানা করিয়া লইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাও বিফল হয়। অবশেষে কাল সহকারে সৌভাগ্যক্রমে ইংরেজেরা সহজেই সমস্ত উড়িশ্যাদেশের অধিপতি হইলেন।

১৭০২ শকে (১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে) মাধোজী ভোঁশলা ইংরেজদিগের বর্দ্ধনশীল ক্ষমতা হ্রাস করণাভিপ্রায়ে দক্ষিণাত্যের নাজিম ও মহীশূরের রাজা হায়দর-

আলির সহিত সম্মিলিত হইয়া বাঙ্গলা আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়ার সহিত গড়ামণ্ডল প্রদেশ লইয়া বিরার মহারাষ্ট্রীয় রাজের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে ইংরেজেরা পেশোয়ার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, এই জন্য মাধোজী বাঙ্গলা আক্রমণে আগ্রহ হন। কিন্তু ইংরেজেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাদিগের আক্রমণ নিবারণ করিলেন। হায়দর আলির বিপক্ষে বাঙ্গলা হইতে যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহার সেনানী কর্ণেল পিয়ার্শ সাহেব, মাধোজীর সৈন্যাধ্যক্ষ রাজারামপণ্ডিতের সহিত সন্ধি * সংস্থাপন করাতে, বাঙ্গলা আক্রমণার্থে যে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা ইংরেজদিগের সাহায্যে হায়দরের বিপক্ষে প্রেরিত হইল। এই সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরেজেরা মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক এক লক্ষ টাকা প্রদানে স্বীকৃত হন।

উড়িশ্যার পুস্তকাদিতে এই ঘটনা ভিন্নরূপে বর্ণিত আছে। উৎকল লেখকেরা কহেন যে, মহারাষ্ট্রীয় রাজা বাঙ্গলা দেশের চৌথ আদায় জন্য

---

* এচিসন সাহেবের সন্ধি পত্রাবলী হইতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত মহারাষ্ট্রীয়দিগের ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্র পরিশিষ্টে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

মহারাষ্ট্রীয় সেনানী চিমনা জীবাপু বহুল সৈন্য সঙ্গে আনিয়া কটকে অবস্থান করত রাজারাম পণ্ডিত ও বিশ্বম্ভর পণ্ডিত উকীলকে কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। হেস্‌টিংস্‌ সাহেব ২৭ লক্ষ টাকা দিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণ নিবারণ করেন।

রাজারাম কটক হইতে অবসৃত হইলে তৎপুত্র সদাশিব রায় ও তৎপরে চিমানাবালা উড়িশ্যার শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হন, তাঁহারা নাম মাত্র শাসনকর্ত্তা ছিলেন, বাস্তবিক ইক্কাজীশুকদেব ও বারবাটী দুর্গের অধ্যক্ষ বালাজীকনওয়ার নামক ব্যক্তিদ্বয়ের দ্বারা সমস্ত রাজকার্য্য নিষ্পন্ন হইত। এই সময়ে ইংরেজেরা পশ্চাল্লিখিতরূপে এদেশের অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। মহিশূরের অধিপতি টিপুর পরাভবের পর ইংরেজদিগের ক্ষমতা অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে দেখিয়া, বিরাররাজ রঘুজী তাঁহা-দিগের বিমর্দ্দনার্থ পুনরুদ্যোগ করেন। তিনি সিন্ধিয়ার সহিত সম্মিলিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় পেশো-য়ার সঙ্গে ইংরেজদিগের বেসিন নগরের সন্ধির ব্যাঘাৎ ঘটাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যে এসাই ও ওরগাঁর যুদ্ধে সিন্ধিয়া ও রঘুজী পরাস্ত হওয়াতে তাঁহাদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া পড়িল। বিশেষত ইংরেজদিগের দ্বারা

পূর্ণা ও তাপ্তী এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী গোয়িলঘরের সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ অধিকৃত হওনাবধি রঘুজীর প্রভুত্ব এককালে লোপ হওয়াতে তিনি তাঁহাদিগের সহিত ১৭২৬ শকে (১৮০৩ খৃষ্টাব্দে) সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধি * ইংরেজদিগের দ্বারা দেব-গ্রামের সন্ধি বলিয়া অভিহিত হয়। এতদ্দ্বারা সমস্ত উড়িশ্যাদেশ ইংরেজদিগের অধিকারগত হইল। উড়িশ্যার গৌরবান্বিত গজপতিরাজবংশ এ সময়ে লুপ্তপ্রভ হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে খোর্দ্দায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে কোন পক্ষের জয় পরাজয়ের উপেক্ষা করিলেন না।

---

* এই সন্ধির নিয়ম এচিসন সাহেবের ভারতবর্ষীয় সন্ধি পত্রাবলী হইতে অনুবাদ করিয়া পরিশিষ্টে লিখিত হইল।

৯ম অধ্যায়।

ইংরেজদিগের শাসন কাল।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত মহারাজা রঘুজী ভোঁসলার সহিত সন্ধির নিয়ম ক্রমে ইংরেজেরা কটক প্রদেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর দিবসে কটক সহরের দুর্গ অধিকার করেন। মেজর জেনেরল হারকোর্ট ও মেল্‌বিল সাহেব একটী মিলেটরী বোর্ড অফ কমিসনর স্বরূপ নিযুক্ত হইয়া কিয়ৎকাল উড়িশ্যা প্রদেশের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন; পরে মেজর মরগেন এখানে প্রায় পাঁচ বৎসর কর্ত্তৃত্ব করেন; তদনন্তর ১৮১৮ পর্য্যন্ত ঐ দেশ রেবেনিউ বোর্ডের অধীন কালেক্টরদিগের শাসনে থাকে। এই কালের মধ্যে বাঙ্গালাদেশপ্রচলিত বিধান সকল উড়িশ্যাদেশে প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তদ্দেশের অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হইতে লাগিল।

প্রথমত ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ৪ আইনের বিধানমতে সমস্ত দেশ দুই জেলায় বিভক্ত ও বাঙ্গলার ফৌজদারী ও পুলিস সংক্রান্ত আইন সকল তথায় প্রচলিত হয়; তৎপর বৎসর ১৩ আইনের দ্বারা প্রথমোক্ত আইন পরিবর্ত্তিত হইয়া দুই জেলার পরিবর্ত্তে কটক জেলা নামে এক জেলা সংস্থাপিত হয় ও ইংরেজগবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে যে সকল জমিদারদিগের হস্তে শান্তি

রক্ষার ভার অর্পিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল বিশ্বস্ত কএকটী ভিন্ন অপর সকলকেই ঐ ভার হইতে মুক্ত করিয়া দারোগাগণের হস্তে উহা ন্যস্ত করিলেন। তদনন্তর ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর দিবসের ঘোষণা পত্রের * নিয়মানুযায়ী মোগলবন্দী † বিভাগের জমিদারদিগের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য রাজস্বের বন্দোবস্ত হয়।

বোর্ড অফ কমিশনর কর্ত্তৃক যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহা ১৮০৫ সালের ১২ আইনের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। এই আইনের বিধান মতে রাজস্ব আদায় সম্পর্কীয় বাঙ্গলাদেশপ্রচলিত নিয়ম সকল প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া এই দেশে প্রবর্ত্তিত হয়। অল্পকাল মধ্যে দেওয়ানী মোকদ্দমা সকলের বিচার সম্বন্ধীয় আইন (১৪ আইন) প্রচার হয়। ঐ সময় হইতে উড়িশ্যা দেশের রাজকীয় স্বতন্ত্রতা রহিত হইল; কলিকাতাস্থ ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িশ্যার জন্য সাধারণ আইন প্রস্তুত হইতে লাগিল ও রাজকার্য্য সকল একই প্রণালীক্রমে নির্ব্বাহিত হইতে আরম্ভ হইল; কেবল ভূমির

---

* এই ঘোষণা পত্রের অনুবাদ পরিশিষ্টে লেখা গেল।

† যেমন বাঙ্গলা দেশের ভূমি রাজস্বের প্রতিভূস্বরূপ, সেই রূপ উড়িশ্যা দেশের যে সকল স্থান রাজস্বের প্রতিভূস্বরূপ সেই সকল স্থান মোগলবন্দী নামে খ্যাত।

বন্দোবস্ত বিষয়ে একটি পৃথক পদ্ধতি অবলম্বিত হইল ও রাজকীয় কার্য্যালয় সকলে পূর্ব্ববৎ উৎকল ভাষা প্রচলিত রহিল। এই দুই বিষয়ে বিভিন্নতা জন্য উড়িশ্যা দেশের উন্নতি পক্ষে যে বিঘ্নসমূহ ঘটিয়া আসিতেছে, তাহা এ পর্য্যন্ত রাজপুরুষদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য।

মহারাষ্ট্রীয় রাজা রঘুজীর নিকট হইতে লব্ধ প্রদেশ সকলের মধ্যে মোগলবন্দীর অন্তর্গত সুবর্ণ-রেখার তটবর্ত্তী পটাসপুর কামার্দ্দাচৌর ও ভোগরাই এই তিন পরগনা মেদিনীপুর জেলাভুক্ত ও অবশিষ্ট পরগনা সকল কটক জেলা নামে খ্যাত হয়।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট অবস্থাভেদে পূর্ব্ব ও পশ্চিম রাজবারার রাজাদিগের সহিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সন্ধি সংস্থাপন ও ভূমির বন্দোবস্ত করেন। দর্পণ, সুকিন্দা ও মধুপুরের ভূম্যধিকারীদিগকে স্থির-তররূপে নির্দ্দিষ্ট কর আদায়ের নিয়মে আবদ্ধ করিয়া আপন আপন অধিকারে স্থাপিত এবং তথায় পূর্ব্বোক্ত আইন সকল প্রচলিত করেন। গবর্ণমেণ্ট অপর কতিপয় রাজার সহিত লঘু কর অর্থাৎ পেস্‌কস আদায়ের নিয়মে সন্ধি সংস্থাপন করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে কঙ্কা, আল, কুজঙ্গ, পাটিয়া, জরমু, হরিশপুর, মরিচপুর ও বিষ্ণুপুরের রাজাদিগের অধিকার সকল উল্লিখিত দেওয়ানী,

ফৌজদারী ও রাজস্ব সম্পর্কীয় আইন সমূহের অধীন হয়, আর কেউঞ্জর, নীলগিরি, ঢেঙ্কানল, বাঁকী, জরমু, নরসিংপুর, অঙ্গোল, তালচেড়ী, আটগড়, কিন্দিয়াপাড়া, নয়াগড়, রণপুর, হিন্দোল, তিগ-ড়িয়া, বরম্বা, বোয়াদ ও আটমালিকের রাজাদিগের পার্ব্বত্য অধিকার সকল শাসনাধীন করা সুকঠিন ও লাভ জনক হইবে না বলিয়া, ঐ রাজারা আপনা-দিগের অধিকার মধ্যে শান্তিরক্ষা ও বিচার কার্য্য পূর্ব্ববৎ আপনারাই নির্ব্বাহ করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। ময়ূরভঞ্জের রাজার সহিত প্রথমে সন্ধি সংস্থাপন হয় নাই, কিন্তু কিছু কাল পরেই (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার সঙ্গেও শেষোক্ত নিয়মে সন্ধি সংস্থাপিত হইল।

এই সকল রাজার অধিকার কটক করদ মহল বা গড়জাত মহল নামে বিখ্যাত। এই অধিকার সকল গড়জাত মহলসমূহের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীন। কটক বিভাগের কমিসনর সাহেবই ঐ পদ ধারণ করিয়া থাকেন। গড়জাত মহলের রাজাদিগের উপর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের যে কি পর্য্যন্ত ক্ষমতা আছে, কিম্বা উক্ত সাহেব তাঁহাদিগের সহিত কি নিয়মে কার্য্য করিবেন, তাহা বিশেষ রূপে নির্দ্দিষ্ট নাই; উপস্থিত বিষয় সকলে উক্ত সাহেব আপনার বিবেচনানুসারে কার্য্য করিয়া

২ এ

থাকেন। গড়জাত মহল সমূহের উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক বিবাদ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ১১ আইন অনুসারে মীমাংসা হইয়া থাকে। গড়জাত রাজাদিগের মধ্যে ময়ূরভঞ্জ ও কেউঞ্জরের রাজারাই সর্ব্ব প্রধান। ইহাঁরা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীদিগের বিদ্রোহের সময় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন, এজন্য বিদ্রোহ উপশান্ত হইলে তাঁহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে খিলাৎ (সম্ভ্রমসূচক পরিচ্ছদাদি) প্রাপ্ত হন। ইংরেজদিগের সহিত গড়জাত মহলের রাজাদিগের সম্বন্ধ স্পষ্টরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবার জন্য তাঁহাদিগের সহিত যেরূপ সন্ধি হয়, সেই সন্ধিপত্রের মধ্যে একখানি অনুবাদ করিয়া আদর্শ স্বরূপ পরিশিষ্টে লেখা যাইবে।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক উড়িশ্যা দেশ অধিকৃত হইবার এক বৎসর পরেই খোর্দ্দার প্রজাগণ জয়রাজগুরু নামক এক ব্যক্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া নূতন সংস্থাপিত রাজক্ষমতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে; খোর্দ্দার রাজা মুকুন্দদেব এই বিদ্রোহে লিপ্ত থাকার বিষয় সন্দেহ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বন্দী করিয়া মেদিনীপুরে পাঠাইলেন এবং তাঁহার অধিকার সকল গবর্ণমেণ্টের তহশীলের (রাজস্ব আদায়ের) অধীন করিলেন। অল্পকাল মধ্যে মুকুন্দদেব এই বিদ্রোহ বিষয়ে নিরপরাধী সপ্রমাণ

হওয়ায় মেদিনীপুর হইতে কটকে নীত হন, কিন্তু তিনি আপনার প্রজাবর্গকে সুশাসনে রাখিতে অক্ষম এই বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাজ্য ভ্রষ্ট করিলেন। এই কাল হইতে আত্মগৌরবাভিমানী গরিমাস্পদ গজপতিরাজোপাধিধারী উৎকলাধিপতি রাজকীয় কাগজপত্রে সামান্য ভূম্যধিকারী রূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে তিনি প্রচুর বৃত্তি পাইয়া শ্রীজগন্নাথের সেবার তত্ত্বাবধারণ এবং মন্দিরের কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হওয়াতে বিপুল সম্মান ভোগ করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি তাঁহার অঙ্ক (সিংহাসনারোহণ হইতে বর্ষগণনা) উড়িশ্যা দেশে প্রচলিত আছে। খোর্দ্দার বর্ত্তমান রাজা দিব্যসিংহদেব রাজ্যভার বিমুক্ত হইয়াও শ্রীমন্দিরের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত থাকাতে আপনার প্রাধান্য রাখিয়া সসম্ভ্রমে নির্জ্জালে কালাতিপাত করিতেছেন। তিনি বর্ত্তমান অবস্থাতেও আপনাকে রাজবারার করদ রাজাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া থাকেন। এমন কি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কেউঞ্জরের ও ময়ূরভঞ্জের রাজা ও রাজ মন্ত্রীদিগকে গত বিদ্রোহ কালে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করণ জন্য সম্ভ্রমসূচক পরিচ্ছদ প্রদান করণোপলক্ষে কটক ও বালেশ্বর নগরে যে দরবার হয়, সেই দরবারে

উড়িশ্যা দেশস্থ সমস্ত রাজা, ভূম্যধিকারী এবং অপর ভদ্রমণ্ডলী আহুত হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত গজপতিরাজপ্রতিনিধি এই কথা বলিয়া পাঠান যে, আমার এই দরবারে উপস্থিত থাকা হইতে পারিবে না, কারণ যে সকল রাজাদিগের সম্মানার্থ এই দরবার হইয়াছে, তাঁহারা আমার সমক্ষে কদাচ আসন পরিগ্রহ করিতে পারিবেন না, সুতরাং ঐ রাজাদিগের অসম্ভ্রম হইবে।

মুকুন্দদেবের উত্তরাধিকারীগণের নাম ও অঙ্ক গণনারম্ভের শাক নিম্নে লিখিত হইল।

রামচন্দ্র দেব ... ... ১৭০৯ শকাব্দ
বীরকিশোর দেব ... ... ১৭৭৬ "
দিব্যসিংহ দেব... ... ... ১৭৮১ "

ইহাঁরা এক্ষণে পুরীর রাজা নামে বিখ্যাত। এই রাজাদিগের উপাধি এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া নিম্নলিখিত রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—"বীরশ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাটোৎকল বর্গেশ্বর বীর ধীরবর প্রতাপ শ্রী—— দেব মহারাজ"।

বীরকিশোর দেব ব্যাধিগ্রস্ত ছিলেন; তাঁহার ঔরসজাত সন্তান না থাকায়, তিনি মৃত্যুকালে খেমূদির রাজার দ্বিতীয় পুত্র দিব্যসিংহ দেবকে দত্তক গ্রহণ করেন, ইনিই পুরীর বর্ত্তমান রাজা।

অধুনা রাজবারার রাজাদিগের উপর পুরীর রাজার কোন ক্ষমতাই নাই। তাঁহার অধিকারস্থ নিম্ন লিখিত সম্পত্তির বার্ষিক রাজস্ব গবর্ণমেণ্টে ৩৫৩৮০।৶৫ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

পরগনা লিম্বাই তালুক দিলাং সদর জমা ৩৩৭৯১।৶ ৪

" কোভরোবাং মৌজা দুর্গাদাইপুর সদর জমা ৮৭৪।৵১০

" " " লালবনা " ৩৯৬॥/ ২

" " কিসমত দ০মৌজা গোবিন্দপুর ৩১৮ ...

সমষ্টি ৩৫৩৮০।৶ ৫

এই সকল ভূমিসম্পত্তি ব্যতিরেকে খোর্দ্দার অধিকারিত্বের পরিবর্ত্তে পুরীর রাজা মাসিক ২৩৩৩ টাকা নানকার (বৃত্ত) পাইয়া থাকেন।

খোর্দ্দার প্রজারা জগবন্ধু বিদ্যাধর কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া পুনরায় এই দেশে উৎপাত উপস্থিত করে। সেই বিদ্রোহের কারণ এই ;—

৮ম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, খেমুদীর রাজা নারায়ণ দেব আপনাকে গজপতি রাজ বংশের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া খোর্দ্দার কেল্লা অধিকার করণ জন্য ঐ স্থান আক্রমণ করিলে খোর্দ্দার তাৎকালিক রাজা বীরকিশোর দেব মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্যে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের এই

সাহায্য করণ জন্য যে অর্থ পাইবার কথা স্থির হইয়াছিল, তৎপ্রদানে অসমর্থ হওয়াতে রাজা বীরকিশোর তাহার পরিবর্ত্তে কিয়ৎ কালের জন্য পরগনা লিম্বাই, রাহঙ্গ, সিরাঁই ও চৌবিশকুদ এই স্থান গুলি মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করেন। এই দত্ত স্থান সকলের অন্তর্গত কেল্লা করঙ্গ জগবন্ধু বিদ্যাধরের পূর্ব্ব পুরুষদিগের অধিকারে ছিল; তাঁহারা পুরুষানুক্রমে খোর্দ্দার রাজার বক্সির পদ ধারণ করিতেন এবং পণ দিয়া উক্ত কেল্লা ক্রয় করিয়াছিলেন। বিদ্যাধরের বংশ খোর্দ্দার রাজ পরিবারের সহিত উদ্বাহ সূত্রে সম্বন্ধ ছিল। পূর্ব্বোক্ত পরগনা সকল মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রদত্ত হইলেও বিদ্যাধরের বংশীয়েরা কেল্লা করঙ্গ জমিদারী স্বরূপ ধারণ করিতে লাগিলেন। ঐ জমিদারী জগবন্ধুর খুল্লতাতের হস্তে ছিল, কোন কারণে তাঁহার সহিত জগবন্ধুর বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে জগবন্ধু তাঁহাকে নিহত করিয়া আত্মকৃত অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইবার ভয়ে পলায়ন পরায়ণ হন; এই জন্য করঙ্গ কেল্লা গবর্ণমেণ্টে বাজেয়াফ্ত হয়। কিয়ৎ কাল পরে জগবন্ধু তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি পাইবার জন্য কমিসনর ও বোর্ড অফ রেবেনিউর নিকট অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া আদালতে বিচার প্রার্থনা করেন, তাহাতেও নিরাশ হইয়া খোর্দ্দার রাজাকে পুনঃ-

স্থাপন জন্য প্রজাদিগকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যে, খোর্দ্দার রাজা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির পুনরধিকার লাভ করিবেন। প্রজারাও বৈদেশিক শাসনে এত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল যে, তাহারা স্বদেশীয় রাজার পুনঃস্থাপন জন্য এই বিসদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ধন প্রাণ সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে উড়িশ্যা দেশ শাসন জন্য এক জন করিয়া কমিশনর নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। সিবিল সর্বেণ্টদিগের মধ্যে অতি সুযোগ্য লোক সকল কটকের কমিশনরী পদে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত কার সাহেব উড়িশ্যার প্রথম কমিশনর হইয়া শাসনারম্ভ করেন। তাঁহার পর যে সকল সাহেব উক্ত পদ ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম যথাক্রমে নিয়োগের বর্ষসমেত নিম্নে লেখা গেল।

আর, কার, সাহেব	১৮১৮	এ জে, এম. মিল্‌স্	১৮৩৮
ডবলিউ, ব্লণ্ট ...	১৮২০	টি, গোল্‌ড্‌স্‌বরী..	১৮৪৩
টি, পেকেন্‌হেম্	১৮২৭	ই, এ, সেমূএল্‌স্ ..	১৮৫৪
জি, ষ্টক্‌ওয়েল ...	১৮২৯	জি, এফ, কোবরণ	১৮৫৭
আর, হণ্টর	১৮৩২	ই, টি ট্রেবর	১৮৬০
জে, মাষ্টর্স	১৮৩৪	আর, এন, সোর...	১৮৬১
হেন্‌রি, রিকেট্‌স	১৮৩৫	টি, ই, রেবেন্‌শা...	১৮৬৫

এই সকল কমিশনর সাহেবদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত মিল্‌স্ শ্রীযুক্ত রিকেট্‌স্ ও শ্রীযুক্ত স্যোর সাহেব মহোদয়গণ প্রজা পুঞ্জের বিশেষ অনুরাগভাজন হইয়াছেন। তাঁহারা দেশীয় লোকদিগের দুঃখ মোচন ও উন্নতি সাধন জন্য যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রজাকুলের প্রতি যেরূপ-অনুগ্রহ, বাৎসল্য ও স্নেহ প্রকাশ করিতেন, তাঁহারা জমিদার প্রভৃতিদিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের নাম উৎকলবাসী আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলের মনে আজও জাগরুক রহিয়াছে।

জমিদারদিগের সহিত ৩০ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত ও কটক নগরস্থ ইংরেজী স্কুল স্থাপন শ্রীযুক্ত মিল্‌স্ সাহেবের প্রধান কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ইহাঁর সময় বাঁকি কেল্লার রাজা অতি নৃশংস ব্যবহার করিয়া এক ব্রাহ্মণ পরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই বিনষ্ট করেন, তজ্জন্য তাহাকে স্বাধিকারচ্যুত করিয়া যাবজ্জীবন কটকের বন্দীশালায় অবরুদ্ধ রাখিবার অনুমতি হয় এবং তাহার কেল্লা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বাজেয়াপ্ত হয়। উক্ত রাজা অনেক দিন কটকে বন্দী থাকেন, পরে গত বৎসর অপর কেল্লা সমূহের রাজারা তাঁহাকে মুক্ত করিবার অনুরোধে বাঙ্গালা দেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট আবেদন করাতে, তাঁহার

আজ্ঞাক্রমে তিনি কারামুক্ত হইয়া এক্ষণে কটক নগরে নজরবন্দীতে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীযুত গোলড্‌স্বরী সাহেবের সময়ে অঙ্গোলের রাজা বিদ্রোহাচরণ করাতে তাঁহার কেল্লা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বাজেয়াফ্‌ত হয়।

শ্রীযুক্ত রিকেট্‌স্ সাহেব উড়িয়াদিগের উচ্চ পদে নিয়োগের উপায় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে গুম্‌শরের রাজা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করাতে তাঁহার অধিকৃত কেল্লা গবর্ণমেণ্ট বাজেয়াফ্‌ত করিয়া লন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বর জেলার আকুঁড়া প্রভৃতি স্থানে বন্যা জনিত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, শ্রীযুক্ত রিকেট্‌স্ সাহেব যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া কলিকাতা হইতে চাঁদা সংগ্রহ করত দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে অন্নদান করিয়াছিলেন ও জমিদারদিগকে রাজস্ব ক্ষমা করিয়া সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া উড়িশ্যার স্ত্রীলোকেরাও একাল পর্য্যন্ত উক্ত সাহেব মহোদয়কে ধন্যবাদ করিয়া থাকেন। তিনি আজ পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিয়া উৎকল দেশস্থ প্রাচীন বন্ধুদিগের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান বৎসরের দুর্ভিক্ষ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া সাহেব মহোদয় কিঞ্চিৎ আনুকূল্য পাঠাইয়া অধিক পাঠাইতে পারিলেন না বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন।

মোর সাহেবও উড়িয়াদিগের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন; তিনি কটকের মেজষ্টরের পদ হইতে ক্রমে জজ ও কমিশনরের পদ প্রাপ্ত হন; সুতরাং উড়িশ্যার প্রজাদিগের অবস্থা সবিশেষ জানিতেন। কি রাজস্ব, কি বিচার, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি পব্লিক ওয়ার্ক্স্, কি কৃষি, কি সামাজিক ব্যাপার, সকল বিষয়েই তাঁহার সমান মনোযোগ ছিল এবং প্রজা-দিগের সুখসচ্ছন্দতা বর্দ্ধন ও অবস্থোন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদা যত্নের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীদিগের বিদ্রোহে ভারত-বর্ষের নানা স্থান উপদ্রবগ্রস্ত হওয়াতে প্রজাকুল ভয়ে অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিল; তখন এখানকার গড়জাত মহল সকলের রাজারা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ফলত ঐ সকল রাজাদিগের মধ্যে কাহারও তখন এমন ক্ষমতা বা ইচ্ছা ছিল না যে, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ স্বয়ং বা মিলিত হইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষ-তাচরণ করেন; কিন্তু আত্মাভিমানী অসভ্য ব্যক্তিরা সহজে আপনাদিগের ক্ষমতা বুঝিতে পারে না, অতএব এই ঘোর গোলযোগের সময় উড়িশ্যার অসভ্য রাজারা যে বিদ্রোহীদিগের পক্ষাবলম্বন করেন নাই, তাহা এই দেশের সামান্য মঙ্গলের বিষয় নয়।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ৩০ অক্টোবরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতবর্ষের শাসনভার হইতে অপসৃত করায়, এখানকার নগরত্রয়ে শ্রীমতী মহারাণীর ঘোষণা পত্র পাঠ হয়, সেই সময় বালেশ্বরের সুবিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু পদ্মলোচন মণ্ডল এই ঘটনার স্মরণার্থ এতদ্দেশে কৃষিকার্য্যের উন্নতির উদ্দেশে একটি এগ্রিকল্‌চরেল সোসাইটি (কৃষি সমাজ) সংস্থাপন জন্য প্রস্তাব করেন। বালেশ্বরের তাৎকালিক সুদক্ষ মেজেষ্টর শ্রীযুক্ত শ্যাক সাহেব ঐ প্রস্তাবানুসারে জেলার সকল জমিদার ও অপর ভদ্রমণ্ডলীর সাহায্যে এই সভা স্থাপন করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা অল্প কাল মধ্যেই লুপ্ত হইয়া যায়।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশের প্রথম লেপ্টলণ্ট গবর্ণর শ্রীযুক্ত হেলিডে সাহেব, আপনার পদ হইতে অবসৃত হইবার পূর্ব্বে, উড়িশ্যায় আগত হইয়া, এই দেশের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যান; সেই সময় প্রজারা যে সকল দুঃখ ও অমঙ্গল ভোগ করিতেছিল, তাহার প্রতিবিধান জন্য একখানি আবেদন পত্র শ্রীযুতের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফলই দর্শে নাই।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে উড়িশ্যা দেশের মঙ্গলকর একটি মহৎ কার্য্যের সূত্র পাত হয়। ইষ্টইণ্ডিয়া ইরিগেসন ও কেনল কোম্পানি নামে একটি অধ্যবসায়ী বণিক্

সম্প্রদায় উড়িশ্যার মধ্য দিয়া জল পথে গমনাগমনের ও তত্রত্য ক্ষেত্রসমূহে বারি সেচনের সৌকর্য্যার্থ কতিপয় খাল খনন করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যারম্ভ করেন। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ঐ কোম্পানি দ্বারা প্রায় ৪৬ মাইল খাল খনন এবং মহানদী ও বিরুপাতে এনিকট (বাঁধ) প্রস্তুত হওয়ায় বাণিজ্য ও জল সেচনের কিয়ৎপরিমাণ উপকারের পথ হইয়াছে বটে, কিন্তু বিবিধ কারণ বশত তাহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এই কোম্পানি দ্বারা যে যে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ পরিশিষ্টে লেখা যাইবে।

গত বর্ষে (১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে) যে দুর্ঘটনায় এই দেশ উৎসন্ন করিয়াছে, তাহার হৃদয়-বিদারণ বিবরণ সাময়িক পত্রিকা সকলে প্রকাশিত হইয়াছে। এখনকার অকর্ষিত ক্ষেত্র সমূহ, শূন্য জনপদ ও পরিত্যক্ত গেহ নিকর, এখানকার পুষ্টাঙ্গ আনন্দোৎসব পরায়ণ শৃগাল গৃধিনী কুল, এখানকার শীর্ণকলেবর পঞ্জরাবশিষ্ট অর্দ্ধ জীবিত প্রজাপুঞ্জ এবং এখানকার নৃকপাল ও পঞ্জরাবৃত সুবিস্তীর্ণ বর্ত্ম পার্শ্ব এই নিদারুণ দুর্দৈবের দেদীপ্যমান প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে। পূর্ব্বের যে কয়েকটী দুর্ভিক্ষের বিষয় এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোনটি উপস্থিত দুর্ঘটনার

তুল্য দীর্ঘস্থায়ী, প্রাণবিনাশক বা যন্ত্রণাদায়ক হয় নাই। ছেয়াত্তর মন্বন্তরের দুর্দৈব এখানকার ও বাঙ্গলা দেশের একটি অতি ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু তাহাতেও এত অল্প স্থানের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক লোক অনাহারে কাল-গ্রাসে পতিত হয় নাই। গত নবেম্বর মাসে কটকের কমিশনর সাহেব উপস্থিত দুর্ভিক্ষের যে রিপোর্ট বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, উড়িশ্যার পঁয়তাল্লিশ লক্ষ অধি-বাসীর মধ্যে প্রায় পাঁচ বা ছয় লক্ষ লোক কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে এবং কোন কোন স্থানের প্রজা সংখ্যার ¼ অংশ বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ রিপোর্ট প্রেরণ কালে তিনি লেখেন যে, প্রত্যহ প্রায় ১৫০ লোক প্রাণ ত্যাগ করিতেছে। অতএব এই দুর্ভিক্ষে সর্ব্বশুদ্ধ দেশের চতুর্থাংশ নিদারুণ কাল দ্বারা কবলিত হইয়া থাকিবে। মহামারীর সহকারী সাংঘাতিক জ্বর, ওলাউঠা কিম্বা অপর কোন প্রাণ সংহারক রোগ বিনা কেবল অন্নাভাবে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এত অল্প স্থানের মধ্যে এত অধিক সংখ্যক লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে।

যাঁহারা পূর্ব্বের কএকটি অধ্যায় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত হইয়াছেন যে, উড়িশ্যাতে মধ্যে মধ্যে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া প্রজাপুঞ্জের

অশেষ ক্লেশ ঘটাইয়াছে। যাঁহারা এই দেশের প্রাকৃতিক ধর্ম্মের বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা অনায়াসেই অনুভব করিতে পারেন যে, কি কারণে এখানে সর্ব্বদাই এপ্রকার অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। এই পুস্তকের প্রথমাধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, পশ্চিমস্থ পর্ব্বত শ্রেণীর পদতল হইতে সমুদয় দেশটী এক বন্ধুর ক্রমনিম্ন ধরাতলের ন্যায় সাগরোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। ইহা হইতে অনায়াসেই উপলব্ধি হইতে পারে যে, এই দেশে সহজেই জলকষ্ট হয় সুতরাং সুবৃষ্টির অভাবে শস্যের অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; আবার প্রচণ্ড পূর্ব্ব বাত্যা উপস্থিত হইলেই সমুদ্রজল দেশের মধ্যে উত্থিত হইয়া সমস্ত উপকূলভাগ ধৌত করিয়া ক্ষেত্রস্থ সমুদয় শস্য বিনষ্ট করিয়া ফেলে। ইদানীন্তন বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব বশত অনেক দেশের উপকার দর্শিয়াছে, কিন্তু উড়িশ্যা প্রভৃতি কতিপয় স্থানের পক্ষে তাহা যে মঙ্গলকর হয় নাই, ইহা বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষে প্রমাণিত হইয়াছে। বাণিজ্যের প্রাদুর্ভাব বশত বর্ষে বর্ষে এই দেশ হইতে লক্ষাধিক মণ ধান্য দেশান্তরে সমুদ্র পথে প্রেরিত হইয়া থাকে, কিন্তু এখনকার সমুদ্রের গতিতে বৎসরের মধ্যে কেবল তিন মাস এদেশের সহিত অপর দেশের বাণিজ্য চলিতে পারে, তাহার পর এখানকারী কোন বন্দরে অর্ণবপোত

প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং বাণিজ্যের সাধারণ সমৃদ্ধি সত্ত্বেও এদেশের বিশেষ উপকার হয় নাই। এই হেতু গত বর্ষের দুর্ভিক্ষের সময় কলিকাতা হইতে প্রেরিত তণ্ডুলপূর্ণ অর্ণবপোত সকল, তণ্ডুল তীরস্থ করিতে না পারিয়া কূলের কিয়দ্দূরে ১০।১৫ দিন দণ্ডায়মান রহিল; এদিকে সহস্র সহস্র প্রাণী লুব্ধাশ্বাসে প্রতারিত হইয়া অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল।

এই সকল প্রাকৃতিক অমঙ্গল সাধ্যমতে খণ্ডন করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করাই রাজার কর্ত্তব্য। আমাদিগের রাজপুরুষেরা কিরূপ যত্ন সহকারে দেশের স্থিরতর মঙ্গল বর্দ্ধন ও গত বর্ষের দুর্ঘটনা জনিত দুঃখ মোচনের উপায় করিয়াছেন, তাহা সকলেরই বিদিত আছে।

এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অনেকেই সাময়িক পত্রিকা সকলে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কার বিষয় লিখিয়াছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক অবিশ্রান্তরূপে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাস হইতে দুর্ভিক্ষ বিষয়ক সম্বাদ পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন ও আসন্ন বিপদ নিবারণ জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সেই অনুরোধ বিফল হইল; কিছুতেই এই ভয়ানক দুর্ঘটনা নিবারণ করিতে পারিল না।

এই দুর্ভিক্ষের প্রাক্কালেই বাঙ্গলার লেফ্‌টেনেণ্ট্‌ গবর্ণর শ্রীযুত সিসিল বিডন সাহেব উড়িশ্যার ব্যাপার সকল পর্য্যবেক্ষণ জন্য ঐ দেশে উপস্থিত হন; তখন ধান্য অতিশয় মহার্ঘ হইয়াছে দেখিয়া প্রজারা ধান্য রপ্তানি নিষেধ ও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয়ের অনুমতি জন্য আবেদন করিয়াছিল, কিন্তু উক্ত মহাত্মা দেশের সমুদয় অবস্থা বিবেচনা না করিয়া কেবল অর্থ ব্যবহায় সংক্রান্ত কতিপয় নিয়মের দাস হইয়া প্রজাদিগের আবেদন বাণিজ্য বিষয়ক নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। তিনি কহেন যে, রাজা হইয়া প্রজাদিগের বাণিজ্য বিষয়িণী স্বতন্ত্রতার প্রতি হস্ত ক্ষেপ করিলে তস্করের ন্যায় কার্য্য করা হয়। অতএব বর্ত্তমান দুর্ঘটনা ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া সহ্য করা উচিত। এই উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কলিকাতায় আসিয়া অল্প দিন পরেই দার্জ্জিলিঙ্গে প্রস্থান করেন। এদিকে জমিদার-দিগের রাজস্ব মাফের দরখাস্ত কমিশনর সাহেব অগ্রাহ্য করেন। এখানে সমস্ত দেশ উৎসন্ন হইবার সমাচার সাময়িক পত্রিকা সকলে লিখিত হইতে লাগিল ও স্থানীয় কর্ম্মকারকদিগের রিপোর্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট পৌঁছিতে লাগিল। তখন তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া বিপন্ন ব্যক্তিদিগের সাহায্য জন্য বোর্ড অফ রেবেনিউর প্রতি অগ্রিম

ট্যাকা দিয়া চাল ক্রয় করিয়া উড়িশ্যাতে পাঠাইবার ভার দেন। কিন্তু তৎকালে ঐ দেশে চাল প্রেরণের অসুবিধা প্রযুক্ত বিপন্নদিগের উদ্ধারের উপায় যথেষ্ট রূপে হইতে পারিল না। দেশের মধ্যে কেবল কএকটী প্রধান নগরে অতিথিশালা খোলা হওয়ায় অন্নদান হইতে লাগিল। সেখানেও অন্নাভাব জন্য সকল লোকে আহার না পাওয়াতে তত্রত্য পঞ্চাশ ষাট হাজার লোক স্বদেশ ত্যাগ করিয়া প্রিয় ও প্রাণাধিক স্ত্রী পুত্র ফেলিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় বদান্যবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র-লাল মল্লিক, শ্রীযুক্ত হীরালাল শীল, শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি মহোদয়-গণের অসাধারণ দানশৌণ্ডতার প্রভাবে ঐ নিরাশ্রয় ব্যক্তি সমূহ কএক মাস আহার পাইয়া প্রাণ ধারণ করে। তৎপরে এক এক লোটা ও কম্বল পাইয়া স্ব স্ব দেশে প্রত্যাগমন করে। এই শোচনীয় ব্যাপারের সমাচার ইংলণ্ডে পৌঁছিলে সেখানকার সহৃদয় মহা-ত্মারা এই দুর্ভিক্ষ সংক্রান্ত বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতে নিতান্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব ষ্টেট্ সেক্রেটরি শ্রীযুত লর্ড ক্রেন্বরন মহোদয়ের আদে-শানুসারে এই দুর্ভিক্ষের বিশেষ তদন্ত জন্য কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। উক্ত কমিশন, কি কারণে এইরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল, উহা নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্ট

কি করিয়াছেন, উহা দ্বারা কি পরিমাণ লোক বিনষ্ট হইয়াছে ও কি উপায়ে এরূপ দুর্ঘটনা ভবিষ্যতে নিবারিত হইতে পারে ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত জষ্টিস কেম্বেল, কর্ণেল মর্টন ও ডাম্পিয়র সাহেব কমিশ্যনর স্বরূপ নিযুক্ত হইয়া উড়িশ্যা দেশে গিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করিতেছেন। তাহাদিগের রিপোর্ট যদি অল্প দিন মধ্যে প্রকাশ হয়, তবে তাহার সার পরিশিষ্টে লেখা যাইবে।

যৎকালে সৃষ্টিবিনাশক এই দুর্ভিক্ষে দেশ উচ্ছিন্ন করিতেছিল, সেই সময় উড়িশ্যার কৃতবিদ্য যুবকেরা স্বদেশের প্রতি আপনাদিগের কর্ত্তব্যতার জ্ঞানশূন্য না হইয়া যাহাতে দেশের প্রকৃত অবস্থা সাধারণের গোচর হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টিত হন। এই উদ্দেশে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কতিপয় ব্যক্তি “উৎকল দীপিকা ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ” নামে উৎকল ভাষায় প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা লিথোগ্রাফ (প্রস্তর যন্ত্রে মুদ্রিত) করিয়া প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু উৎকল ভাষায় লিখিত হওন জন্য ঐ পত্রিকা উড়িশ্যার নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে প্রায় কাহারও পঠনীয় হয় নাই।

উড়িশ্যা দেশ ইংরেজদিগের অধিকার সম্ভুক্ত হওনাবধি তত্রত্য লোকদিগের অবস্থার অনেক পরি-

বর্ত্ত হইয়া আসিয়াছে। ইংলণ্ডীয় ক্ষমতা ভারতবর্ষের যে স্থানে একবার সংস্থাপিত হইয়াছে, সেখানকার ইতিহাস প্রায় নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির ইতিহাস; কিন্তু যে পরিমাণে ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতবর্ষস্থ অধিকারের অপরাংশ সকলের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখানে সে পরিমাণে সমৃদ্ধি বর্দ্ধনের লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। ইংলণ্ডীয় শাসনাধীনতায় ভারতবর্ষের অধিকাংশ যেমন সৌভাগ্যশালী হইয়াছে, উড়িশ্যা দেশ তেমন সুফলভাগী হয় নাই। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিয়মে অনেক গুলি কুপ্রথা দেশ হইতে নিরাকৃত হইয়াছে;—ধর্ম্মোদ্দেশে সহমরণ, শিশুবধ, জগন্নাথ দেবের রথচক্রে আত্মপ্রাণ সমর্পণ, কন্দমালদিগের নরহত্যা, মেরিয়াদিগের নরবলি প্রভৃতি নৃশংসাচরণ এক কালে দেশ হইতে প্রায় তিরোহিত হইয়াছে। নিরুপদ্রবে সম্পত্তি ভোগ জনিত ক্রমশ ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি এবং কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প কার্য্যাদির অনেক উন্নতি হইয়াছে বটে, তথাপি ইহা বলিতে হইবে যে, ইংরেজ সদৃশ সুসভ্য ন্যায়পরতন্ত্র প্রতাপশালী ব্যক্তির ষষ্ট্যধিক বর্ষ রাজ্য শাসনে যে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হয়, উড়িশ্যাবাসীরা তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছে। যদিও এদেশের প্রধান রাজকর্ম্মচারীর পদে অতি সুযোগ্য কালেক্টর উয়িল্‌কিন্‌স্‌ সাহেব ও কমিশনর মিল্‌স্‌ রিকেট্‌স

ও সোর প্রভৃতি অতি সদাশয় সুবিজ্ঞ বিচক্ষণ সাহেবগণ নিযুক্ত হইয়া বাৎসল্য সহকারে এতদ্দেশীয় লোকদিগকে শাসন করিয়াছেন ও প্রজাদিগের মঙ্গলোদ্দেশে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি একটি কারণ জন্য তাঁহাদিগের সকল যত্নই বিফল হইয়াছে। সেই নিদান এই;—মহারাষ্ট্রীয়দিগের অর্দ্ধ শতাব্দী শাসন সময়ে দেশের অতিশয় দুরবস্থা হইয়াছিল; সেই সময়ের মধ্যে প্রজাকুল নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিয়া এক কালে আত্মোন্নতির চেষ্টা বিবর্জ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। এতদ্রূপ হীন অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করা শাসন কর্ত্তাদিগের বিশেষ সাহায্য বিনা হইতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে কর্তৃপক্ষদিগের তাদৃশ সাহায্য দানের ইচ্ছা এখনও দৃষ্ট হইতেছে না, এখনও ভূম্যধিকারীদিগের সহিত অঙ্গীকৃত স্থিরতর বন্দোবস্ত দ্বারা তাহাদিগের সম্পত্তির মূল্য বর্দ্ধন ও প্রজাদিগের দারিদ্র্য দুঃখ বিমোচনের উপায় করা হয় নাই, এখনও উড়িষ্যাবাসীদিগের রাজকীয় উচ্চ পদ প্রাপ্তি জন্য শিক্ষা প্রদানের উপযোগী বিদ্যালয় সকল স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হয় নাই, এখনও বিচারালয় সকলে উত্তমরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য সুযোগ্য ব্যবহারাজীব প্রবিষ্ট হন নাই, এখনও দেশের অন্তর্বাণিজ্য বর্দ্ধনার্থ ও গমনাগমনের সৌকর্য্যার্থ উত্তমরূপ বর্ত্মাদি

নির্ম্মিত হয় নাই, এখনও সভ্যতার দ্বারোদ্ঘাটক লৌহবর্ম্মের লৌহ এদেশে স্থাপিত হয় নাই। গত বৎসরের দুর্দৈবে দেশের যে প্রকার দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। অনুমান হয়, এবার উড়িশ্যাবাসীদিগের অবস্থোন্নতির উপায় অবধারিত হইবে, স্থিরতর বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত করিয়া দেশের চির মঙ্গলের পথ পরিষ্কৃত হইবে, বিদ্যা ও কৃষি কর্ম্মের উৎসাহ প্রদান দ্বারা দারিদ্র্য দুঃখ নিবারিত হইবে এবং অল্প কাল মধ্যেই এখানকার লোকেরা বঙ্গদেশীয় ভ্রাতৃগণের সমকক্ষ হইয়া সম্পদের পথে বিচরণ করিবে।

পরিশিষ্ট।

বিরার রাজের সহিত ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের সন্ধি।

মহারাজ মাধোজী ভোঁসলার সহিত ইংরেজদিগের বন্ধুতা দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে, অতএব রাজারাম পণ্ডিতের দ্বারা রাজা বাহাদুর কর্ত্তৃক নিম্ন লিখিত নিয়মাবলী স্থিরীকৃত হইল।

১ম—হাইদরের সহিত ইংরেজদিগের যে যুদ্ধ চলিতেছে, সেই যুদ্ধে ইংরেজদিগের সাহায্য জন্য রাজা বাহাদুর কর্ণেল পিয়র্সের সঙ্গে ২০০০ উৎকৃষ্ট সুনিপুণ অশ্বারোহী পাঠাইবেন। ঐ সৈন্যের অধ্যক্ষ কর্ণেল পিয়ার্স্ অথবা কর্ণাটস্থ বাঙ্গলা দেশীয় সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনতায় কার্য্য করিবেন; ইংরেজ সৈন্য সকল যে নিয়মে মাসে মাসে বেতন পাইয়া থাকে, ঐ অশ্বারোহীরা সেই নিয়মে মাসে মাসে বেতন পাইবে; বেতনের হারের বিষয় শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব ও রাজারাম পণ্ডিত কর্ত্তৃক পৃথক্ নিয়ম পত্রের দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে।

২য়—রাজা বাহাদুরের সৈন্য অবিলম্বে উড়িশ্যা ছাড়িয়া গড়ামণ্ডল প্রদেশ অধিকার জন্য যাত্রা করিবে; ইংরেজদিগের সহিত ভোঁসলা পরিবারের

জন্য নিবন্ধন এই যুদ্ধের সাহায্যার্থ গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এক জন ইংরেজ অধ্যক্ষের অধীন হিন্দুস্থানস্থ এক দল সৈন্যকে গডামণ্ডল প্রদেশে যাত্রা করিবার আজ্ঞা দিবেন ও ঐ প্রদেশ পরাজিত হইলে অবিলম্বে তথায় রাজা বাহাদুরের সৈন্য স্থাপন করিবেন।

৩য়—মহারাজ মাধোজী ভোঁসলার সহিত ইংরেজদিগের বন্ধুতা ক্রমশ দৃঢ়ীভূত ও বর্দ্ধিত হয়, এই অভিপ্রায়ে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর আপাতত এক জন বিশ্বস্ত লোক নাগপুরে পাঠাইবেন, পশ্চাৎ দেওয়ান দেবগ্রামপণ্ডিত তথা হইতে আসিয়া গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে উভয় পক্ষের যুক্তি ও সম্মতিক্রমে উভয় পক্ষের অভিলাষ ও দাবির সমস্ত বিষয় মীমাংসা হইবে।

৪থ—যদি কোন কারণবশত গবর্ণর জেনেরলের সহিত দেওয়ান দেবগ্রাম পণ্ডিতের সাক্ষাতের ব্যাঘাত ঘটে, তবে এক জন বিশ্বস্ত ব্যক্তির দ্বারা নাগপুরে উভয় পক্ষের দাবির বিষয় মীমাংসা হইবে এবং ভোঁসলা পরিবার ও ইংরেজদিগের মধ্যে বন্ধুতার গ্রন্থি এমন দৃঢ়তররূপে বদ্ধ হইবে যে, কোনমতে তাহার বিচ্ছেদ ঘটিতে না পারে।

কর্ণেল পিয়র্সের সঙ্গে যে সৈন্য প্রেরিত হইবে, তাহাদের বেতনের হিসাব—২০০০ দুই হাজার সওয়ার,

প্রতি হাজার ৫০,০০০ টাকার হিসাবে মোট মাসিক এক লক্ষ টাকা পাইবে। তারিখ ৪ঠা রবিঅল্‌সানি, ২২ অঙ্ক।

সৈন্য যে দিবস কটক নগর ত্যাগ করিবে, সেই দিবস হইতে তাহারা উপরি উক্ত হারে বেতন পাইবে; তাহাদিগের কার্য্য সমাধা হইলে এবং ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে তাহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবে; যে দিবস বিদায় পাইবে, সে দিন যেখানে থাকিবে, সে স্থান, কটক হইতে যত মঞ্জিল দূর হইবে, বিদায় কালে তত দিনের অতিরিক্ত বেতন পাইবে।

বিরার রাজের সহিত দ্বিতীয় সন্ধি।

অনরেবল ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও তাঁহাদিগের মিত্রগণ এক পক্ষ, সেনা সাহেব সুবা রঘুজী ভোঁসলা অপর পক্ষ, এই উভয় পক্ষে আপন আপন প্রতিনিধি মেজর জেনরল ওয়েলেস্‌লী ও যশবন্ত রায় রামচন্দ্রকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করাতে ইঁহাদিগের দ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে যে সন্ধি হয়, তাহার নিয়মাবলী।

১ম প্রকরণ।

এক পক্ষ অনরেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাদুর,

অপর পক্ষ সেনা সাহেব সুবা রঘুজী ভোঁসলা, এই উভয় পক্ষে চির কুশল ও বন্ধুতা থাকিবে।

২য় প্রকরণ।

সেনা সাহেব রঘুজী ভোঁসলা অনরেবল কোম্পানি বাহাদুর ও তাঁহাদিগের মিত্রগণকে কটক প্রদেশ বালেশ্বর প্রদেশ ও তত্রত্য বন্দরের চিরাধিপত্য প্রদান করিলেন।

৩য় প্রকরণ।

তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের সহিত এজমালে উর্দ্ধা নদীর পশ্চিম দিকস্থ যে সকল স্থানের রাজস্ব আদায় করিতেন অথবা যে সকল স্থান তাঁহার অধিকারস্থ হইবে, তৎসমুদায়ের চিরাধিপত্য অনরেবল কোম্পানি বাহাদুর ও তাঁহাদিগের মিত্রগণকে প্রদান করিলেন।

৪থ প্রকরণ।

উভয়- পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থির হইলে যে, ইন্দ্রাদ্রি পর্ব্বতের যে স্থান হইতে উর্দ্ধা নদী উৎপন্ন হইয়াছে, সেই স্থান হইতে গোদাবরী নদীর সহিত ঐ উর্দ্ধা নদীর সঙ্গম স্থান পর্য্যন্ত, দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের অধিকারের দিকে, সেনা সাহেব বাহাদুরের অধিকারের পশ্চিম সীমা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

যে পর্ব্বত মালার উপর নির্ম্মলা ও গোয়েলঘরের দুর্গ আছে, তাহা সেনা সাহেব সুবার অধিকারে

থাকিবে। ঐ পর্ব্বত নিচয়ের দক্ষিণ ও উর্দ্ধা নদীর পশ্চিমের স্থান সকল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহাদিগের মিত্র রাজাদিগের অধিকারে থাকিবে।

৫ম প্রকরণ।

নির্ম্মলা ও গোয়েলঘরের দুর্গ প্রত্যর্পণকালে মেজর ওয়েলস্লীর নির্দ্দেশমতে ঐ দুর্গদ্বয়ের সন্নিকৃষ্ট দক্ষিণাংশে বার্ষিক চারি লক্ষ টাকা উপসত্ত্বের কতিপয় প্রদেশ সেনা সাহেব সুবাকে প্রদত্ত হইবে।

৬ঠ প্রকরণ।

২য়, ৩য়, ও ৪থ প্রকরণ অনুসারে যে সকল প্রদেশ কোম্পানি বাহাদুরকে ও দাক্ষিণাত্যের সুবাদারকে প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সমস্তের উপর সেনা সাহেব সুবার বা তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের কোন দাবি থাকিবে না।

৭ম প্রকরণ।

কোম্পানি বাহাদুর স্বীকার করিতেছেন যে, আমাদিগের মিত্র সেকন্দর জা বাহাদুর, তাঁহার উত্তরাধিকারী এবং রায় পণ্ডিত পরধানের সহিত সেনা সাহেব সুবার কোন বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে আমরা মধ্যস্থ ও শালিস হইয়া সুবিচার ও ন্যায়ানুগত রূপে সেই বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিব।

৮ম প্রকরণ।

সেনা সাহেব সুবা স্বীকার করিতেছেন যে, আমি ফরাসিস বা ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিদ্বন্দ্বী কোন ইউরোপীয় লোককে কিম্বা কোন ইউরোপীয় বা ভারতবর্ষীয় ব্রিটনীয় প্রজাকে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা আপনার অধীনে নিয়োগ করিতে পারিব না। কোম্পানি বাহাদুর স্বীকার করিতেছেন যে, আমরা সেনা সাহেব সুবার রাজ্য হইতে পলায়িত বা তাঁহার বিদ্রোহী কোন অসন্তুষ্ট জ্ঞাতি, কুটুম্ব, রাজা বা ভূম্যধিকারীকে সাহায্য দান কিম্বা তাহার পক্ষ অবলম্বন করিব না।

৯ম প্রকরণ।

উভয় গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সন্ধি ও সৌহার্দ্দ স্থিরতর রূপে সংস্থাপিত হইবার নিমিত্ত ইহা স্থির হইল যে, উভয় পক্ষের এক এক জন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী পরস্পরের রাজসভায় বাস করিবেন।

১০ম প্রকরণ।

সেনা সাহেব সুবা বাহাদুরের অধীন কতিপয় রাজার সহিত ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যে সকল সন্ধি করিয়াছেন, সেই সকল সন্ধি স্থিরীকৃত থাকিবে। মহিমাস্পদ গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের কৌন্সেলে এই সন্ধি পত্র মঞ্জুর করণ সময়ে, যে সকল রাজা-

দিগের সহিত উক্ত প্রকার সন্ধি করা হইয়াছে, তাহার ফর্দ্দ দিতে হইবে।

১১শ প্রকরণ।

ইংরেজ কোম্পানি বাহাদুর ও তাঁহাদিগের মিত্রগণকে আক্রমণ করণ জন্য সেনা সাহেব বাহাদুর দৌলতরায় সিন্ধিয়া ও অপর মহারাষ্ট্রীয় দলপতিদিগের দলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি আপনার ও আপন উত্তরাধিকারী বর্গের পক্ষ হইয়া স্বীকার করিতেছেন যে, আমি পূর্ব্বোক্ত দল সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলাম। যদ্যপি ঐ ব্যক্তিদিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ চলিতে থাকে, তথাপি আমি তাঁহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য দান করিব না।

১২শ প্রকরণ।

এই সন্ধির নিয়মাবলী অদ্যকার তারিখ হইতে আট দিনের মধ্যে সেনা সাহেব সুবা কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়া দত্ত প্রদেশ গুলির হস্তান্তর করণের অনুমতি সমেত মেজর ওয়েলেস্‌লীর হস্তে সমর্পিত হইবে ও উভয় পক্ষেরা শিবির পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। মেজর জেনেরল ওয়েলেস্‌লী স্বীকার করিতেছেন যে, এই নিয়মাবলী মহিমাস্পদ গবর্ণ জেনেরলের কৌন্সল দ্বারা মঞ্জুর হইয়া অদ্যকার তারিখ হইতে

দুই মাসের মধ্যে সেনা সাহেব সুবাকে প্রদত্ত হইবে। মোং দেবগ্রামের শিবির, তারিখ, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর।

গবর্ণর জেনেরল ও তাঁহার কৌন্সল কর্ত্তৃক ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি তারিখে মঞ্জুর হয়।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রথম ঘোষণাপত্র।

কটক, ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮০৪ খৃষ্টাব্দ।

১ম—ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় যে, বর্ত্তমান আমলি বৎসরের শেষে কটক জেলার রাজস্ব বন্দোবস্ত এমন প্রণালীতে সম্পন্ন করা উচিত যে, তদ্দ্বারা দেশের সৌভাগ্য ও প্রজা পুঞ্জের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়। ঐ বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য সাধন জন্য ও জমিদার তালুকদার প্রভৃতি অপর ব্যক্তিদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত ঐ বন্দোবস্তের নিয়ম সকল ত্বরায় প্রচারিত করা আবশ্যক, অতএব এই ঘোষণা দেওয়া যাইতেছে যে;—

২য়—আমলি ১২১২ সনের প্রথমেই সর্ব্বপ্রকার সায়ের হইতে মাল বা ভূমির রাজস্ব পৃথক করিয়া, সম্ভবমতে জমিদার বা অপর প্রকৃত ভূমির অধিকারী-দিগের সহিত এক বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করা যাইবে। আপাতত যত দিন গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা হয়, তত দিন জমিদার বা ভূমির প্রকৃত অধিকারী সকল

এবং খণ্ডাইতগণ চুরি, ডাকাইতি বা এই প্রকার অপর গুরুতর দোষ নিবারণ এবং আপন অধিকার মধ্যে শান্তি ও সুনিয়ম রক্ষার জন্য পূর্ব্ববৎ পুলিসের ক্ষমতা ধারণ করিতে পারিবেন। তাঁহারা পূর্ব্বে এজন্য যেমন দায়ী ছিলেন, এখনও সেইরূপ দায়ী থাকিবেন।

৩য়—সম্প্রতি যে সকল ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করা যাইবে, তাঁহারা যদি স্বীকার করেন ও তাঁহা-দিগের ব্যবহারে যদি গবর্ণমেণ্টের সন্তোষ জন্মে, তবে আমলী ১২১২ সনের আখেরিতে ঐ সনের আয় দেখিয়া পুনরায় তাঁহাদিগের সঙ্গে ৩ বৎসরের জন্য ন্যায্য ও মধ্যবিধ হারে নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক জমায় বন্দো-বস্ত করা যাইবে।

৪র্থ—যে সকল ব্যক্তির সহিত পূর্ব্ববৎ বন্দোবস্ত করা যাইবে, তাঁহারা যদি স্বীকার করেন ও তাঁহা-দিগের ব্যবহারে যদি গবর্ণমেণ্টের সন্তোষ জন্মে, তবে চতুর্থ বৎসরের আখেরিতে শেষ বন্দোবস্তের তিন বৎসরের মধ্যে যে বৎসরের অধিক আয় হইবে, সেই বৎসরের নিট আয়ের $\frac{২}{৩}$ অংশ পূর্ব্বের বার্ষিক জমায় যোগ করিয়া যাহা নির্দ্ধারিত হইবে, সেই নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক জমায় তাঁহাদিগের সঙ্গে পুনরায় চারি বৎ-সরের জন্য বন্দোবস্ত করা যাইবে।

৫ম—শেষোক্ত চারি বৎসরের মেয়াদ অবসান

হইলে, (আমলী ১২১৯ সালে) যাঁহাদিগের সঙ্গে পূর্ব্বমত বন্দোবস্ত হইবে, তাঁহারা যদি স্বীকার করেন ও তাঁহাদিগের ব্যবহারে যদি গর্ণমেণ্টের সন্তোষ জম্মে, তবে ঐ কালের মধ্যে যে বৎসরের আয় অধিক হইবে, সেই বৎসরের নিট আয়ের ৪/৫ অংশ পূর্ব্বের বার্ষিক জমায় যোগ করিয়া যাহা নির্দ্ধারিত হইবে, সেই নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক জমায় তাঁহাদিগের সঙ্গে পুনরায় তিন বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করা যাইবে।

৬ঠ—যে সকল ব্যক্তির সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বন্দোবস্ত করা যাইবে, তাঁহারা যদি স্বীকার করেন, ও তাঁহাদিগের ব্যবহারে যদি গবর্ণমেণ্টের সন্তোষ জম্মে এবং তাঁহাদিগের অপেক্ষা যদি আর কাহারও প্রকৃষ্ট রূপ দাবি না থাকে, তাহা হইলে একাদশ বৎসর পরে অর্থাৎ আমলী ১২২২ সনে, যে সকল ভূমি উত্তম রূপ আবাদ হইয়াছে এমন বোধ হইবে, সেই সকল ভূমি সম্বন্ধে তাঁহাদিগের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় ন্যায্য ও সঙ্গত হারে স্থিরতর বন্দোবস্ত করা যাইবে।

৭ম—যে সকল নানকার ভূমির অধিকারী জমিদারেরা আপনাদিগের সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া লইতে অস্বীকার করিবেন, কিম্বা যে সকল নানকার ভূমির অধিকারীদিগের সহিত গবর্ণমেণ্ট বন্দোবস্ত করিতে অসম্মত হইবেন, সেই সকল নানকার ভূমি দেশের অপর প্রকার ভূমির ন্যায় রাজস্বের জন্য

দায়ী হইবে, কিন্তু সেই জমিদারেরা মহারাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে যে ভূমি নানকার পাইয়াছিলেন, তাহার পরিবর্ত্তে সম্প্রতি টাকা পাইতে থাকিবেন।

৮ম—যে সকল জমিদারী বন্ধক দেওয়া হইয়া থাকিবে কিম্বা জামিন স্বরূপে হস্তান্তর হইয়া বন্ধক গ্রহীতা বা জামিনদারের দখলে থাকিবে, তাৎকালিক দখলিকার ব্যক্তিদিগের সঙ্গেই সেই সকল জমিদারীর বন্দোবস্ত করা যাইবে, উক্ত জমিদারীর প্রকৃত অধিকারীগণ বন্দক গ্রহীতা বা জামিনদারদিগের সঙ্গে আপনারা বা আদালতের দ্বারা হিসাব নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

৯ম—যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক বা জমীদারী নাম মাত্র কোন বৃহত্তর জমিদারীর অন্তর্গত, অর্থাৎ কেবল তাহাদিগের জমা ঐ বৃহত্তর জমিদারীর জমা ভুক্ত, সেই সকল জমিদারীর অধিকারী-দিগের সঙ্গে পৃথকরূপে বন্দোবস্ত করা যাইবে, এবং তাঁহারা কালেক্টর বা তাঁহার নিযুক্ত লোকদিগের নিকট আপনার মালগুজারি করিতে পারিবেন। যে সকল গ্রামের পুরুষানুক্রমিক মোকদ্দমেরা গত পাঁচ বৎসরের অধিক কাল নিজে গবর্ণমেণ্টের নিকট মালগুজারি করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগের সহিত সেই সকল গ্রামের বন্দোবস্ত করা যাইবে।

১০ম। যে সকল ভূমির অধিকারী নাই কিম্বা যে

সকল ভূমির অধিকারীগণ গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, সেই সকল ভূমির গ্রামওয়ারি বন্দোবস্ত করা যাইবে। ঐ সকল ভূমি যে যে গ্রামের অন্তর্গত, সেই সকল গ্রামের পুরুষানুক্রমিক মোকদ্দমদিগের সহিত উহার বন্দোবস্ত করা যাইবে। কিন্তু যে সকল ভূমি মোকদ্দমদিগের মোকদ্দমীর অন্তর্গত নয়, সেই সকল ভূমির বন্দোবস্ত তাঁহাদিগের সঙ্গে করা যাইবে না।

১১শ। যে সকল ভূমির অধিকারী, মোকদ্দম কিম্বা সত্ত্বান্বিত প্রজা বন্দোবস্ত করণ জন্য অগ্রসর না হইবেন, সে সকল ভূমি খাস থাকিবে।

১২শ। সকল প্রকার মঞ্জুরী আবওয়াব ভূমি জমাভুক্ত করিতে হইবে ও তাহার জমা সম্ভুক্ত হওনের বিষয় পাট্টা ও কবুলিয়তে স্পষ্টরূপে লিখিতে হইবে। ঐ প্রকার স্পষ্টরূপে লিখিত টাকা ভিন্ন আর কিছুই প্রজা বা অধীন মালগুজারদারের নিকট হইতে গৃহীত হইবে না।

১৩শ। যে সকল ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করিবেন, তাঁহারা আপনাদিগের প্রজা বা অধীন মালগুজারদারদিগকে পূর্ব্বোক্তরূপে পাট্টা দিবেন, কিন্তু তাহার লিখিত একরার দিতে হইবে।

১৪শ। যে সকল ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের সহিত আপনার জমির বন্দোবস্ত করিবেন, তাঁহারা বন্দো-

বস্তের পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধীয় নিয়ম সকল প্রতিপালনের জন্য, আপনাদিগের দেয় কিস্তি সকলের মধ্যে যে কিস্তির টাকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই টাকার পরিমাণে জামিন দিবেন।

১৫শ। কতকগুলি করদ রাজা আবহমান কাল চৌকিদার নিয়োগ করিয়া ও তাঁহাদিগের অধিকারের নিকটবর্ত্তী মোগলবন্দীর ভুমিতে চুরি প্রভৃতি হইলে দায়ী হইয়া থাকেন, এ জন্য তাঁহাদিগকে চৌপানি বা আপন খণ্ডাইতি নামে কর আদায় করিতে দেওয়া হইয়াছিল; ঐ সকল রাজারা পূর্ব্ববৎ দায়ী থাকিয়া চৌকিদার নিয়োগ করিতে থাকিবেন, কিন্তু অন্য কোন বন্দোবস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐরূপ কর আদায় না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তৎপরিমাণে টাকা পাইবেন।

১৬শ। জমিদার ও রাইয়তপ্রভৃতির স্বত্ব রক্ষার্থ এবং প্রজাদিগের নিকট হইতে অন্যান্য আদায় নিবারণার্থ যে সকল বন্দোবস্ত করা গেল, ইহাতে সর্ব্বপ্রকার প্রজার মনে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা উত্তমরূপ রক্ষিত হইবার বিশ্বাস জন্মিবে, দেশে কৃষিকর্ম্মের উন্নতি হইবে ও সাধারণের সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

ময়ূরভঞ্জের রাজার সহিত সন্ধিপত্র।

লিখিতং শ্রীযদুনাথ ভঞ্জ বাহাদুর রাজা কেল্লা ময়ূরভঞ্জ, আমি অনরেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট নিম্নলিখিত নিয়ম সকল লিখিয়া দিয়া অকপটভাবে একরার করিতেছি যে;—

১ম। আমি সর্ব্বদা অনরেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে থাকিয়া তাঁহাদিগের প্রতি রাজোচিত ব্যবহার করিব।

২য়। আমি নিজে ও আমার উত্তরাধিকারীগণের পক্ষ হইয়া স্বীকার করিতেছি যে, আমরা চির কাল নিম্নলিখিত কিস্তিবন্দীর অনুসারে বিলম্ব বা আপত্তি না করিয়া উপরোক্ত কেল্লার পেস্‌কস স্বরূপ বার্ষিক ১০০১ সিক্কা টাকা উক্ত গবর্ণমেণ্টকে দিব।

৩য়। যদি উড়িশ্যা সুবা নিবাসী কোন ব্যক্তি তথা হইতে পলায়ন করিয়া আমার রাজ্য মধ্যে আইসে, তবে আমি তলব মতে তাহাকে উপস্থিত রাজকর্ম্মচারীর সমীপে প্রেরণ করিব।

৪থ। যদি আমার অধিকারস্থ কোন প্রজা মোগল বন্দীর সীমার মধ্যে কোন অপরাধ করে ও সেই জন্য তাহাকে তলব হয়, তবে আমি তাহাকে ধৃত করাইয়া উপস্থিত রাজকর্ম্মচারীর সমীপে পাঠাইব। আর যদি মোগলবন্দীনিবাসী কোন ব্যক্তির স্থানে আমার

কোন দাবি থাকে, তবে আমি আপনি তাঁহা আদায় না করিয়া উপস্থিত রাজকর্ম্মচারীর সমীপে আমার দাবির সমাচার দিব ও তাঁহার অনুমতি ক্রমে কার্য্য করিব।

৫ম। আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমার অধিকারের মধ্য দিয়া অনরেবল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্যের গমন কালে সাধ্যমতে উচিত মূল্যে তাহাদিগের রসদ যোগাইবার জন্য আমার কেল্লার লোকদিগকে অনুমতি করিব। আর ইহাও স্বীকার করিতেছি যে, কোম্পানি বাহাদুরের কোন প্রজা, জল পথে বা স্থলপথে দ্রব্যাদি লইয়া গমনকারী অপর কোন লোক কিম্বা কোন হুকুম বা পরওয়ানা বাহক ব্যক্তি আমার অধিকারের মধ্য দিয়া গমন করিলে, আমি তাহাকে কোন ওজরে আটক করিব না কিম্বা কোন প্রকারে তাহার বাধা ঘটাইব না, বরং তাহার জীবন বা দ্রব্যাদির কোন প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে বা অসুবিধা না হয়, তাহারই চেষ্টা করিব।

৬ষ্ঠ। কোন নিকটবর্ত্তী রাজা বা অপর কোন লোক কোম্পানি বাহাদুরের প্রতিকূলাচরণ করিলে আমি তলব মতে বিলম্ব না করিয়া প্রতিকূলাচারীকে বশীভূত করণ জন্য আমার নিজ সৈন্যের কিয়দংশ কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যের সঙ্গে প্রেরণ করিব। এইরূপ

প্রেরিত সৈন্য সমস্ত দিন উপস্থিত থাকিবে ভত দিনের ভাতা ভিন্ন আর কিছু পাইবে না।

৭ম। গবর্ণমেণ্টের উপর খুঁটা ঘাট বা পারাপার বিষয়ক আমার যে ছয় আনা অংশের দাবি আছে, তাহা আমি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলাম এবং এতদ্দ্বারা স্বীকার ও প্রকাশ করিতেছি যে, আমি বা আমার উত্তরাধিকারীগণ এ বিষয়ে কোন দাবি উপস্থিত করিলে তাহা অযথার্থ জ্ঞানে নামঞ্জুর হইবে।

কিস্তিবন্দী।

চৈত্র	...	...	...	...	৩৩৫ টাকা।
জ্যৈষ্ঠ	...	...	...	...	৩৩৫ টাকা।
আষাঢ়	..	...	...	...	৩৩ টাকা।

রাজার স্বাক্ষর।

তারিখ, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দ, ১লা জুন।

সাক্ষী।

১। সাধু ভুঁইয়া সাং মৌজা গোঁটিযাপুর এলাকা ময়ূরভঞ্জ।

২। রাম জানা সাং তোতাপাড়া এলাকা ময়ূরভঞ্জ।

ভারতবর্ষে প্রচলিত নানাপ্রকার শাক।

সম্বৎ। বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে প্রচলিত শাককে সম্বৎ কহে।

শকাব্দ। শালিবাহন রাজাকর্ত্তৃক দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের সময় হইতে শকাব্দের গণনা আরম্ভ হয়।

হিজরীসন। মহম্মদের মদিনাতে পলায়ন দিবস* হইতে হিজরীসনের গণনারম্ভ হয়। ইহা চন্দ্রের গতি অনুসারে পরিগণিত হইয়া থাকে, এ জন্য ইহার সহিত সৌরাব্দের ঐক্য হয় না। সম্বৎ, শকাব্দ বা খৃষ্টাব্দের প্রতি শতাব্দীতে তিন বৎসর করিয়া উহার অন্তর হইয়া থাকে। মুসলমানেরা বাঙ্গলা অধিকার করিয়া তাহাদিগের দেশ প্রচলিত শাক অর্থাৎ হিজরী এ দেশে প্রবর্ত্তিত করে। এই শাক এখানে প্রচলিত হইলে এখানকার প্রথানুসারে তাহা সৌর বৎসরের সহিত পরিগণিত হইতে লাগিল, সুতরাং কাল-সহকারে হিজরী ও বঙ্গাব্দ অন্তর হইয়া পড়িল।

সন। ইহা উড়িশ্যা দেশে প্রচলিত আছে। বঙ্গাব্দের সহিত ইহার প্রায় ঐক্য হয়, কিন্তু এই দেশে ভাদ্র মাসের ইন্দ্র দ্বাদশীতে বৎসর এবং প্রতি মাসের সংক্রান্তিতে মাস আরম্ভ হইয়া থাকে, সুতরাং বঙ্গাব্দের সহিত উড়ি-

শ্যাতে প্রচলিত আমলী বৎসরের সাত মাস অন্তর ও প্রতি মাসেও এক এক দিন ন্যূন হইয়া পড়ে।

শকাব্দ	১লা	বৈশাখ	১৭১৬=
সম্বৎ	১লা	বৈশাখ	১৮৫৭=
বঙ্গাব্দ	১৫ই	বৈশাখ	১২০০=
বিলায়তি	১৫ই	বৈশাখ	১২০০=
ফসলী	১লা	বৈশাখ	১২০০=
হিজরা	১৩ই	রমজান	১২০৭=
খৃষ্টাব্দ	২৫এ	এপ্রেল	১৭৯৩

ইহাতে এই জানা যাইতেছে যে, শকাব্দে ৭৭ যোগ করিলেই খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। বঙ্গাব্দ বা আমলী বৎসরে ৫১৬ যোগ করিলে শকাব্দ হয়। ১৪১ যোগ করিলে সম্বৎ হয়।

সমাপ্ত।

I. C. Bose & Co., Stanhope Press, Calcutta.